বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি।

অর্থাৎ

(বঙ্গদেশবাসী, সপ্তশতী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, মধ্যশ্রেণী, উত্তরবারেন্দ্র, পতিত ও বর্ণব্রাহ্মণ, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক, আচায্যব্রাহ্মণ, ভাট ও বাঙ্গালীভাবাপন্ন পশ্চিমে-ব্রাহ্মণের বিবরণ।)

শ্রীরাধাকান্ত দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

সন ১৩৩১ সাল।

মূল্য ৩০ আনা মাত্র।
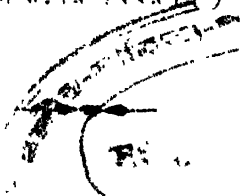
গোপাল লাল চৌধুরী লেন, শিবপুর
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তারাপ্রেস।
৫৬ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীশশধর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্র।

ওঁ পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥

পিতুঃ [illegible]

ঘটকদিগের কারিকায় - 'পশ্চাৎ গাঙ্গুলী ভায়া পাত চেটে খায়।'— এই ছত্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য আপনাকে ঘটকদিগের সহিত আলাপ করিতে দেখিতাম, এবং তাহাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহাও বুঝিতাম। তাই, আপনার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণসকলের বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই, এবং বহুদিনের চেষ্টার পর, শ্রীচরণপ্রসাদে আজ তাহা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি। বঙ্গের সকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সন্নিবেশিত করিয়া 'বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি' নাম দিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক সংকলন করিয়াছি। ইহাতে আপনার প্রশ্নের সমাধান আছে। আপনি যদি আজ ইহধামে থাকিতেন, আপনার শ্রীচরণ সমীপে বসিয়া আপনাকে সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া শোনাইয়া ধন্য হইতাম। কিন্তু আমার সে সৌভাগ্য নাই, তাই আজ আপনার চরণোদ্দেশ্যে এই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি উৎসর্গ করিলাম। এক্ষণে প্রার্থনা, যেন সকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ইহাতে তাঁহাদের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানিতে পারিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। ইতি—

শিবপুর।
২৭শে ভাদ্র, ১৩৩১ সাল।

আপনার অকৃতি-পুত্র
রাধাকান্ত

নিবেদন।

আমার এই পুস্তকে কোন সাহিত্যজগতে সুপরিচিত পণ্ডিতের লিখিত ভূমিকা নাই, এবং ইহাতে আমার লিখিত কোন স্বমতও নাই। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্যেরা যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইহাতে ধারাবাহিকক্রমে সন্নিবেশিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তবে এ পুস্তক মুদ্রনের প্রয়োজন কি, যদি কোন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে কোন উত্তর দিব না অপরে জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, যে ধারাবাহিক ব্রাহ্মণেতিহাস মুদ্রিত হয় নাই। অধিকন্তু এ বিষয়ে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, সে সকল সাধারণের সহজপ্রাপ্য নহে, একারণ যাহাতে এখানি সকলের সহজলভ্য হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়াছি। বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিবরণ একত্র সমাবেশের একমাত্র কারণ যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ স্বশ্রেণী ব্যতীত ভিন্ন শ্রেণীর বিবরণ সহজেই জানিতে পারিবেন। বহুবর্ষ ধরিয়া এই পুস্তক সংকলনে যে প্রয়াস পাইয়াছি, এক্ষণে যদি ব্রাহ্মণেরা ইহা গ্রহণ করেন তাহা হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তক সংকলনে 'কুলতত্ত্বার্ণব', 'শব্দকল্পদ্রুম', 'বিশ্বকোষ', 'সম্বন্ধনির্ণয়', 'শুভবিবাহতত্ত্ব', 'ব্রাহ্মণেতিহাস', 'কায়পরিবার', 'ব্রহ্মভট্টপরিচয়', 'বহুবিবাহ' প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি। আচার্য্য ও ভাটের বিবরণ লিখিতে সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব্বপ্রিন্সিপ্যাল ৺সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ও পণ্ডিত ৺হরিচরণ আচার্য্যের পুত্র শ্রীপ্রফুল্লকুমার আচার্য্য এবং শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তাদের নিকট ও উক্ত ব্যক্তিগণের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। বিশেষতঃ প্রফুল্লকুমার ও অমূল্যধনের নিকট আচার্য্য ও ভাটের বিবরণ লিখিতে যেরূপ সাহায্য পাইয়াছি তাহা না পাইলে এই দুই শ্রেণীর যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে কখনই পারিতাম না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, এই দুই মহোদয় দীর্ঘজীবী হইয়া স্বশ্রেণীর উন্নতি সাধনে রত থাকুন। ইতি—

শিবপুর
৩রা আশ্বিন ১৩৩১ সাল

বিনীত
শ্রীরাধাকান্ত দেবশর্ম্মা।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

ও ব্রহ্মণ্যদেবায় নমঃ।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত। পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়া।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মিথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতিখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কার্ণাটিকাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্য দক্ষিণবাসিনঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)।

বিন্ধ্যাচলের উত্তরবাসী সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিলী ও উৎকলী ব্রাহ্মণ পঞ্চগৌড় নামে, বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণবাসী কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, গুর্জ্জরী, অন্ধ্র ও দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ পঞ্চদ্রাবিড়ী নামে খ্যাত।

সারস্বত ব্রাহ্মণগণের নিবাসস্থান পঞ্জাব। কান্যকুব্জ (কনোজ) ব্রাহ্মণগণের আবাসস্থান হিন্দুস্থান। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ

ওঁ ব্রহ্মণ্যদেবায় নমঃ।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত, পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতিখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটিকাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যা দক্ষিণবাসিনঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)।

বিন্ধ্যাচলের উত্তরবাসী সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিলী ও উৎকলী ব্রাহ্মণ পঞ্চগৌড় নামে, বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণবাসী কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, গুর্জ্জরী, অন্ধ্র ও দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ পঞ্চদ্রাবিড়ী নামে খ্যাত।

সারস্বত ব্রাহ্মণগণের নিবাসস্থান পঞ্জাব। কান্যকুব্জ (কনোজ) ব্রাহ্মণগণের আবাসস্থান হিন্দুস্থান। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ

বঙ্গদেশ-বাসী। মৈথিলীগণের মিথিলা প্রদেশ উত্তর বিহারের ত্রিহুত প্রভৃতি জেলায়। উৎকলীগণের উড়িষ্যা প্রদেশ। কর্ণাটীর কর্ণাট প্রদেশ। তৈলঙ্গীর তৈলঙ্গ প্রদেশ। গুর্জ্জরীর গুজরাট-প্রদেশ। অন্ধ্র ব্রাহ্মণ মান্দ্রাজবাসী। দ্রাবিড়ের দ্রাবিড় প্রদেশ।

সারস্বত ব্রাহ্মণ।

সারস্বত ব্রাহ্মণের মধ্যে বাঞ্জোই ও মহিয়াল দুইটী শ্রেণী আছে। ইহাদের সাধারণ মিশ্র উপাধি থাকিলেও এক এক বংশের এক এক প্রকার উপাধি। এইরূপে ৩৩ প্রকার উপাধির কথা শোনা যায়, যথা ঃ—

মোলতেখা, ঝিঙ্গল, জেতিলি, কুশারি, কালীয়া, মালীয়া, কুহুরিয়া, মধুরিয়া, বাগড়ী, তেওয়ারী, পাঠক, ভুষরাজ, ফুলা, জোতাসী, শরী, সমধ, নাভ, নারদ, ললপা, কোনার, ঐড়ি, চিত্রজোট, ডামরী, সানায়, পারাতি, বাসুদেও, বান্দে, মোহেরা, সূত্রক, তেড়ী, অম্বল, সুদাস ও ভস্বিব।

সিন্ধুদেশের সারস্বত ব্রাহ্মণগণের ৫টি শ্রেণী—১। শ্রীকর, ২। শিকারপুরী, ৩। বাভঞ্জাহী, ৪। শ্বেতপল, ৫। কুম্ভচণ্ড।

পোখালী নামক এক শ্রেণীর সারস্বত ব্রাহ্মণগণ ভাটিয়াদিগের পৌরহিত্য করেন। কাশ্মীরের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ সুন্দর ও পণ্ডিত উপাধিধারী। ডোগাই নামক এক শ্রেণীর সারস্বত ব্রাহ্মণ কাশ্মীরের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করেন। সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ হয়, তবে সবংশে হয় না।

আফগানিস্তানবাসী ব্রাহ্মণ।—আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থানেও ব্রাহ্মণের বাস আছে। ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণেরা সেই সকল দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এইরূপ বোধ হয়। এই উপনিবেশ স্থাপনের ঠিক কাল নির্ণয় করা কঠিন। তবে গ্রহযামল নামক গ্রন্থ সংকলিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা তথায় গিয়াছেন তাহার আর কোন ভুল নাই। গ্রহবিপ্রগণ কোন প্রদেশে কি নামে প্রসিদ্ধ বর্ণণায় গ্রহযামলের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,—

চোদ্দ পনের বৎসর পূর্ব্বে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল হইতে তীর্থপর্যটনোদ্দেশ্যে কয়েকজন কাবুলী-ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্রাদি সহ ৺শ্রীশ্রীকালীদেবীকে দর্শন মানসে কালীঘাটে আসিয়াছিলেন। কাবুলিগণ মুসলমানধর্ম্মী আমাদিগের প্রায় সকলের এই বিশ্বাস, এবং কাবুলে যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোক আছেন ইহাও অনেকেই জানেন না; একারণ কাবুলী বেশধারী ব্যক্তিগণকে কালীদর্শন করিতে আসিতে দেখিয়া অনেকেই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এই কাবুলী তীর্থযাত্রি মধ্যে দুই এক জন ভাঙ্গা হিন্দিতে কথা কহিতে পারিতেন। অপরেরা হিন্দিভাষা জানেন না ও কথা কহিতে পারেন না। সেই সকল তীর্থযাত্রী ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন, এবং সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন।

দশ বার বৎসর পূর্ব্বে যখন লেখক শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কয়েকজন কাবুলী বৈষ্ণব বৃন্দাবন দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাদিগের কাবুলীবেশ দৃষ্টে মুসলমান ভ্রমে ব্রজবাসী পাণ্ডার তাঁহাদিগকে প্রথমে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন নাই, পরে তাঁহারা গুঞ্জমালী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলে ও গলায় কণ্ঠিমালা দেখাইলে মন্দিরে প্রবেশ লাভ ও ঠাকুর দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হন।

ইঁহাদিগের নিকট কাবুলী পেস্তু অক্ষরে লিখিত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ছিল।

কাবুলে এখন পর্য্যন্ত হিন্দুরা বাস করেন, এমন কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মাবলম্বী গুঞ্জমালী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবও আছেন। ইহা বাঙ্গলার পক্ষে বড়ই গৌরবের বিষয় যে, বাঙ্গলায় লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবিকল বঙ্গভাষা রক্ষা করিয়া কেবল কাবুলী অক্ষর পেস্তুতে লিখিত হইয়া গুঞ্জমালী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব কর্ত্তৃক ধর্ম্মগ্রন্থরূপে অতি ভক্তিভাবে সাদরে পঠিত হইতেছে।

"সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্রপণ্ডিতঃ।
তীরহোত্রে তিথিবিপ্রো নাটকে ঋক্ষসূচকঃ॥"

আফগনিস্তান, কান্দাহার প্রভৃতি গান্ধার প্রদেশের অন্তর্গত। গান্ধার প্রদেশের গ্রহবিপ্রগণ চিত্রপণ্ডিত নামে বিখ্যাত। তখন গ্রহবিপ্র ভিন্ন যে অন্য বিপ্রেরা তথায় অতি পূর্ব্বকাল হইতে বাস করিতেছেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ।

কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দশবিধ উপাধি দৃষ্ট হয়। ১। দোবে, ২। ত্রিবেদী, ৩। চোবে, ৪। মিশ্র, ৫। শুকুল, ৬। পাঁড়ে, ৭। দীক্ষিত, ৮। পাঠক, ৯। উপাধ্যায়, ১০। বাজপেয়ী।

তেওয়ারী, পাঁড়ে, দোবে ও শুকুল ব্রাহ্মণগণ মধ্যে আদান প্রদান চলে।

তেওয়ারী ব্রাহ্মণ সামবেদী কৌথুমশাখী; পাঁড়ে ব্রাহ্মণগণ ঋক্ ও সাম উভয় বেদী; দোবে ও দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ যজুর্ব্বেদী; বাজপেয়ী ব্রাহ্মণগণ শুক্লযজুর্ব্বেদী; শুকুলব্রাহ্মণগণ শুক্ল-যজুর্ব্বেদী, মাধ্যন্দিন শাখী; মিশ্রব্রাহ্মণগণ শুক্লযজুর্ব্বেদী, কাণ্বায়নশাখী।

সরযুপারী ব্রাহ্মণেরা কনোজিয়া ব্রাহ্মণের শাখা বলিয়া পরিচয় দেন। সরযুনদীর পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে ইহাদিগের বাসস্থান; ইহাদের মধ্যেও নানাপ্রকার শ্রেণী ও উপাধি আছে। কনোজিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাদের উপাধি।

সনাঢ্য বা সনোড়িয়া ব্রাহ্মণগণও কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের শাখা

বলিয়া পরিচয় দেন। কান্যকুব্জের উত্তরপূর্ব্ব ও মথুরার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ সনাঢ্য বা সনধ্যায় ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত।

ইহাদের মধ্যে নানাপ্রকার উপাধি আছে। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাদের উপাধি। তবে পরাশর, গোস্বামী, চতুর্দ্ধূরী বা চৌধূরী, চৈনপুরী ও উদেশীর উপাধি সনাঢ্য ব্রাহ্মণের পরিচায়ক।

গৌড় বা গৌড়ীয়ব্রাহ্মণ।

বঙ্গদেশের অপর নাম গৌড়মণ্ডল। 'পঞ্চগৌড়' ও 'পঞ্চ-দ্রাবিড়' এই বিভাগের পূর্ব্বে, যে সকল ব্রাহ্মণ এই গৌড়মণ্ডলে আসিয়া বাস করিতেছেন তাঁহারা গৌড় ব্রাহ্মণ পর্য্যায়ভুক্ত। আর যাঁহারা এই বিভাগের পরবর্ত্তীকালে আসিয়া এদেশে বসতি করিতেছেন তাঁহারা গৌড়ীয় নহেন।

রাঢ়শ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী, ও পাশ্চাত্য বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন এবং গৌড়মণ্ডলে স্থায়ীবাস হেতু কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পৃথকীকৃত হইয়া গৌড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের প্রথমশাখা সারস্বত ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়া বহুদিন যাবৎ গৌড়মণ্ডলবাসী। ইহারা কান্যকুব্জব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহারা রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত সংশ্রবে গৌড় ব্রাহ্মণ পর্য্যায়ভুক্ত।

মধ্যশ্রেণী—রাঢ়ীশ্রেণী হইতে, উত্তরবারেন্দ্র—বারেন্দ্রশ্রেণী হইতে, পতিতব্রাহ্মণ—রাঢ়ীশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। ইঁহারাও গৌড় ব্রাহ্মণ পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেন।

মৈথিলী ব্রাহ্মণ।

মৈথিলী ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ১। শ্রোত্রিয় (শ্রুতি বা বেদপাঠক), ২। যোগ, ৩। পাঞ্জাবধি, ৪। নাগর, ৫। জেবর।

ইঁহাদের মধ্যে ৮টী উপাধি দৃষ্ট হয়। ১। ওঝা বা ঝা, ২। পাঠক, ৩। মিশ্র, ৪। চৌধুরী, ৫। রায়, ৬। ঠাকুর, ৭। পুর, ৮। পাদর্দী।

উৎকলী ব্রাহ্মণ।

উৎকলী ব্রাহ্মণেরা দুইভাগে বিভক্ত। ১। দাক্ষিণাত্য, ২। জাজপুরী। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণেরা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১। বৈদিক, ২। পূজারী, ৩। বিষয়ী।

১। বৈদিক ব্রাহ্মণের দুইটি বিভাগ আছে। কুলীন ও শ্রোত্রিয়। উপাধি দ্বারা কুলীন ও শ্রোত্রিয় পরিচয় কতক বুঝা-যায়। কুলীনের উপাধি সামন্ত, নন্দ, মিশ্র, আচার্য্য, সেনাপতি, চেদী, পর্ণগ্রাহী, বৈদীজাতি। শ্রোত্রিয়ের উপাধি ভট্ট, উপাধ্যায়, ওঝা, তেওয়ারী, দাস ও পতি। মিশ্র ও সৎপতি উপাধি কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের উভয়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

২। পূজারী বা অধিকারী ব্রাহ্মণ। ইঁহাদেরও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ন্যায় উপাধি।

। বিষয়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মহাজনপন্থী ও মহাস্থানী দুইটী বিভাগ আছে। পাণ্ডা, মহাপাত্র, পশুপালক উপাধি আছে। বৈদিক ব্রাহ্মণের ন্যায় ইঁহাদের মধ্যে সেনাপতি উপাধি দৃষ্ট হয়।

জাজপুরী ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডা, মিশ্র, সেনাপতি ও দাস উপাধি আছে।

পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়ী ভিন্ন শাকদ্বীপী বা শাকলদ্বীপী নামে একটা পর্য্যায় আছে। বঙ্গদেশীয় আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের কতকাংশ এই শাকদ্বীপী পর্য্যায়ভুক্ত। হিন্দুস্থানে কনোজিয়া ভিন্ন অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা এই পর্য্যায়ান্তর্গত। সময়ান্তরে বিস্তৃতালোচনার আশা আছে।

বঙ্গদেশে সপ্তশতী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য-বৈদিক, দাক্ষিণাত্য-বৈদিক, মধ্যশ্রেণী, উত্তর-বারেন্দ্র, পতিত ও বর্ণব্রাহ্মণ, গ্রহবিপ্র, ভাট প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। এতদ্ব্যতীত পশ্চিমে ব্রাহ্মণ বাঙ্গালীভাবাপন্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ইঁহাদের বিষয় যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। এ পরিচ্ছেদে পঞ্চগৌড় বিভাগের গৌড়ীয় ভিন্ন অন্য চারিটী শাখার সারস্বত, কনোজিয়া, মৈথিলী ও উৎকলী ব্রাহ্মণের কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। যদি এই বৃদ্ধবয়সে সময় পাই তাহাহইলে বিশেষ বিবরণ প্রকাশে সচেষ্ট হইব।

পঞ্চদ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের বিবরণ সংগ্রহের কোন আশা নাই এবং তৎসম্বন্ধে যে কখন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে পারিব এরূপ সম্ভাবনাও নাই। ভগবদ্ কৃপায় কি না হয়। "পঙ্গুরে মা লঙ্ঘাও গিরি" এই পুস্তকে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইতেছে, তাহা সংগ্রহ

করা মাদৃশ মূর্খের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। তবে সে হইল সে কেবল "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।

যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥"

পরমানন্দমাধবের কৃপায়। আমি সেই পরমানন্দমাধবকে ভক্তি ভরে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোত্র ও প্রবর

"গবতে শব্দয়তি পূর্ব্ব পুরুষান্ যৎ।"

"বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধং আদিপুরুষং ব্রাহ্মণানাং।"

"গোত্রপ্রবর্ত্তকো মুনিরাবর্ত্তকো মুনিগণঃ।"

"তদ্গোত্রাৎ প্রসূতাঃ প্রবরাঃ ইতি তৎপুত্র পৌত্র

তপোবিদ্যাতিশয়গুণযোগাৎ প্রখ্যাত নামানঃ।"

ব্রাহ্মণ সকল যে যে মুনির বংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের আদিপুরুষের নামে গোত্র এবং সেই গোত্রপ্রবর্ত্তক যে যে মুনি, তাঁহাদের নামে সেই সেই প্রবর প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক এক মুনির নামে এক এক গোত্র হইয়াছে এবং সেই সেই মুনির পুত্র পৌত্রগণ মধ্যে যাঁহারা তপ, বিদ্যা ও অতিশয় গুণবান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা সেই সেই গোত্রের প্রবর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

অথবা গোত্র শব্দের অর্থ গো-ত্রাণ অর্থাৎ গোরক্ষণের স্থান। ঋষিগণের দেব ও পিতৃকার্য্য সম্পাদনার্থ কতকগুলি ধেনু থাকিত এবং সেই ধেনু পালনের নিমিত্ত আশ্রম সন্নিকটে গোত্র অর্থাৎ গোচারণ ভূমি থাকিত। যে যে ঋষির আশ্রমের নিকটবর্ত্তী যে যে গোত্র, সেই সেই ঋষির নামানুযায়ী গোত্রের অর্থাৎ গোচারণ ভূমির নাম হইত। পরবর্ত্তী কালে ঐ গোত্র গোচারণ ভূমির নাম হইতে বংশের নামে পরিণত হয়, এবং সেই মুনির বংশধরেরা সেই গোত্র বলিয়া পরিচিত হইতে থাকেন।

মনুর মতে চব্বিশটা গোত্র। পরে বিয়াল্লিশ জন গোত্রকার এ দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা চোয়ান্নটী গোত্রের নাম শুনিতে পাই।

গোত্র ও প্রবর ব্রাহ্মণের বংশের পরিচায়ক। এজন্য বিবাহাদি সকল কর্ম্মেই গোত্র ও প্রবরের উল্লেখ করিতে হয়।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির অতিদিষ্ট গোত্র। শূদ্র জাতির গুরু বা পুরোহিতের গোত্র। ব্রাহ্মণেতর জাতি মাত্রেই যিনি যেরূপে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন তিনি সেইরূপে গোত্র পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। ইহাদিগের বংশের আদিপুরুষ কেহই গোত্র-প্রবর্ত্তক কোন মুনি নহেন।

পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়া ব্রাহ্মণের গোত্র প্রাচীন ৪২টী গোত্রের মধ্যেই কোন না কোন একটী গোত্র হইবে। বক্রী ১২টী গোত্রের কোন না কোন গোত্র শাখা-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে হইবে। পরে দ্রষ্টব্য।

গোত্র। প্রবর।

১। শাণ্ডিল্য—শাণ্ডিল্য, আসিত ও দেবল।

২। কাশ্যপ—কাশ্যপ, আপ্সার ও নৈধ্রুব।

৩। বাৎস্য—ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ।

৪। সাবর্ণ—বাৎস্য গোত্রের সম পঞ্চ প্রবর।

৫। ভরদ্বাজ—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য।

৬। গৌতম—গৌতম, আপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও নৈধ্রুব।
কাহার মতে গৌতম, আঙ্গিরস ও আবাস।

৭। সৌকালীন—সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, আপ্সার ও নৈধ্রুব।

৮। কল্কিষ—ধর্ম্মপ্রদীপ গ্রন্থে প্রবর সংখ্যা পাই নাই।

৯। অগ্নিবেশ্য—ঐ — ঐ।

১০। কৃষ্ণাত্রেয়—কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয় ও আবাস।

১১। বশিষ্ঠ—বশিষ্ঠ। কাহার মতে বশিষ্ঠ, অত্রি ও সাঙ্কৃতি।

১২। বিশ্বামিত্র—বিশ্বামিত্র, মরীচি ও কৌষিক।

১৩। কুশিক—কুশিক, কৌশিক ও বিশ্বামিত্র।

১৪। কৌশিক—কৌশিক, অত্রি ও জমদগ্নি।

১৫। ঘৃতকৌশিক—কুশিক ও ঘৃতকৌশিক। কাহার মতে
কুশিক, কৌশিক ও বন্ধুল।

১৬। মৌদ্গল্য—সাবর্ণ ও বাৎস্য গোত্রের সম পঞ্চপ্রবর।

১৭। আলম্যান বা আলম্ব্যায়ন—আলম্ব্যায়ন, শালঙ্কায়ন ও শাকটায়ন।

১৮। পরাশর—পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ।

১৯। সৌপায়ন—সাবর্ণ ও বাৎস্য গোত্রের সম পঞ্চপ্রবর।

গোত্র। প্রবর।

২০। অত্রি—অত্রি, আত্রেয ও শাতাতপ।

২১। বাসুকি—অক্ষোভ্য, অনন্ত ও বাসুকি।

২২। রোহিত—ভার্গব, নীলরোহিত ও রোহিত।

২৩। বৈয়াঘ্রপদ্য—সাঙ্কৃতি।

২৪। জামদগ্ন্য—জামদগ্নি, ঔর্ব্ব্য ও বশিষ্ঠ।

২৫। অগস্ত্য—অগস্ত্য, দধীচি ও জৈমিন।

২৬। বৃহস্পতি—বৃহস্পতি, কপিল ও পার্ব্বণ।

২৭। কাঞ্চন—অশ্বথ, দেবল ও দেবরাজ।

২৮। বিষ্ণু—বিষ্ণু, বৃদ্ধি ও কৌরব।

২৯। কাত্যায়ন—অত্রি, ভৃগু ও বশিষ্ঠ।

৩০। কান্ব কান্ব, অশ্বথ ও দেবল।

৩১। সাঙ্কৃতি—অব্যাহার, অত্রি ও সাঙ্কৃতি।

৩২। কৌণ্ডিল্য—কৌণ্ডিল্য, স্তিমিক ও কৌৎস্য।

৩৩। গর্গ—গার্গ্য, কৌস্তুভ ও মাণ্ডব্য।

৩৪। আঙ্গিরস—আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ ও বার্হস্পত্য।

৩৫। অনাবৃকাক্ষ—গার্গ্য, গৌতম ও বশিষ্ঠ।

৩৬। অব্য—অব্য, বলি ও সারস্বত।

৩৭। জৈমিনি—জৈমিনি, উতথ্য ও সাঙ্কৃতি।

৩৮। বৃদ্ধি—কুরুবৃদ্ধ, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য।

৩৯। শক্তৃ—শক্তৃ, পরাশর ও বশিষ্ঠ।

৪০। কাণ্বায়ন—কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ ও আজমীঢ।

গোত্র। প্রবর।

৪১। শুনক—শুনক, শৌনক ও গৃৎসমদ। কাহার মতে শুনক, শৌনক ও শোনিহোত্র। কাহার মতে শুনক, সৌভদ্র ও গৃৎসমদ।

৪২। আত্রেয়—আত্রেয়, শাতাতপ ও সাংখ্য।

৪৩। গোতম—গোতম, বশিষ্ঠ ও বৃহস্পতি।

এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠ গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক মধ্যে ৪৪। রথীতর, ৪৫। সঙ্কর্ষণ, ৪৬। মঞ্জুঋষি (মৌঞ্জায়ন), ৪৭। পৌতিমেষ্য ৪৮। মাণ্ডব্য, ৪৯। বৎস্য গোত্রের নাম দেখা যায়।

৫০। সৌনক গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা পঞ্চগোত্রীয় পাশ্চাত্য-বৈদিক বলিয়া পরিচয় দেন।

সপ্তসতী ব্রাহ্মণ মধ্যে ৫১। শনক, ৫২। কাশ্যো, ৫৩। হারীত ৫৪। কৌৎস্য গোত্রের নাম দেখা যায়।

ধনঞ্জয় কৃত ধর্ম্মপ্রদীপ গ্রন্থে এই সকল গোত্রের প্রবর লিখিত নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ।—বঙ্গদেশবাসী সপ্তশতী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্যবৈদিক, দাক্ষিণাত্যবৈদিক, মধ্যশ্রেণী, উত্তরবারেন্দ্র, পতিত ও বর্ণব্রাহ্মণ, গ্রহবিপ্র, ভাট ও পশ্চিমে ব্রাহ্মণের বিবরণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

সপ্তশতী।

সপ্তশতী নাম কেন হইল।

সপ্তশত কথা হইতে সপ্তশতী বা সাতশতী কথার উৎপত্তি হইয়াছে। যৎকালে আদিশূর গৌড়ের অধিপতি ছিলেন তখন এদেশে সারস্বত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এই সারস্বত ব্রাহ্মণগণ অন্ধ্রক বংশসম্ভূত মহাত্মা শূদ্রক নামক নৃপতি কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সারস্বত (পঞ্জাব) প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছিলেন এবং তদবধি এদেশে বাস করিতেছিলেন। তখন তাঁহাদিগের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক সাতশত হইয়াছিল। রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়া এই সকল সারস্বত

ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করেন, এবং বলেন যে, হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা সারস্বত ব্রাহ্মণের বংশধর, মুখাগ্নি দ্বারা হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করুন। এতচ্ছ্রবণে সেই সারস্বত ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন হে রাজন্! এ কলিকালে তাঁহারা মুখাগ্নি দ্বারা হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলনে অসমর্থ; বৌদ্ধরাজাদের প্রভাবে দেশ হইতে ক্রিয়া কাণ্ড একরূপ লোপ পাইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব যেখানে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তৃত হয় নাই, এইরূপ দেশ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করাইয়া আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

রাজা ব্রাহ্মণগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা যে হীনবীর্য্য ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন জানিতে পারিয়া কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের নিকট সৎকুলীন সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন।

দূত কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া, রাজা আদিশূরের প্রার্থনা কান্যকুব্জাধিপতিকে জ্ঞাপন করিলে, রাজা বীরসিংহ—বঙ্গদেশ পতিত, তীর্থযাত্রা ব্যতীত সেদেশে ব্রাহ্মণগণ গমন করিলে, তাঁহাদিগের সংস্কারের প্রয়োজন হয়, অতএব কোন ব্রাহ্মণ সে দেশে যাইতে প্রস্তুত নহেন, বলিয়া—রাজা আদিশূরের দূতকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।*

দূত কান্যকুব্জাধিপতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে শুনিয়া, রাজা

* "অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষুচ।
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন দ্বিজঃ সংস্কারমর্হতি॥" (প্রাচীনস্মৃতি)

আদিশূর মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক কৌশলে ব্রাহ্মণ আনাইবার স্থির করিলেন।

পুনশ্চ সমস্ত সারস্বত ব্রাহ্মণকে সভায় আহ্বান করিয়া তন্মধ্য হইতে বলবান সাত শত ব্রাহ্মণ মনোনীত করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! যৎকালে আপনারা আমার পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সম্পাদনে অসমর্থ, তখন আপনারা আমার সহায় হইয়া কৌশলে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া দিউন।

তদুত্তরে ব্রাহ্মণদিগকে কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে রাজা বলিলেন, যে আপনরা এই সাত শত ব্রাহ্মণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া গবারোহণে আমার সেনাপতি সহ কান্যকুব্জে গমন পূর্ব্বক রাজা বীরসিংহকে যুদ্ধে পরাজয় করুন।

ব্রাহ্মণেরা রাজার এইরূপ বিপরীত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন হে রাজন্! গবারোহণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ * এবং আমরাও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নহি, তখন কি রূপে আমরা আপনার বাক্য পালনে সমর্থ হইব।

রাজা তখন কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদিগের কোন ভয় নাই। রাজা বীরসিংহ সদ্ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহা হইতে কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই। তিনি আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন না, নিশ্চয়ই পরাজয় স্বীকার করিয়া আমার প্রার্থিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিবেন। আমিও আপনাদিগের গোপৃষ্ঠে আরোহণ জনিত দোষ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা মোচন করাইব।

---

* "গবাক্ষ যানং পৃষ্ঠেন ব্রাহ্মণানাং বিগর্হণম্ :" (ইতি মনুঃ)

ব্রাহ্মণগণ রাজার এই অভয় বাক্যে রাজাদেশ পালনে স্বীকৃত হইলে, আদিশূর পুনর্ব্বার কান্যকুব্জে দূত প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যদি কান্যকুব্জাধিপতি, রাজা আদিশূরের প্রার্থনামত পাঁচ জন কর্ম্মকুশল সাগ্নিক ব্রাহ্মণ গৌড়ে প্রেরণ না করেন, তবে তিনি যেন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকেন।

দূত রাজা বীরসিংহের নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া এই কথা নিবেদন করিলেন, দূতের মুখে এইরূপ প্রগল্‌ভবাক্য শ্রবণ করিয়া কান্যকুব্জাধিপতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিনা যুদ্ধে একজনও ব্রাহ্মণ গৌড়ে প্রেরণ করিবেন না বলিয়া, দূতকে দূরীভূত করিয়া দিলেন।

দূত গৌড়ে প্রত্যাগত হইলে, রাজা আদিশূর সেই সাত শত সারস্বত ব্রাহ্মণকে নিজ সেনাপতি সহ কান্যকুব্জে প্রেরণ করিলেন।

কান্যকুব্জাধিপতি গবারোহণে সৈনিকবেশে সাত শত ব্রাহ্মণকে যুদ্ধার্থ রাজ্য মধ্যে আগমন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং রাজা আদিশূরের কৌশল বুঝিতে পারিয়া, গো-বিপ্র বধের আশঙ্কায় ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণগণের হস্তে আদিশূর-প্রার্থিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে প্রেরণ করিবেন বলিয়া এক অঙ্গীকারপত্র প্রদান করিলেন।

সৈন্যবেশধারী ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাজা আদিশূরকে বীরসিংহ রাজার পত্র প্রদান করিলেন। রাজা আদিশূর অতীব হৃষ্ট হইয়া শীঘ্র প্রায়শ্চিত্ত বিধি দ্বারা

সেই ব্রাহ্মণগণকে গবারোহণজনিত দোষ হইতে মোচন করাইলেন।

সেই সাত শত ব্রাহ্মণ গবারোহণজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইলেও, আর সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিলেন না। তদবধি তাঁহারা "সপ্তশতী" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাতশতীর গাঁই সংখ্যা ও বর্ত্তমান বাসস্থান।

যে সময় রাজা আদিশূর পাঁচজন ব্রাহ্মণকে (রাঢ়ী ও বারেন্দ্রর পূর্ব্বপুরুষগণকে) কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আনয়ন করেন, তৎকালে অর্থাৎ ৬৭৫ শকে বা ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সারস্বত ব্রাহ্মণগণ এইরূপে সপ্তশতী আখ্যা প্রাপ্ত হন।

এই সাত শত সারস্বত ব্রাহ্মণাতিরিক্ত যে সকল সারস্বত ব্রাহ্মণ বঙ্গে বাস করিতেন, তাঁহাদিগের বংশধর এ দেশে আর দৃষ্ট হয় না। ইহাঁরা পরবর্ত্তী কালে এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণে মিশিয়া গিয়াছেন।

* কেহ কেহ বলেন সাতসইকা গ্রামবাসী বলিয়া সাতশতী নাম হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় সাতসইকা বলিয়া একটী পরগণা আছে। কিন্তু এ কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের আটটী গোত্রের উল্লেখ দেখা যায়। সাগরপ্রকাশ নামক গ্রন্থে শনক, শুনক, কাশ্যপ, গৌতম, পরাশর, বশিষ্ঠ, হারীত ও কৌৎস্য গোত্র দেখা যায়; দেবীবর ঘটক এই আটটী গোত্র স্বীকার করেন, তবে শনক স্থানে কৌণ্ডিল্য গোত্র উল্লেখ করেন।

বাঁকুড়া জেলায় বেলতেড়ে গ্রাম নিবাসী সপ্তশতীরা রাঢ়ীয় কুলীন সমাজে চলিত। ইহাঁরা আস্তাড়ী গাঁই ঘৃতকৌশিক গোত্র বলিয়া পরিচয় দেন।

আস্তাড়ী, পিতাড়ী, দাইয়া, দান্দুড়ী ও কাটনী গাঁই কুলক্রিয়া দ্বারা বিখ্যাত।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণ মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্র দৃষ্ট হয়। এই গোত্রীয় কড়ারী গাঁইর ব্রাহ্মণগণ ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে বাস করেন।

আদিত্য, ভাদাড়ী, করঞ্জ, ভট্টশালী ও কামদেব গাঁইর সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা বারেন্দ্র সমাজে মিশ্রিত হইয়াছেন।

কাশ্যপকাঞ্জারী, মুলুকজুড়ী, দীঘল প্রভৃতি কয়েকটী গাঁই রাঢ়ী শ্রেণীতে মিশিয়া গিয়াছে।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের অনুসরণে ইহাঁদের মধ্যে ৪২টী গাঁই সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—নগড়ী, দহড়ী, হাম্ব (হামশেতাই), কাশ্যপকাঞ্জারী, আদিত্য, উজ্জ্বল, সাগাই, সুরাই, দীঘল, যবগ্রামী, কোঁয়াড়ি, কৌণ্ডিল্য, কুড্যালো, করঞ্জ, হেলনী, ধায়ী, বৈজুড়ী, রাতাড়ী, আস্তাড়ী, পিতাড়ী, ভাদাড়ী, মুলুকজুড়ী, বেড়গ্রামী, কাটনী, ফুন্দুক (কামদেব), কেরল, বাগরাই, ফর্করছত্রিকা, পুংসিক, সুখদাসী, সাঁড়াফুলী, কল্যাণী, করলা, নাতাড়ী, দান্দুলী,

বেলাড়ী, উল্লুকঝঝ্‌ঝর, বালথুবী, আরথ, ডাইয়া, বানসী, বাণ্টুরী। কাহার কাহার মতে নাতাড়ি হইতে বাণ্টুরী ৯টী গাঁই স্থানে বাপাড়ি, তসিকা, কেয়ু, পিচ্ছু, ফুলক, নালসী, ভট্টশালী, করারি, হাঙ্গুরী গাঁই নাম হইবে।

হুগলী শিমলাগড়ের রায়েরা নালসী গাঁই পরাশর গোত্রীয়। সাতক্ষীরা গ্রামের রায়চৌধুরীরা ও সেনহাটার চক্রবর্ত্তীগণ কাটনী গাঁই কাশ্যপ গোত্রীয়। বৰ্দ্ধমান, শিঙ্গেরকোণ, ভৈঁটে, পালশিট, ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানের গোস্বামিগণ যবগ্রামী গৌতম গোত্রীয়। নদীয়া জেলার চাকদহ ও কামালপুর অঞ্চলের ভট্টাচার্য্যগণ ফর্ক্কর-চন্দ্রিকা। ফুলে বেলগড়ে ও শান্তিপুরের ভট্টাচার্য্যগণ কৌণ্ডিল্য। চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা, রামগোপালপুর, বালি ও শ্রীরামপুরের রায়েরা কাশ্যপকাঞ্জারী।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

——:*:——

রাজা আদিশূরানীত কান্যকুব্জাগত পঞ্চ গোত্রীয়
পঞ্চ ব্রাহ্মণ পরিচয়।

কান্যকুব্জাধিপতি রাজা বীরসিংহ পূর্ব্ব অঙ্গীকার-পত্রানুযায়ী আদিশূরের প্রার্থনামত পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন বেদজ্ঞ, যজ্ঞকুশল, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ গৌড়ে প্রেরণ করিলেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বামদেবের পুত্র ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় দিণ্ডীর পুত্র মেধাতিথি, কাশ্যপ গোত্রীয় রত্নাকরের পুত্র বীতরাগ, সাবর্ণ গোত্রীয় প্রিয়ঙ্করের পুত্র সৌভরি, বাৎস্য গোত্রীয় উষাপতির পুত্র সুধানিধি গৌড়ে আগমন করিলেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রীমান্ বামদেবো মহাতপাঃ।
তৎসুতস্তু ক্ষিতীশশ্চ আগতো গৌড়মণ্ডলে॥
দিণ্ডিনামা মহাজ্ঞানী ভরদ্বাজস্য গোত্রজঃ।
তজ্জো মেধাতিথির্বিদ্বানাগতো গৌড়মণ্ডলে॥
কাশ্যপান্বয়জঃ শ্রীমান্ রত্নাকর উদারধীঃ।
তৎপুত্রো বীতরাগশ্চ হ্যাগতো গৌড়মণ্ডলে॥

সাবর্ণ গোত্রজঃ শ্রীমান্ প্রিয়ঙ্কর উদারধীঃ।
তৎপুত্রঃ সৌভরিঃ খ্যাত আগতো গৌড়মণ্ডলে ॥
বাৎস্যগোত্রসমুদ্ভূতো ধীরঃ শ্রীমানুষাপতিঃ।
তজ্জঃ সুধানিধির্বিদ্বানাগতো গৌড়মণ্ডলে ॥

(কুলতত্ত্বার্ণব)

রাজা আদিশূর দূর হইতে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে শিরোদেশে উষ্ণীষ, মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু, পৃষ্ঠদেশে সশরধনু ধারণ করিয়া সৈনিক-বেশে অশ্বারোহণে আগমন করিতে দেখিয়া সমাদর করিলেন না এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ আদিশূর কর্ত্তৃক সমাদৃত হইলেন না দেখিয়া, তাঁহাদের প্রভাব দেখাইবার জন্য আশীমন্ত্র পাঠ করিয়া স্তম্ভকাষ্ঠের শিরোদেশে দুর্ব্বাক্ষত প্রদান করিলেন। শুষ্ক স্তম্ভকাষ্ঠ তৎক্ষণাৎ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দ্বারবান্ বিস্মিত হইয়া দ্রুতপদে রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া রাজাকে সংবাদ প্রদান করিল। এই কথা শুনিয়া রাজা আদিশূর তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া গললগ্নীকৃতবস্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনাদিগকে সৈনিক বেশে আগত দেখিয়া এবং কোন ব্রাহ্মণ চিহ্ন না দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে আমি প্রস্থান করিয়াছিলাম; অতএব হে দয়াময় দ্বিজগণ! আমি আপনাদের চরণে পতিত হইতেছি, আপনারা স্বীয় গুণে আমার অজ্ঞতাজনিত দোষ মার্জ্জনা পূর্ব্বক, আপনাদিগের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় প্রদান করুন।

রাজার এবম্প্রকার বিনম্র বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ-

গণ নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। ক্ষিতীশ বলিলেন আমি শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, আমার নাম ক্ষিতীশ। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ইঁহার নাম মেধাতিথি। ইনি কাশ্যপ গোত্রীয়, ইঁহার নাম বীতরাগ। ইনি সাবর্ণ গোত্রীয়, ইঁহার নাম সৌভরি। ইনি বাৎস্য গোত্রীয়, ইঁহার নাম সুধানিধি।

আদিশূর সেই তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাইয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং বিশেষ সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন।

পরে শুভ মুহুর্ত্তে সেই ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তাঁহার ঈপ্সিত যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন; এবং তাঁহাদিগকে যথারীতি দক্ষিণা দ্বারা যথারীতি পূজা করিলেন।

যজ্ঞ সমাপনান্তে ক্ষিতীশাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কান্যকুব্জবাসি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। রাজা বীরসিংহ ব্রাহ্মণগণকে সভায় আহ্বান করিয়া বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্ষিতীশাদি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে গ্রহণ করিবেন না বলিয়া অভিমত জানাইলেন।

রাজার অনুরোধ ও উপেক্ষিত হইল দেখিয়া, ক্ষিতীশাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ ভার্য্যা পুত্রাদি সহ বঙ্গে পুনরাগমন করিলেন। তাঁহাদিগের সহিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী বলবান পাঁচজন রক্ষক আসিয়াছিলেন। ইঁহারাই বঙ্গীয় কায়স্থ কুলীনগণের আদিপুরুষ।

রাজা আদিশূর সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পরিবারবর্গ ও রক্ষকগণ সহ বঙ্গে পুনরাগত দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন, এবং সেই

ব্রাহ্মণগণ মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, গঙ্গাতীরে তাঁহাদিগের বাসার্থ পঞ্চ গ্রাম ও ধনরত্নাদি প্রদান করিলেন।

ক্ষিতীশ ব্রহ্মপুরী, বীতরাগ কামঠী, সৌভরি বটগ্রাম, মেধাতিথি কঙ্কগ্রাম ও সুধানিধি হরিকোঠ নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন।

যে পাঁচজন রক্ষক সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও রাজ প্রদত্ত ভূমি বাসার্থ প্রাপ্ত হইলেন। সেই পাঁচজন রক্ষকের নাম মকরন্দ, দশরথ, কালিদাস পুরুষোত্তম ও দাশরথি। মকরন্দ সৌকালীনগোত্রীয় ঘোষবংশের আদিপুরুষ। দশরথ গৌতম-গোত্রীয় বসুবংশের আদিপুরুষ। কালিদাস বিশ্বামিত্রগোত্রীয় মিত্র-বংশের আদি পুরুষ। পরুষোত্তম ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্ত বংশের আদিপুরুষ। দাশরথি কাশ্যপগোত্রীয় গুহবংশের আদিপুরুষ।

"বাসার্থং পঞ্চবিপ্রাণাং গঙ্গাতীর সমীপতঃ।
পঞ্চগ্রামান্ দদৌ তূর্ণং রত্নানি বিবিধানি চ ॥
ক্ষিতীশায় ব্রহ্মপুরীং বীতরাগায় কামঠীম্।
বটগ্রাম সৌভিরিণে দদৌ নরপতি স্তদা ॥
মেধাতিথ্যাভিধেয়ায় কঙ্কগ্রামং মনোরমম্।
তং সুধানিধয়ে চাপি হরিকোট মনুত্তমম্ ॥"
"ক্ষিতীশাদি দ্বিজৈঃ সার্দ্ধমাগতাঃ পঞ্চরক্ষকাঃ।
মকরন্দো দশরথঃ পুরুষোত্তম এব চ ॥
কালিদাসো দাশরথিঃ সর্ব্বে রাজন্যধর্ম্মিনঃ।
তেষাং প্রার্থনয়া ভূমিং দদৌ বাসায় ভূপতিঃ ॥"

(কুলতত্ত্বার্ণব)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশধর রাঢ়ী ও বারেন্দ্র।

রাজা আদিশূর পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র ভূশূর পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। কিছুকাল রাজত্ব করার পর, তিনি মগধাধিপতি রাজা ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (দিনাজপুর) হইতে বিতাড়িত হইলেন। এইরূপে ভূশূর পিতৃরাজ্য বরেন্দ্র-ভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, রাঢ়দেশে আসিয়া সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসতি করিতে লাগিলেন।

গৌড়মণ্ডলের বরেন্দ্রভূমে পালবংশীয় রাজা ও রাঢ়ে শূরবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের তেইশটী পুত্র জন্মিয়াছিল। ক্ষিতীশের ৫টী, মেধাতিথির ৮টী, বীতরাগের ৪টী, সৌভরির ৪টী, সুধানিধির ২টী পুত্র।

শাণ্ডিল্যগোত্র। ক্ষিতীশের পুত্র—ভট্টনারায়ণ, দামোদর, শৌরি, বিশ্বেশ্বর ও শঙ্কর।

ভরদ্বাজগোত্র। মেধাতিথির পুত্র—শ্রীহর্ষ, গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি ও শশী।

কাশ্যপগোত্র। বীতরাগের পুত্র—দক্ষ, সুষেণ, ভানু ও কৃপানিধি।

সাবর্ণগোত্র। সৌভরির পুত্র—বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর।

বাৎস্য গোত্র। সুধানিধির পুত্র—ছান্দড় ও ধরাধর।

ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় এই পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণ রাজা ভূশূর সহ পূর্ব্ববাস বরেন্দ্র ভূমি ত্যাগ করতঃ রাঢ় দেশে আগমন করিলেন।

রাজা ভূশূর ও তাঁহাদিগের বাসহেতু ভূমি ও ধনরত্নাদি প্রদান করিলেন।

রাঢ়দেশে বাসহেতু এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং ইহাঁদের বংশধরগণ রাঢ়ীয় নামে খ্যাত হইলেন।

দামোদর, গৌতম, সুষেণ, রত্নগর্ভ ও ধরাধর প্রভৃতি আঠারটী পুত্র বরেন্দ্রভূমি ত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা ঐ প্রদেশেই বাস করিতে লাগিলেন। বরেন্দ্রভূমে বাসহেতু তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরগণ বারেন্দ্র নামে খ্যাত হইলেন।

"ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো হর্ষসংজ্ঞকঃ।
বেদগর্ভো দ্বিজাশ্চৈতে সহ ভূশূরভূভৃতা॥
পূর্ব্ববাসন্তু সন্ত্যজ্য রাঢ়দেশমুপাগতাঃ॥
রাঢ়দেশে কৃতে বাসে তে দ্বিজাঃ পঞ্চসংখ্যকাঃ।
রাঢ়ীয়া ইতি বিখ্যাতা দেশনামানুসারতঃ॥
দামোদরাদয়ো যে তু পূর্ব্ববাসং ন তত্যজুঃ।
বরেন্দ্র দেশবাসিত্বাৎ তে বারেন্দ্রো ইতি স্মৃতাঃ॥"

(কুলতত্ত্বার্ণব)

(রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে পরস্পর অনৈক্যের কারণ অনুসন্ধান। সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

রাঢ়ীশ্রেণী—৫৬ গাঁঞি।

রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চগোত্রের পাঁচজন ব্রাহ্মণের তেইশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্য হইতে যে পাঁচটী পুত্র আদিশূরপুত্র রাজা ভূশূর সহ রাঢ়ে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহাদের ছাপান্নটী পুত্র জন্মিয়াছিল।

ভূশূরের পুত্র রাজা ক্ষিতীশূর এই ছাপান্নজন পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন ছাপান্নখানি গ্রাম বাসার্থ প্রদান করেন। যিনি যে গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন, তিনি ও তদ্বংশীয়গণ সেই গ্রামের নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। সেই গ্রামই তাঁহাদিগের গ্রামীন্ বা গাঞি (গাঁই) হইল।

কুলতত্ত্বার্ণব মতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের ১৬টী পুত্র ১৬টী গাঁই; ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের ৪টী পুত্র ৪টী গাঁই; কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষের ১৪টী পুত্র ১৪টী গাঁই; সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের ১১টী পুত্র ১১টী গাঁই; বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়ের ১১টী পুত্র ১১টী গাঁই। ৫৬

কুলরমা মতে ভট্টনারায়ণের ১৬টী পুত্র ১৬টী গাঁই; শ্রীহর্ষের ৪টী পুত্র ৪টী গাঁই; দক্ষের ১৬টী পুত্র ১৬টী গাঁই; বেদগর্ভের ১২টী পুত্র ১২টি গাঁই; ছান্দড়ের ৮টী পুত্র ৮টি গাঁই। ৫৬

কুলাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্র ছান্দড়ের ১১টী পুত্রের উল্লেখ করেন এবং বাৎস্য গোত্রে ১১টী গাঁইর কথা বলেন। তাঁহার

মতে উনষাইট পুত্র উনষাইটী গাঁই। কেহ কেহ বলেন যখন গাঁই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তখন ছান্দড়ের ৮টী পুত্র ছিল, পরে ৬টী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

কুলাচার্য্য হরিমিশ্র, মহেশ্বর ও গোপালশর্ম্মা বাচস্পতি মিশ্রের কথিত ৫৬টী গাঁই স্বীকার করেন, কাঞ্জিয়ারী, চোৎখণ্ডী ও দীঘল এই তিন গাঁই সাতশতী হইতে রাঢ়ী শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলেন। কিন্তু ধ্রুবানন্দমিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন কুলাচার্য্যেরা সাতশতী ব্রাহ্মণ হইতে পরবর্ত্তীকালে অতিরিক্ত তিনটি গোত্র ও ছয়টী গাঁই রাঢ়ীশ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিয়া পঞ্চগোত্র স্থানে অষ্টগোত্র, ছাপ্পান্নগাঁই স্থানে বাষট্টীগাঁই হইয়াছে বলেন। (এই অধ্যায়ের অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শাণ্ডিল্য-গোত্র।

কুলতত্ত্বার্ণব মতে		কুলরমা মতে	
পুত্রের নাম	গাঁই	পুত্রের নাম	গাঁই
১। বরাহ	বন্দ্যঘাটী	১। বরাহ	বন্দ্যঘটী
২। নান	কুসুমকলি	২। কাল	কুসুমকলি
৩। গুঁয়	কুলভী	৩। গুঁই	কুলভী
৪। রাম	গড়গড়ি	৪। রাম	গড়গড়ি
৫। গণ (গণেশ্বর)	ঘোষল	৫। গুণমণি	ঘোষলী
৬। দেব	সেউড়ি	৬। শাণ্ডেশ্বর	সেয়ক
৭। মাধব	দীর্ঘবাটী	৭। মাধব (বিষ্ণু)	আকাশ
৮। মধুসূদন	কড়িল	৮। মধুসূদন	করাল
৯। গূঢ়	মাশ্চটক	৯। গণপতি (বুড়)	মাশ্চটক

কুলতত্ত্বার্ণব মতে		কুলরমা মতে	
পুত্রের নাম	গাঁই	পুত্রের নাম	গাঁই
১০। বিকর্ত্তন	বটব্যাল (বড়াল)	১০। বিকর্ত্তন	বটব্যাল
১১। নৃপ	কেশরকোণি	১১। নৃপ	কেশরকোণি
১২। বাটু	পারিহাল	১২। বটুক (বাটু)	পারিহাল
১৩। নীল	বসুয়ারি	১৩। নীল	বসুয়ারি
১৪। দীন	কুশারি	১৪। কোপ	কুশারি
১৫। কাল	ঝিকরাড়ি	১৫। মহামতি (গুই)	দীর্ঘাঙ্গী
১৬। বাসুদেব	পোকট্ট	১৬। বাসু (শুভ) (কুলী)	কুলকুলী

ভরদ্বাজ-গোত্র।

১। জন	ডিণ্ডীসায়ী	১। জন (জনার্দ্দন)	দিণ্ডী (ডিংসাই)
২। রাম	রায়ী	২। রাম	রাই (রায়ী)
৩। সাধু	মুখোটী	৩। সাভূ (সাধু)	মুখটী
৪। নান	সাহুড়ি	৪। নাল	সাহুড়ি

কাশ্যপ-গোত্র।

১। সুলোচন	চট্ট	১। সুলোচন	চট্ট
২। ধীর	গুড়ি (গুড়)	২। ধীর	গুড়
৩। কুবের	সিমলায়ি	৩। শ্রীহরি	সিমলায়ি
৪। রাম	পালধি	৪। রাম	পালধি
৫। কাক	হড়	৫। কাক	হড়
৬। কানু	দগ্ধবাটী (পোড়ারি)	৬। কৃষ্ণ	পোড়ারি
৭। জগন্নাথ	পোষলী (পুষিলাল)	৭। জটাধর	পোষলী
৮। শুম্ভ	তৈলবাটী	৮। শম্ভু	তৈলবাটী

কুলতত্ত্বার্ণব মতে		কুলরমা মতে	
পুত্রের নাম	গাঁই	পুত্রের নাম	গাঁই
৯। নীর	অম্বলি	৯। নীর	অম্বুলি
১০। শুচ	ভূরিগ্রামী (ভূরিয়াল)	১০। শুভ	ভূরিগ্রামী
১১। ভানু	পলসায়ি	১১। পানু	পলসায়ী
১২। বনমালী	পর্কটী (পাকড়াশী)	১২। বনমালী	পর্কটী
১৩। কেশব	মূলগ্রামী (মূলী)	১৩। কেশব	মূলী
১৪। কৌতুক	পীতমণ্ডী	১৪। কৌতুক	পীতমুণ্ডী
		১৫। শশীধর	ভট্টশালী
		১৬। জন	কোয়ারি

সাবর্ণ-গোত্র।

১। হল	গাঙ্গলী	১। হল	গাঙ্গুলী
২। মাধব	ঘণ্টেশ্বরী	২। মাধব	ঘণ্টেশ্বরী (ঘণ্টা)
৩। মধুসূদন	পালী	৩। মধুসূদন	পারী (পালী)
৪। কুমার	বালী	৪। কুমার	বালী
৫। রাজাধর	কুন্দলাল	৫। রাজাধর	কুন্দলাল
৬। বিশ্বরূপ	নন্দিগ্রামী	৬। বিশ্বরূপ	নন্দী
৭। বশিষ্ঠ	সিদ্ধল	৭। বশিষ্ঠ	সিদ্ধল
৮। দক্ষ	সাণ্ডেশ্বরী	৮। দক্ষ	সাট (সাণ্ডেশ্বরী)
৯। মদন	দায়ী	৯। মদন	দায়ী
১০। যোগী	সিয়ারি	১০। যোগী	সিয়াড়ী
১১। রাম	নায়ারি	১১। গুণাকর	নায়ী (নায়ারি)
		১২। রাম	পুংসিক

বাৎস্য-গোত্র :

কুলতত্ত্বার্ণব মতে

পুত্রের নাম	গাঁই
১। শঙ্কর	পিপ্পলী
২। সুরভি	ঘোষাল
৩। ধীর	পূতিতুণ্ড
৪। মহাযশা	বাপুলি
৫। শ্রীধর	কাঞ্জিলাল
৬। মাধব	কাঞ্জিয়ারি
৭। গুণাকর	চোৎখণ্ডী
৮। কবি	শিম্বলাল
৯। বিশ্বম্ভর	পূর্ব্বগ্রামী
১০। কৃষ্ণ	হিজ্জল
১১। রবি	মহিন্তা (মহিলাল)

৫৬

কুলরমা মতে

পুত্রের নাম	গাঁই
১। শঙ্কর	পিপ্পলী
২। সুরভি	ঘোষাল
৩। ধীর	পূতিতুণ্ড
৪। মহাযশা	বাপুলি
৫ শ্রীধর	কাঞ্জিবিল্লী (কাঞ্জিলাল)
৬। নারায়ণ (হরি)	কাঞ্জারী
৭। নীলাম্বর	চোৎখণ্ডী
৮। কবি	শিমলাল (শিম্বলাল)

৫৬

(বাচস্পতিমিশ্র মতে)

পুত্রের নাম	গাঁই
৯। বিশ্বম্ভর	পূর্ব্বগ্রামী
১০। মনোহর	দীঘল
১১। রবি	মহিন্তা

৫৯

কুলতত্ত্বার্ণব ও কুলরমা গ্রন্থ হইতে কাহার কয়টী পুত্র, কি কি নাম ও কোন কোন গাঁঞি উদ্ধৃত করিয়া পার্থক্য দেখান গেল। কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে নাম ও গাঞির এইরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

সকল গ্রামীন ব্রাহ্মণ এক্ষণে আর দৃষ্ট হয় না। ইহাঁদের বংশ লোপ হইয়াছে কিংবা অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রামীনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না।

"বরাহস্তু বন্দ্যঘাটী নানঃ কুসুমকলিকঃ :
গুয়িশ্চ কুলভী খ্যাতো রাম গড়গড়িস্মৃতঃ ॥
গণেশ্বরো ঘোষলী চ দেবঃ সেউড়িরেব চ।
মাধবশ্চ দীর্ঘবাটী কড়িলো মধুসূদনঃ ॥
গুড়ো মাশ্চটকঃ খ্যাতো বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ।
কেশরকোণি নৃপশ্চৈব বাটুশ্চ পারিহালিকঃ ॥
বসুয়ারিশ্চ নীলস্তু কুশারি দীন এব চ।
ঝিকরারিস্তু কামশ্চ বোকট্টো বাসুদেবকঃ ॥
শাণ্ডিল্যে ষোড়শগ্রামবাসিনঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥
দিণ্ডীশায়ী জনো নাম রায়ী চ রামনামকঃ।
ধাঁধুনামা মুখোটী স্যান্নানঃ সাহুড়িকানকঃ ॥
ভরদ্বাজেতু বিজ্ঞেয়া শ্চত্বারো গ্রামবাসিনঃ ॥
চট্ট সুলোচনঃ খ্যাতো ধীরস্তু গুড়িরেব চ।
কুবেরঃ সিমলায়িশ্চ পালধি রামনামকঃ ॥
কাকোহড় ইতি খ্যাত কানুশ্চ দগ্ধবাটিকঃ।
জগন্নাথ পোষলীয় শুভস্তু তৈলবাটিকঃ ॥"
"নীরোহম্বলিরিতি খ্যাতো ভূরিগ্রামী শুভোমতঃ।
পলসায়ী তথা ভানুর্বনমালী চ পর্কটিঃ ॥
মূলগ্রামী কেশবশ্চ পীতমুণ্ডী চ কৌতুকঃ।
চতুর্দ্দশগ্রাম সংস্থা বিপ্রাঃ কাশ্যপগোত্রজাঃ ॥
হলস্তু গাঙ্গলী ঘণ্টেশ্বরী মাধবনামকঃ।
বিজ্ঞেয়ো বৈ তথা পালী মধুসূদন সংজ্ঞকঃ ॥
কুমারস্তু তথা বালী কুন্দো রাজ্যধরঃ স্মৃতঃ।

নান্দিগ্রামী বিশ্বরূপো বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলঃ স্মৃতঃ ॥
দক্ষসাণ্ডেশ্বরী জ্ঞেয়ো দায়ী চ মদনোঽভবৎ।
যোগীচৈব সিয়ারিঃ স্যান্নায়ারী রাম এব চ ॥
সাবর্ণৈকাদশ গ্রামবাসিনো ব্রাহ্মণা স্মৃতাঃ ॥

শঙ্করঃ পিপ্পলিঃ খ্যাতো ঘোষালঃ সুরভিস্মৃতাঃ।
পূর্ব্বগ্রামী বিশুঃ খ্যাতো ধীরস্তু পূতিতুণ্ডকঃ ॥
মহাযশা বাপুলিকঃ কৃষ্ণো হিজ্জল এবচ।
কাঞ্জিলালঃ শ্রীধরশ্চ কাঞ্জিয়াড়িশ্চ মাধবঃ ॥
গুণাকরশ্চতুর্থী চ মহিন্ত্যা রবিরেব চ।
শিম্বলালঃ কবিঃ খ্যাতো বাৎস্যগোত্র সমুদ্ভবঃ।
একাদশ গ্রাম সংস্থা বিজ্ঞেয়া দ্বিজপুঙ্গবাঃ।'

(কুলতত্ত্বার্ণব)

বন্দ্যঃ কুসুমো দীর্ঘাঙ্গী ঘোষলী বটব্যালকঃ।
পারী কুলী কুশারিশ্চ কুলভীঃ সেয়কোগড়ঃ ॥
আকাশঃ কেশরী মাষো বসুয়ারিঃ করালকঃ।
ভট্টবংশোদ্ভবা এতে শাণ্ডিল্য ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥

আদৌ মুখটী ডিংশু চ সাহুরী রাইকস্তথা।
ভারদ্বাজ ইমে জাতাঃ শ্রীহর্ষস্য তনূদ্ভবাঃ ॥
চট্টোহম্বুলী তৈলবাটী পোড়ারি হড়গূড়কৌ।
ভূরিশ্চ পালধিশ্চৈব পর্কটি পূষলী তথা ॥
মূলাগ্রামী কোয়রীশ্চ পলসায়ী চ পীতকঃ।
সিমলায়ী তথা ভট্ট ইমে কাশ্যপ সংজ্ঞকাঃ ॥

গাঙ্গুলিঃ পুংসিকো নন্দী ঘণ্টা কুন্দ সিয়ারিকাঃ।
সাটো দায়ী তথা নায়ী পারী বালী চ সিদ্ধলঃ ॥
বেদগর্ভোদ্ভবা এতে সাবর্ণে দ্বাদশস্মৃতাঃ।
কাঞ্জিবিল্লী মহিন্ত্যা চ পুতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষাল বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারী চ তথৈব চ ॥
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যসংজ্ঞকাঃ ॥

(কুলরমা)

এইরূপ কথিত আছে যে রাজা বল্লালসেন নবধা কুললক্ষণ সম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণগণকে "উপাধ্যায়" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বন্দ্য, মুখ, চট্ট, গঙ্গ গাঁঞির ব্রাহ্মণেরা গাঁঞির সহিত উপাধ্যায় যোগ করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় উপাধিতে পরিচিত হইতেছেন। কিন্তু বংশাবলী আলোচনায় দেখা যায় বল্লালের অনেক পরবর্ত্তী কালে বন্দ্য, মুখ, চট্ট প্রভৃতি গাঁইরা চক্রবর্ত্তী, পাঠক, ঠাকুর, প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত হইতেন ; একারণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি কবে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে তাহা ঠিক বলা যায় না।

যদি নবধা কুললক্ষণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক "উপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত হইতেন, তাহা হইলে কুন্দলাল, কাঞ্জিলাল, পূতিতুণ্ড ও ঘোষাল গাঞির মুখ্য কুলীনেরা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধির কুলীনদিগের ন্যায় আপনাদিগকে কুন্দলালোপধ্যায়, কাঞ্জিলালোপাধ্যায়, পূতিতুণ্ডোপাধ্যায় ও ঘোষালোপাধ্যায় বলিয়া পরিচিত করিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

রাজা ধরাশূরের সময় রাঢ়ীশ্রেণীর কুলপ্রথা।

(কুলাচল ও শ্রোত্রিয় বিভাগ।)

ক্ষিতীশূরের পুত্র মহীশূর, তৎপুত্র পৃথীশূর, পিতৃ পিতামহের রীত্যনুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

পরে পৃথীশূর-পুত্র ধরাশূর বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কর্ম্ম ও বিদ্যানুসারে পরীক্ষা করিয়া দুইটী বিভাগ করিলেন। প্রথম কুলাচল; দ্বিতীয় শ্রোত্রিয়।

কুলাচল লক্ষণ।

"বিশুদ্ধবংশসম্ভূত শান্তো দান্তঃ ক্ষমান্বিতঃ।
সদাচাররতো বিদ্বান্ কুলীনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

শ্রোত্রিয় লক্ষণ।

"গুণদোষবিমিশ্রা যে শ্রোত্রিয়াস্তে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥"

রাজা ধরাশূর কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত ২২ গ্রামী ব্রাহ্মণ কুলাচল অর্থাৎ কুলীন পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, যথা—

গোত্র — গাঁই

শাণ্ডিল্য—বন্দ্য, কেশরকোণি, গড়গড়ি, পারিহাল, কুলভী ও দীঘাড়ী।

ভরদ্বাজ—মুখটী, রায়ী ও দিণ্ডী (ডিংসাই)।

কাশ্যপ—চট্ট, হড়, গুড় ও পীতমুণ্ডী।

সাবর্ণ—গাঙ্গুলী, কুন্দলাল ও ঘণ্টেশ্বরী।

বাৎস্য—কাঞ্জিলাল, পূতিতুণ্ড, ঘোষাল, চোৎখণ্ডী, পিপ্পলী ও মহিন্তা।

নিম্নলিখিত ৩৪ গ্রামীকে শ্রোত্রিয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, যথা—

গোত্র	গাঁই
শাণ্ডিল্য—	কুশারি, বটব্যাল, মাশ্চটক, কুসুমকুলি, বসুয়ারী, কড়িয়াল, সেউরি, ঝিকরাড়ি, বোকট্টান ও ঘোষলী।
ভরদ্বাজ—	সাহুড়ি।
কাশ্যপ—	পাকড়াশী, পোষলী, পালধি, সিমলাই, অম্বুলি, পলসায়ী ভুরিশ্রেষ্ঠ (ভুরিয়াল), পোড়ারি, তৈলবাটী ও মূলী।
সাবর্ণ—	সিদ্ধল, শিয়ারী, বালী, পালী, সণ্ডেশ্বরী, নন্দিয়াল, দায়ী ও নয়াড়ী।
বাৎস্য—	সিমুলী, কাঞ্জারী, পূর্ব্বগ্রামী, বাপুলী ও হিজ্জল।

রাজা ধরাশূর ছাপান্ন গাঁই ব্রাহ্মণগণকে বাইশ গ্রামী কুলাচল ও চৌত্রিশ গ্রামী শ্রোত্রিয়ে বিভাগ করিলেন।

ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ বিভাগ করিয়া অল্প দিন পরে ধরাশূর ইহধাম ত্যাগ করেন। তৎপুত্র চন্দ্রশূর রাজা হয়েন। চন্দ্রশূর পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র সোমশূর রাজা হন। সোমশূর অপুত্রক পরলোক গমন করেন। শূরবংশের রাজত্বকাল শেষ হয়।

রাজা ধরাশূরের পর শূরবংশীয় অন্য কোন রাজা আর ব্রাহ্মণদিগের কুলপ্রথা লইয়া কোনরূপ বিভাগাদি করেন নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

বল্লালী কুলপ্রথা।

(কুলীন, শ্রোত্রিয়, নবধাকুললক্ষণ, কুলঘ্নদোষ)

শূরবংশের রাজত্ব কাল শেষ হইলে, সেনবংশীয় রাজগণ বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

সেনবংশীয় প্রথম রাজা মহাবলপরাক্রান্ত, রাজনীতি বিশারদ, দেবতা ও ব্রাহ্মণভক্ত, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বল্লালসেন ব্রাহ্মণগণের কুলবন্ধনে মনোনিবেশ করিয়া, তাঁহার সভায় এদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করেন এবং বলেন যে আপনারা ব্রাহ্মণ আমাদিগের পূজ্যতম সন্দেহ নাই, তথাপি যাঁহারা কুলীন তাঁহারা বিশেষ পূজ্যতম; সেই হেতু আমি ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য ব্যবস্থা করিব। [illegible]।

> তত আহূয় বিপ্রান্ সম্প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ।
> যূয়ং পূজ্যতমা বিপ্রা অস্মাভিশ্চ ন সংশয়ঃ॥
> তথাপি যে কুলীনাশ্চ তে পূজ্যা বৈ বিশেষতঃ।
> কল্পয়ামি হ্যহং তস্মাৎ কৌলীন্যঞ্চ দ্বিজন্মনাম্॥
>
> (কুলতন্ত্রার্ণব)

ব্রাহ্মণগণ বল্লালসেনের সভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা নবধা কুললক্ষণ স্থির করিলেন। যথা

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ ।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥" যথা—

১। আচার—"কুলানুক্রমতোজুষ্টঃ স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিতঃ ।
ধর্ম্মঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রোক্তঃ স এবাচার ঈরিতঃ ॥"

কুলক্রমে সেবিত স্বকীয় বর্ণাশ্রমোচিত শ্রুতিস্মৃতি বিহিত যে ধর্ম্ম তাহা আচার।

২। বিনয়—"গুরো জ্যেষ্ঠে কুলাচার্য্যে নম্রতা প্রিয়ভাষণম্ ।
সর্ব্বত্র মধুরং চারুধ্রুবং স বিনয়ো মতঃ ॥"

গুরু, বয়োজ্যেষ্ঠ ও কুলাচার্য্যের নিকট নম্রতার এবং সর্ব্বত্র মধুর প্রিয় সত্যবাক্য কথনের নাম বিনয়।

৩। বিদ্যা—"পুণ্যাপগুণদোষাদিসদসত্বাবিচারণম্ ।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পাণ্ডিত্যং সা বিদ্যা সমুদাহৃতা ॥"

পুণ্য ও পাপ, গুণ ও দোষ প্রভৃতি সৎ ও অসতের বিচার এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে যে পাণ্ডিত্য তাহা বিদ্যা।

৪। প্রতিষ্ঠা—"দূরদেশে গতা কান্তিস্তপো যোগাদিসম্ভবা ।
কুলজ্ঞপ্রমুখৈর্গীতা সা প্রতিষ্ঠা নিগদ্যতে ॥"

কুলজ্ঞাদি কর্ত্তৃক কীর্ত্তিতা দূরদেশগতা তপযোগাদিজনিতা যে কান্তি তাহা প্রতিষ্ঠা।

৫। তীর্থদর্শন—"শ্রদ্ধয়া পুষ্করে তীর্থে গঙ্গাক্ষেত্রে গয়াদিকে ।
সম্বন্ধশ্চক্ষুষো যশ্চ বিজ্ঞেয়ং তীর্থদর্শনম্ ॥"

পুষ্কর, গঙ্গা, শ্রীক্ষেত্র ও গয়াদি তীর্থে যে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক চক্ষুরিন্দ্রিয় সম্বন্ধ তাহাই তীর্থদর্শন।

৬। নিষ্ঠা—"ধর্ম্মজ্ঞানে সদোদ্যোগো ধর্ম্মতদ্‌গতমানসম্‌।
ধর্ম্মে যো দৃঢ়বিশ্বাসো নিষ্ঠা সাপ্যভিধীয়তে ॥"

ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বদা উদ্যোগ, ধর্ম্মে একান্ত মানস ও ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ইহাই নিষ্ঠা।

৭। আবৃত্তি—"তুল্যায় তুল্যবংশ্যায় কন্যাদান প্রদানতঃ।
উভয়োস্তুল্য ধর্ম্মত্বং সাবৃত্তিঃ পরিকল্পিতা ॥"

যে দুইজন ব্যক্তির গুণ ও বংশ তুল্য তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান হেতু যে তুল্যধর্ম্মতা তাহাই আবৃত্তি।

৮। তপ—"ইন্দ্রিয়াদেরুপযমৈ রজস্রং তত্ত্বচিন্তনম্‌।
পূজনং কুলদেবস্য তপস্তৎ পরিকীর্ত্তিতম্‌ ॥"

ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণ পূর্ব্বক অজস্র তত্ত্বচিন্তা ও কুলদেবতা পূজনের নাম তপ।

৯। দান—"পরোপকৃত্যৈ যস্ত্যাগঃ পরানুগ্রহকাময়া।
সৎপাত্রেভ্যশ্চ দাতব্যং তদ্দানমিহ কথ্যতে ॥"

পরোপকারার্থে বা পরানুগ্রহেচ্ছায় যে ত্যাগ এবং সৎপাত্রে বস্তুর অর্পণের নাম দান।

এইরূপ নবধা কুললক্ষণ স্থির করিয়া রাজা বল্লালসেন রাজা ধরাশূর যে ২২ গাঁই ব্রাহ্মণকে কুলাচল বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কৌলীন্যের নবগুণ বিচার করিয়া মুখ্য ও গৌণ দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন;

"যে বৈ নবগুণাপন্না বিপ্রা মুখ্যকুলীনকাঃ।"
"যে চাল্পগুণসম্পন্না স্তে বৈ গৌণকুলীনকাঃ।"

গোত্র	মুখ্য।	গৌণ।
শাণ্ডিল্য	১। বন্দ্য।	কেশরকোণি, গড়গড়ি, পারিহাল, কুলভী ও (দীর্ঘবাটী) দিঘাড়ী।
ভরদ্বাজ	২। মুখুটী।	রায়ী ও ডিণ্ডী।
কাশ্যপ	৩। চট্ট।	হড়, গুড় ও পীতমুণ্ডী।
সাবর্ণ	৪। গাঙ্গুলী ও কুন্দলাল।	ঘণ্টেশ্বরী।
বাৎস্য	৫। কাঞ্জিলাল, পূতিতুণ্ড ও ঘোষাল।	চোৎখণ্ডী, পিপ্পলী ও (মহিন্ত্যা) মতিলাল।

এইরূপে আটগ্রামী উনিশজন মুখ্যকুলীন ও চৌদ্দগ্রামী চৌদ্দজন গৌণকুলীন হইলেন।

বন্দ্যগাঁইর জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ, ৬ জন। মুখুটীগাঁইর উৎসাহ ও গরুড়, ২ জন। চট্টগাঁইর বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল, ৫ জন। গাঙ্গুলীগাঁইর শিশু, ১ জন। কুন্দলালগাঁইর রোষাকর, ১ জন। কাঞ্জিলাল গাঁইর কানু ও কুতূহল, ২ জন। পূতিতুণ্ডগাঁইর গোবর্দ্ধনাচার্য্য, ১জন। ঘোষালগাঁইর শির, ১ জন। এই ১৯ জন রাজাবল্লালসেন কর্ত্তৃক মুখ্যকুলীন বলিয়া পূজা পাইলেন।

কেশরকোনিগাঁইর ধর্ম্ম, গড়গড়িগাঁইর চক্রপাণি, পারিহাল গাঁইর চাকু, কুলভিগাঁইর গুয়ী, দীঘাড়ীগাঁইর মুণ্ডীকর। রায়ীগাঁইর ঠোট, ডিণ্ডিশায়ীগাঁইর জনার্দ্দন। হড়গাঁইর জন, গুড়গাঁইর শরণি, পীতমুণ্ডীগাঁইর মনোহর। ঘণ্টেশ্বরীগাঁইর নিশাপতি। চোৎখণ্ডীগাঁইর রুদ্র, পিপ্পলীগাঁইর অতিরূপ,

মহিন্ত্যাগাঁইর মাধবাচার্য্য, এই চৌদ্দ জনকে রাজা বল্লালসেন গৌণকুলীন বলিয়া স্থির করিয়া দিলেন। ১৯+১৪=৩৩জন

রাজা ধরাশূর যে চৌত্রিশ গ্রামকে শ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন রাজা বল্লালসেন তাঁহাদিগকে শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক শুদ্ধ ও কষ্ট শ্রোত্রিয় ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন।

"শ্রোত্রিয়ং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং শুদ্ধ কষ্টঞ্চ সত্তমৈঃ।
দোষাল্প গুণবাহুল্যা স্তে শুদ্ধশ্রোত্রিয়া মতাঃ॥
তেষাং সুতাং সমাদায় কুলীনো নৈব দুষ্যতি॥"
"গুণাল্প দোষবাহুল্যাঃ পতিতানাস্তু যে সুতাঃ।
যে বৈ পতিতসংশ্লিষ্টা স্তে কষ্টশ্রোত্রিয়া মতাঃ।"

(কুলতত্ত্বার্ণব)

দোষ অল্প ও গুণ বহুল তাঁহারা শুদ্ধশ্রোত্রিয়; কুলীনেরা শুদ্ধশ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে দুষিত হইবেন না। গুণ অল্প, দোষ বহুল, পতিতসুত বা পতিতের সহিত যাঁহাদের সম্পর্ক ঘটিয়াছে তাঁহারা কষ্টশ্রোত্রিয় হইলেন।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে রাজা বল্লালসেন ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার সভায় আহ্বান করিলে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্রাতে প্রথম প্রহর মধ্যে, কতকগুলি সার্দ্ধএকপ্রহর মধ্যে ও কতকগুলি দ্বিপ্রহর মধ্যে রাজ সমীপে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণের কৃত্য সন্ধ্যাহ্নিক পূজাদি সম্পন্ন করিতে অল্প সময় অতিবাহিত হয় না, তখন এই সকল ব্রাহ্মণ কি প্রকারে এরূপ অল্প কাল মধ্যে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া রাজা, যাঁহারা প্রথম প্রহরে

উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পতিত, এবং যাঁহারা দেড়-প্রহরের সময় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও যথারীতি সন্ধ্যা-বন্দনাদি সম্পন্ন করেন নাই মনে করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রোত্রিয় আর যাঁহারা দ্বিপ্রহরের সময় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি যথারীতি সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন ভাবিয়া, তাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। (এই কিংবদন্তীর মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না।)

রাজা বল্লালসেন আদান প্রদান দ্বারা কুলধর্ম্মের সমতা স্থির করেন। ইহার নাম আবৃত্তি। এই আবৃত্তি অনুসারে কুলীন-গণের মধ্যে পর্য্যায় স্থির করেন। পুনশ্চ ত্রিবিধ অংশ করেন যথা-আর্ত্তি, মধ্য ও ক্ষেম্য। পর্য্যায় অনুসারে পিতৃসদৃশ লোক আর্ত্তিঅংশ, স্বসমান লোক মধ্যঅংশ এবং প্রত্যংশ বিধি অনুসারে পুত্রতুল্য লোক ক্ষেম্যঅংশ। এই তিন প্রকার সহজ। ইহার আবার হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে। স্বীকারে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

যেরূপ পূজাবিধি অর্থাৎ সম্মানের তুলনায় যাঁহারা সমান হইবেন, তাঁহাদের পর্য্যায় সমান হইবে এবং তদ্দারা সমীকৃত হইবেন। তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদির ও আবৃত্তি অনুসারে পর্য্যায় দ্বারা সমা-নতা হইবে। যেখানে আবৃত্তির সম্ভাবনা নাই সেখানে কেবল উভয় পক্ষের স্বীকার বাক্য হেতু আবৃত্তি সিদ্ধ হইবে।

কুলীনে কুলীনে আদান প্রদান দ্বারা কন্যার পরিবর্ত্ত হইলে কন্যার কুল ও ধর্ম্মের সমতা হয়। অর্থাৎ কুলীন ভিন্ন গোত্রে কুলীনকে কন্যা প্রদান ও তাহা হইতে কন্যা গ্রহণ করিবেন, ইহাই, কুলপ্রথা।

কুলীনেরা শ্রোত্রিয়দিগের কন্যা গ্রহণ করিলেও তাঁহাদিগের কুলীনত্ব অব্যাহত থাকিবে। কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে কুলীনত্বের হানি হইবে।

রাজা বল্লালসেন কুলীনদিগের দশটি কুলঘ্ন দোষ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। যথা—

"রণ্ডঃ পিণ্ডো বলাৎকার স্ত্যাজ্যপুত্রো বিপর্য্যায়ঃ।
ব্রহ্মহা স্বজনাক্ষিপ্তঃ খোড়ী কন্যাবহির্গমঃ॥
অন্যপূর্ব্বাবিবাহশ্চ কুলঘ্না দশদোষকাঃ।
ভবদ্ভি বৈ সদা নূনং বর্জ্জনীয়া ন সংশয়ঃ।"

(কুলতত্ত্বার্ণব।)

রণ্ডিকাগমন, জীবিতেপিণ্ডদান, বলাৎকার, ত্যজ্যপুত্র, বিপর্য্যায় (পর্য্যায় ভঙ্গ হইলে), ব্রহ্মহত্যা, স্বজনেবিবাহ (অর্থাৎ পিতৃ বা মাতৃকুলে বিবাহ), ক্ষিপ্তখণ্ড, কন্যাবহির্গম ও অন্য-পূর্ব্বাবিবাহ (যে বরের সহিত যে কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছিল তাহার সহিত কন্যার বিবাহ না হইলে সেই কন্যাকে অন্যপূর্ব্বা বলে), এই দশটি কুলঘ্নদোষ।

রাজা এইরূপে কুলপ্রথা নির্দ্ধারণ করিয়া, যাঁহারা বিরুদ্ধ পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কেবল পাদ্য মাত্র প্রদান পূর্ব্বক অবর কুল নাম দিয়া নিন্দিত করিলেন। যাঁহারা স্বপদ ও বিরুদ্ধপদ উভয় পদারূঢ় তাঁহাদিগকে গৌণকুলীন নাম দিয়া ও যাঁহারা স্বপদমাত্রে আরূঢ় আছেন তাঁহাদিগকে মুখ্যকুলীন নাম দিয়া পূজা করিলেন।

রাজা বল্লালসেন এইরূপে মুখ্য, গৌণ ও অবর তিন প্রকার কুলীন বিভাগ করিয়াছিলেন এবং একখানি কুলগ্রন্থ * রচনা করিয়া তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেনকে উপদেশ দিয়া লোকান্তর গমন করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

লক্ষ্মণের কুলপ্রথা।

রাজা লক্ষ্মণসেন গৌড়ের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া পিতা বল্লালসেনের উপদেশ মত ব্রাহ্মণদিগের কুলরক্ষা বিষয়ে মনযোগী হন।

মুখ্য কুলীনগণ মধ্যে কালক্রমে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইলে রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁহাদের কুলবিধিকে নিম্নলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন।

"আদৌ বংশপরিবর্ত্তঃ পশ্চাদ্ বংশবলাবলম্।
তথা সমীকরণে দ্বে চতুর্ভিঃ কথ্যতে কুলম্॥"

(কুলতত্ত্বার্ণব)

১। বংশপরিবর্ত্ত অর্থাৎ কুলীন কন্যা যাহার গৃহে প্রদত্ত হইবে তাহার গৃহ হইতে কন্যা গ্রহণ।

* প্রথম পরিশিষ্ট দেখ।

২। বংশবল্লাবল্ল অর্থাৎ কে কি প্রকার উচ্চ বা নীচ বংশে আদান প্রদান করিয়াছেন তাহা জানা।

৩। প্রথম সমীকরণ।

৪। দ্বিতীয় সমীকরণ।

প্রথম সমীকরণে বন্দ্যবংশীয় জাহ্লন ও মকরন্দ, মুখবংশীয় উৎসাহ, চট্টবংশীয় বহুরূপ, ঘোষালবংশীয় শির, পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধন; গাঙ্গবংশীয় শিশু, এই ৭ জন।

দ্বিতীয় সমীকরণে বন্দ্যবংশজ বামন, দেবল, মহেশ্বর ও ঈশান, মুখবংশজ বাদলি, পণ্ডিত ও অভ্যাগত; চট্টবংশীয় অরবিন্দ, হল, শুচ ও বাঙ্গাল; কুন্দবংশজ রোষাকর; কাঞ্জিবংশজ কৃষ্ণ ও কুতূহল, এই ১৪ জন।

রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁহার পিতা বল্লালসেনের অপ্রকাশিত কুলবিধিগুলি প্রকাশিত করেন। তাঁহার পিতা আর্ত্তি, ক্ষেমা ও মধ্য তিন প্রকার অংশ করিয়াছিলেন; তিনি আবার এই তিন প্রকার অংশকে পনের ভাগে বিভাগ করেন। আর্ত্তি তিন প্রকার, ক্ষেমা তিন প্রকার ও মধ্য নয় প্রকার; এই পনের প্রকার অংশের নাম ভাব। তিনি আবৃত্তিরও দুই প্রকার মুখ্য ও গৌণ বিভাগ করিয়াছিলেন। এই সকলের আলোচনায় কোন ফল নাই।

রাজা লক্ষ্মণসেন পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র কেশব সেন রাজা হয়েন। ইনি যবনগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া গৌড়-রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মাধবের কুলপ্রথা।

সেনবংশের রাজত্ব শেষ হইলে, প্রবল পরাক্রান্ত দনৌজা-মাধব নামক একজন নৃপতি বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন।

পরে সেনবংশীয় কেশবসেন মাধবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বহু সমাদরে তাঁহাকে নিজ পার্শ্বদরূপে সভায় রাখেন।

অরাজকত্ব হেতু ব্রাহ্মণগণের সৎকুলীনতার বিপর্য্যায় ঘটিয়াছে শুনিয়া, রাজা দনৌজামাধব সৎকুলোদ্ভব ধার্ম্মিক বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগকে সভায় আহ্বান করিয়া পাঁচশত আটজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদান করেন।*

পরে রাজা মাধব কেশবসেনের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণের কুলবন্ধনে মনোনিবেশ করেন। তিনি এড়ুমিশ্রকে আহ্বান করিয়া রাজা বল্লালসেন কৃত ব্রাহ্মণগণের কুলবিধি বর্ণনা করিতে বলেন। এড়ুমিশ্র কর্ত্তৃক বর্ণিত কুলবিধি শ্রবণান্তর নবগুণ সম্পন্ন ও বেদবিদ্যা বিশারদ চব্বিশজন ব্রাহ্মণকে কুলীন স্থির করেন ও চারিবার সমীকরণ করেন।

---

* রাজা বল্লালসেন যে সময় বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন তৎকালে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা চারিশত ও বারেন্দ্রব্রাহ্মণের সংখ্যা সার্দ্ধতিনশত ছিল। রাজা দনৌজামাধবের রাজত্বকালে রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া পাঁচশত আট জন হইয়াছিল।

১ম সমীকরণ—বন্দ্যজ জয়পাণি, চট্টজ গোবিন্দ, ঘোষজ (ঘোষালজ) উদ্ভব ও গাঙ্গজ গদাধর। ৪ জন।

২য় „ বন্দ্যজ মহাদেব, চট্টজ কিত ও মুখজ উদ্ভব। ৩ জন।

৩য় „ মুখজ লৌকিক; বন্দ্যজ যোগী, মহেশ্বর, দাস ও মহাদেব। ৫ জন।

৪র্থ „ বন্দ্যজ শ্রীধর, তিক ও পুরাধ্যক্ষ; চট্টজ চাকু, গাহী ও নৃসিংহ; মুখজ বিশ্বেশ্বর; কঞ্জিজ চন্দ্রশেখর; ঘোষজ কোচ; গাঙ্গজ হলায়ুধ; কুন্দজ ষষ্ঠীবর ও পূতিজ শিব। ১২ জন।

কুলীন ব্রাহ্মণগণের সমীকরণে উক্ত চব্বিশ জন প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজা মাধব কুলীনগণ মধ্যে যাঁহাদিগের বংশে ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষে যথারীতি আদান প্রদান ঘটে নাই এবং যাঁহারা অমনোযোগী ছিলেন সেই সকল কুলীন সন্তানগণকে বংশজ বলিয়া আখ্যা প্রদান করিলেন। আর যে সকল ব্রাহ্মণ গুণ ও দোষবিশিষ্ট তাহারা শ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেন। (এই অধ্যায়ের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

এই শ্রোত্রিয়দিগকে পুনরায় সৎ ও কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া দুই ভাগে বিভাগ করিলেন।

সৎশ্রোত্রিয়গণ পুনরায় সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এই চারি ভাগে বিভক্ত হইলেন।

১। যাঁহারা কুলীন হইয়া স্বল্পদোষে কুলভ্রষ্ট হইয়াছেন

তাঁহারা সিদ্ধশ্রোত্রিয়। কুলীনগণ সর্ব্বদা তাঁহাদিগের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন।

২। যে সকল কুলীন সন্তানের গুণ ও দোষের ভাগ সমান তাঁহারা সাধ্যশ্রোত্রিয়। ইঁহাদিগের কন্যাও কুলীনের গ্রাহ্য।

৩। যে সকল কুলীন সন্তানের স্বল্প গুণ তাঁহারা সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়। ইঁহাদিগের কন্যা গ্রহণ করিলেও কুলীনগণ দূষিত হইবেন না।

৪। যাঁহারা কুলীনপুত্র হইয়া গুণসম্পর্ক রহিত, তাঁহারা অরি শ্রোত্রিয় বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহারা সর্ব্বদা কুলীনের ত্যজ্য।

যাঁহারা অকুলীন সুত, পতিতসুত বা পতিতের সহিত যাঁহাদিগের সম্পর্ক ঘটিয়াছে তাঁহারা কষ্টশ্রোত্রিয়। কুলীনগণ ও শ্রোত্রিয়গণ তাঁহাদিগের কন্যা কখন গ্রহণ করিবেন না। কেবল অরিশ্রোত্রিয়গণ তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিবেন।

কুলীনগণ শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে বংশজ হইবেন। *

রাজা মাধব ব্রাহ্মণগণের কুলাচারাদি এইরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া ১২১১শকে অর্থাৎ ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

* ত্রিয়ায়্ সুতাং দত্ত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গৌড়ে অরাজকতায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের অবস্থা।

যবন ভূপতিগণের অত্যাচার হইতে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত রাজা গৌড়ে কেহ না থাকায়, বরেন্দ্রদেশীয়, রাঢ়দেশীয় ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পর ভেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ শ্রেণী ভেদ ও কুলাকুল বিচার না করিয়া পরস্পর আদান প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ একতা প্রভাবে যবনগণ ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম বিনাশে সমর্থ হন নাই।

পূর্ব্বে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এক্ষণে সপ্তশতী সংস্রবে অষ্ট গোত্রীয় হইলেন। ছাপান্নগাঁই ছিলেন বাষট্টিগাঁই হইলেন।

পরাশর, বশিষ্ট ও গৌতম এই তিন অতিরিক্ত গোত্র। কেয়াড়ী, পুংশিক, ভাদাড়ী, দীঘল, ভট্টগ্রামী ও পিতারি এই ছয় অতিরিক্ত গাঁই।

"পঞ্চ গোত্র ছাপান্ন গাঁই। এ ছাড়া আর বামুন নাই॥
যদি থাকে দুই এক ঘর। সাতশতী আর পরাশর॥"

যবন ভূপতিগণের অধিকারে ব্রাহ্মণগণ শতবর্ষাধিক কাল বহুকষ্টে অতিবাহিত করেন। সে সময় তাঁহারা নানাস্থানে অবস্থান করেন। এবং নিজেরাই পরস্পর যুক্তি পরামর্শ করিয়া ঘটক নিযুক্ত করেন। বন্দ্য, মুখ ও চট্ট বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ গ্রাম, নাম ও কার্য্যানুসারে পৃথক-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন।

গ্রামানুসারে সংজ্ঞা।

বন্দ্য—কাঁটাদিয়া, বাবলা, নপাড়া, উন্দুঁরা, সাগরদিয়া ও গয়ঘড়।

মুখ—ফুলিয়া, কাচনা ও আমটা (আড়িয়া)।

ফুলিয়া মুখজ নৃসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামের সন্তানগণ ঘটকগণ কর্তৃক স্বল্পফুলিয়ামুখজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

চট্ট—খনিয়া, পাটুলি ও দেহাটা।

নামানুসারে সংজ্ঞা।

মুখ—বিশ্বেশ্বর বিশোমুখ ও জনার্দ্দন জনোমুখ।

চট্ট—বিভাকর বিভোচট্ট, ধনঞ্জয় ধনোচট্ট, চৈতলি চৈতলিচট্ট, ও নন্দন নান্দাচট্ট। (উপাধিগত—মনোরথ বঙ্গভূষণ উপাধি প্রাপ্ত হন তদ্বংশীয়গণ বঙ্গভূষণচট্ট বলিয়া খ্যাত।)

কার্য্যানুসারে সংজ্ঞা।

চট্ট—অবসথী চট্ট (সর্ব্বেশ্বর চট্ট যজ্ঞশালার অগ্নিরক্ষা করিতেন বলিয়া অবসথী নামে খ্যাত হন। তদবংশীয়গণ অবসথীচট্টজ নামে খ্যাত।)

পরবর্ত্তীকালে গাঙ্গলা ও ঘোষাল গাঁইর ব্রাহ্মণেরা গ্রাম অনুসারে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। গাঙ্গলীরা নিজদিগকে আমটের ও বেগের বলিয়া এবং ঘোষালেরা কলিকাতার ও এড়েঁদহের বলিয়া পরিচিত করেন। * বেগের গাঙ্গলী ও এড়েঁদহের ঘোষাল

* রাঘব গাঙ্গুলী বেগের গ্রামের বটব্যালকন্যা বিবাহ করেন। রাঘবের ৪ পুত্র—রামচন্দ্র, রঘুনাথ, শ্রীকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণের বংশধরগণ বেগের গাঙ্গুলী বলিয়া পরিচিত।

কুলীন, আমটের গাঙ্গুলী ও কলিকাতার ঘোষাল বংশজ বলিয়া পরিচিত।

চট্ট গাঁইর কেহ কেহ পরিবর্ত্তীকালে বেতাড়াবাসী, বন্দ্য গাঁইর কেহ কেহ বেলেশিখরে, মুখটী গাঁইর কেহ কেহ বিড়ালদিয়া-বাসী বলিয়া পরিচিত হন।

"যদা যবন ভূপালৈ স্তাড়িতা স্তে কুলীনজাঃ।
পূর্ব্বস্থানং পরিত্যজ্য নানাস্থানেম্ববস্থিতা॥
গ্রামাখ্যাভ্যাং তথা কার্য্যৈস্তেষাং সংজ্ঞা ভবৎ পৃথক্।
কাঁটাদিয়া বাবলা চ নপাড়া চ তথোন্দুরা॥
সাগরদিয়া গয়ঘড়ো বন্দ্যজাঃ ষড়্বিধামতাঃ।
খনিয়া পাটলিশ্চৈব দেহাটা চট্টজা স্ত্রিধা॥
ফুলিয়া কাচনা চৈব আমাটা মুখজা স্ত্রিধা।
গ্রামনামানুসারেণ সংজ্ঞা চৈষাং পৃথক্ পৃথক্॥"
"বিশ্বেশ্বর মুখজস্তু বিশোমুখ ইতীরিতঃ।
জনার্দ্দন মুখজস্তু জনোমুখ উদাহৃতঃ॥
বিভাকর চট্টজস্তু বিভো চট্টাখ্যক স্তথা।
ধনঞ্জয় চট্টজস্তু ধনোচট্টাভিধেয়কঃ॥
চৈতলি চট্টজশ্চৈব নাম্না চৈতলিচট্টজঃ।
নন্দ চট্ট ইতি খ্যাতস্তথা নন্দনচট্টজঃ॥
চট্টো মনোরথো বঙ্গভূষণোপাধিনাযুতঃ।
তদবংশীয়াস্তু বিজ্ঞেয়া বঙ্গভূষণচট্টজাঃ॥
এবাং স্বনাম্না বিজ্ঞেয়া সংজ্ঞা চৈব পৃথক্ পৃথক্॥'

চটঃ সংবৎসরশ্চেব যজ্ঞশালাগ্নি রক্ষণাৎ।
অবসথীতি বিখ্যাতাস্তদ্বংশীয়া দ্বিজাতয়ঃ॥
কার্য্যানুসারতো নাম্নাবসথী চট্টজাঃ স্মৃতাঃ॥"
"ফুলিয়া মুখজ শ্রীমন্নৃসিংহাম্বুজ রায়জাঃ।
খ্যাতস্তে ঘটকৈঃ স্বল্পফুলিয়ামুখজা ইতি॥" (কুলতত্ত্বার্ণব)

যৎকালে ব্রাহ্মণগণ যবনগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কুলরক্ষার্থ নিজ নিজ বসতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোপনে বাস করিতেছিলেন এবং এইরূপে আপনাদিগকে গ্রাম নাম ও কার্য্যানুসারে পরিচিত করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহারা পরস্পর সমালোচনা করিয়া বহুতর ঘটক নিযুক্ত করেন এবং সেই কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ সমীকৃত হন। এই শতবর্ষকাল মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ঊনপঞ্চাশবার সমীকরণ হয়। (দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

নবম পরিচ্ছেদ।

—::—

(শ্রোত্রিয় বিভাগ, ২৫টি কুলঘ্ন দোষ।)

কংসনারায়ণ নামক একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা যবনদিগকে জয় করিয়া ১৩০৭ শকে গৌড়দেশের অধিপতি হন। ইনি নিজ মন্ত্রী দত্তখাস সহ ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থানুসারে দোষ গুণের বিচার

মন্ত্রী দত্তখাস কাচনামুখবংশজ শাস্ত্র বিশারদ ধর্ম্মদাসের পুত্র কৃষ্ণকে ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কুলাচার্য্যপদে নিযুক্ত করেন।

যৎকালে ব্রাহ্মণগণ যবনগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কুল রক্ষার্থ নিজ নিজ বসতি পরিত্যাগ করিয়া গোপনে বাস করিতেছিলেন, স্থানভ্রংশ হেতু ও সাতশতী প্রভৃতি সম্পর্ক হেতু তৎকালে তাঁহাদিগের কুল বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। এ কারণ তাঁহারা পরস্পর সমালোচনা করিয়া বহুতর ঘটক নিযুক্ত করেন এবং কুলাচার্য্যগণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ সমীকরণ করাইয়াছিলেন। ঘটক কৃষ্ণ মন্ত্রী দত্তখাসের সভায় সেই সকল সমীকরণ বর্ণনা করেন।

মন্ত্রী দত্তখাস এ সকল সমীকরণ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগণের দোষগুণাদি বিচার পূর্ব্বক পুনঃ সমীকরণ করিতে উদ্যত হইলে কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ দাশরথির বংশজাত ঈশান ব্রাহ্মণের কুলকে গুণগত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহাতে বহু কুলীন ও ঘটকেরা আপত্তি করেন এবং ইহার ফলে ৪০ জন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দত্তখাসের সভা ত্যাগ করেন এবং পরে গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। এই সকল ব্রাহ্মণ পরে মধ্য-শ্রেণী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। (পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে মধ্যশ্রেণীর বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

যে চল্লিশজন ব্রাহ্মণ দত্তখাসের সভা ত্যাগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছয়গাঁই, আটজন কুলীন ও ষোলগাঁই বত্রিশ জন শ্রোত্রিয় ছিলেন।

সেই আটজন কুলীন ব্রাহ্মণের অগ্রজেরা মন্ত্রী দন্তখাস কর্ত্তৃক নবধা গুণবিশিষ্ট বলিয়া কুলীন পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

১। গদাধরের অগ্রজ বিদ্যাধর ৫। রাঘবের অগ্রজ বলভদ্র।
২। মহেশ্বরের অগ্রজ সদাশিব ৬। দক্ষের অগ্রজ বশিষ্ঠ।
৩। ঈশানের অগ্রজ আদিত্য। ৭। অনিরুদ্ধের অগ্রজ বাসুদেব।
৪। শিবের অগ্রজ দিগম্বর। ৮। কেশবের অগ্রজ মাধব।

শ্রোত্রিয়গণ চারি ভাগে বিভক্ত হইলেন। সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, ও আর। গৌণ কুলীনেরা শ্রোত্রিয়তে পরিণত হইলেন।

গোত্র	গাঁই	শ্রোত্রিয়
শাণ্ডিল্য	দীঘাঙ্গী	সিদ্ধ
	পারিহাল	সাধ্য
	কেশরকোণি, কুলভী	সুসিদ্ধ
ভরদ্বাজ	দিণ্ডী	সিদ্ধ
	রায়ী, সাহুড়ী	সুসিদ্ধ
কাশ্যপ	গুড়, হড়	সাধ্য
	পীতমুণ্ডী	সুসিদ্ধ
সাবর্ণ	ঘণ্টেশ্বরী	সুসিদ্ধ
বাৎস্য	পিপ্পলী	সিদ্ধ
	মহিন্তা	সাধ্য
	চোৎখণ্ডী	সুসিদ্ধ

চতুর্দ্দশগ্রামী গৌণকুলীনেরা গৌণাচার বর্জ্জন হেতু সিদ্ধ সাধ্য ও সুসিদ্ধ এই তিন প্রকার সৎ বা শুদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়া

মন্ত্রী দত্তখাস কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইলেন। চৌত্রিশ গ্রাম। যে আদি শ্রোত্রিয় ছিলেন তাঁহারা সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

এক্ষণে ৫৬ গ্রামীর মধ্যে ৮ গ্রামী মাত্র কুলীন ও ৪৮ গ্রামী শ্রোত্রিয় হইয়া গেলেন। ৩ গ্রামী সিদ্ধ, ৪ গ্রামী সাধ্য ও ৪১ গ্রামী সুসিদ্ধে বিভক্ত হইলেন। সপ্তশতী সম্পর্ক হেতু যে তিন গোত্র বাড়িয়াছিল তাঁহাদিগের ছয়টী গাঁই অরিশ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলেন। ইহাঁদিগের কন্যা কলীনেরা গ্রহণ করিলে পতিত হইলেন।

রাজা বল্লালসেন দশটী কুলঘ্ন দোষ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন এক্ষণে মন্ত্রী দত্তখাস পঞ্চবিংশতি প্রকার দোষ স্থির করিলেন।

১। কন্যা সন্তানের অভাবে।
২। রণ্ডিকা গমনে।
৩। পিতৃ ও মাতৃ হীনা কন্যা বিবাহে।
৪। জীবিতব্যক্তির পিণ্ডদানে।
৫। পিতৃকুলে, মাতৃকুলে, পিতৃবন্ধুকুলে ও মাতৃবন্ধুকুলে বিবাহে।
৬। জন্মান্ধ হইলে।
৭। নাস্তিক হইলে।
৮। কুষ্ঠী হইলে।
৯। খোড়ী অর্থাৎ রাক্ষস বিবাহে।
১০। বন্ধ্যাপতি হইলে।
১১। বলাৎকারে বিবাহ করিলে।
১২। জারজপুত্র হইলে।
১৩। নীচ বংশের পোষ্যপুত্র হইলে।
১৪। পর্য্যায় ভঙ্গ হইলে।
১৫। পিতার অসম্মতিতে কন্যা বাহির করিয়া আনিলে।
১৬। নীচ বিবাহে।

কন্যাবহির্গমাচ্চৈব নীচোদ্‌বাহে তথৈব চ।
অন্যপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনাম্নী (৪) সগোত্রজা (৫)॥
দুষ্টাঙ্গহীনা (৬) জন্মান্ধা এতাসাং পাণিপীড়নে।
অগ্নিদগ্ধাকৃতোদ্‌বাহে (৭) হ্যযাজ্যযাজনে তথা॥
পঞ্চবিংশতি দোষাশ্চ কুলহীনকরাঃ স্মৃতাঃ॥"

মন্ত্রী দত্তখাস এই সকল কুলঘ্ন দোষ উল্লেখ করিয়া তাঁহার কর্ত্তৃক সমীকৃত কুলীন ব্রাহ্মণগণকে সাবধান করিয়া দেন। এবং পাঁচবার সমীকরণ করেন। এই সকল সমীকরণে যাঁহারা সমীকৃত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম পাওয়া যায় না।

১৩২৫ শকে রাজা কংসনারায়ণের মন্ত্রী দত্তখাস প্রতিজ্ঞ শ্রীশোভাকর মিশ্রকে ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলাচার্য্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

রাজা কংশনারায়ণ মুসলমান ও ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের হস্তে পড়িয়া 'কানিশ' 'গাণিশ' ও অবশেষে গণেশ' নামে পরিণত হন। ইনি ১৭।১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে ইঁহার পুত্র যদু পিতৃরাজ্যে

---

(৪) "মাতৃনাম্নাং তুল্যং স্যাৎ সুপ্রসিদ্ধমথাপি বা।
তন্নাম্না যা ভবেৎ কন্যা মাতৃনাম্নী প্রচক্ষতে॥
প্রমাদাদ্ যদি গৃহ্ণীয়াৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
ততশ্চান্দ্রায়ণং কৃত্বা তাং কন্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (প্রাচীনস্মৃতি)

(৫) সগোত্রোচ্ছেদনতো উপগচ্ছেৎ মাতৃবদেনাং বিভৃয়াদিতি বৌধয়ান স্মৃতিঃ

(৬) "রোগীণাঞ্চাধিকাঙ্গাঞ্চ অঙ্গহীনাং তথৈবচ।
নোদ্‌বহেত কচিৎ কন্যাং তথৈবাবিকলোমিকাম্॥" (প্রাচীন কুলাচার্য্য)

(৭) "অতিপাতকিনো জাতা মহাপাতকিনস্তথা।

অভিষিক্ত হন এবং কিছু দিন পরে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন

ব্রাহ্মণগণ যাঁহার পিতার নিকট কুলরক্ষার এত সাহায্য পাইয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহারাই হস্তে নিপীড়িত হইতে লাগিলেন।

পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগণ রক্ষকহীন হইয়া যবনগণ কর্ত্তৃক নানারূপে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ ও কুলগ্রন্থ সকল হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী যবনগণ কর্ত্তৃক অপহৃত ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ইহাদিগের উপদ্রবে অনেক ব্রাহ্মণ কুল ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। জাতিরক্ষার্থ আবার অনেকে বাসস্থান ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পুনর্ব্বার নানারূপ কুলবিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

দেবীবর ঘটকের কৌলীন্যপ্রথা ও মেলবন্ধন।

প্রায় একশত বর্ষকাল বঙ্গে কোন সদ্ধর্ম্মরত হিন্দু নরপতি ছিলেন না। পরে ১৪০০ শকে একজন হিন্দুধর্ম্মপ্রিয় হোসেনসাহ নামক যবন ভূপতি গৌড় রাজ্য অধিকার করেন।

ব্রাহ্মণের অনেকে যবন ভূপালগণ কর্ত্তৃক স্থানভ্রষ্ট ও জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন, সেই ভয়ে ব্রাহ্মণগণ প্রতিনিয়তই এক বাসস্থান

"আর তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত হইতে হইবে না" বলিয়া, ব্রাহ্মণ-
গণকে [illegible]

[illegible] কুলাচার্য্যপদে নিযুক্ত হইয়া চিন্তিত হইলেন। অরাজকত্ব হেতু কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কুলে বহুতর দোষ ঘটায় এবং কোন কুলগ্রন্থ ও বংশাবলী প্রাপ্তির সুবিধা না পাওয়ায় তিনি কিরূপে কুলবন্ধন করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহাপীঠ কামরূপে গমন করিয়া একাগ্র-মনে ত্রিপক্ষকাল কামাখ্যাদেবীর আরাধনা করিয়া বর লাভে সমর্থ হন এবং দেবীর প্রসাদে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের দোষ গুণের তারতম্য বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া কুলাচার্য্যগণের সহিত নানা-প্রকার মন্ত্রণা করিয়া ১৪০২ শকে মেলবন্ধন করিতে আরম্ভ করেন। রাজা দনৌজামাধব রাঢ়ীয় কুলীন মধ্যে পরিবর্ত্ত বিধি স্থাপন করেন। তাহাতে সপর্য্যায় হইতে কন্যা গ্রহণ ও সপর্য্যায়ে কন্যা দান করিতে হইত, এরূপ স্থলে কন্যার অভাবে পরিবর্ত্ত ঘটিত না বলিয়া অনেক সময়ে অনেক কুলীনের বিবাহে গোল বাধিত। একারণ দেবীবর অপরাপর ঘটকের সহিত পরামর্শ করিয়া সমান পর্য্যায়ে, পিতৃপর্য্যায়ে ও পুত্রপর্য্যায়ে আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে রাঢ়ীয় কুলীনগণ মধ্যে আর্ত্তি, [illegible] ও উচিত বা [illegible] এই তিন প্রকার কুল হইল, এবং সুবিধা হইল।

১। পিতৃপর্য্যায়ের সহিত আদান প্রদানে আর্ত্তি, ২। পুত্রপর্য্যায়ের

ব্যক্তির সহিত আদান প্রদানে ক্ষেম্য এবং সমানপর্য্যায়ে আদান প্রদানে উচিত কুল হইবে।

এই তিন প্রকার কুল প্রত্যেকটী আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইল। যথা আর্ত্তি, কিঞ্চিদার্ত্তি, অত্যার্ত্তি; ক্ষেম্য, কিঞ্চিৎক্ষেম্য, অতিক্ষেম্য; নূন্য, লভ্য, তুল্য বা উচিত। এই নয় ভাগের নাম অংশ হইল।

ঘোষাল, কাঞ্জিলাল, কাঁটাদিয়াবন্দ্য, গঙ্গড়বন্দ্য, বিভো-বংশীয় চট্ট, পাটুলার চট্ট, অবসথীচট্ট, খড়িয়াচট্ট ও পূতিতুণ্ড এই নয় ঘর মধ্যাংশ নামে কথিত হইল। এবং এই নয় ঘর মধ্যে কুলীনগণ পরস্পর কুল করিলে তাহাকে লভ্য কহিবে।

দেবীবর আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা পরিবর্ত্তের এই চারিপ্রকার নিয়ম করিয়া দিলেন।

"আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগ স্তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্ত শ্চতুর্বিধঃ॥

তুল্য ও তদুৎকৃষ্ট বংশের কন্যা গ্রহণকে আদান, তুল্য বা তদুৎকৃষ্ট বংশে কন্যা সম্প্রদানের নাম প্রদান, কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যা দানকে কুশত্যাগ এবং কন্যাভাবে কুশময়ী কন্যা প্রস্তুত করিয়া উভয়পক্ষে ঘটক সমক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পরস্পর কন্যাদানকে ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা বলে।

এই সময়ে কৌলীন্য মর্য্যাদা পুরুষানুক্রমিক হইল। পূর্ব্বে রণ্ড, পিণ্ড, বলৎকার, বিপর্য্যায় প্রভৃতি দোষে কুলীনের কুলপাত হইত এক্ষণে এ সকল দোষে আর কুল নষ্ট হইল না। দেবীবরের

নিয়মে উত্তম কুলীন সংস্পর্শে আর কোন দোষ থাকে না।* কুলীন যদি শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করেন তাহাহইলে তিনি বংশজ হন। দেবীবরের পূর্ব্বে বংশজেরা সমাজে অতি নিন্দিত ছিলেন তিনি বংশজ বলিয়া কুলীনের পর এবং শ্রোত্রিয়ের উপর বংশজের সম্মান স্থাপন করেন. কুলভঙ্গ হইবার পর সাতপুরুষ অবধি বংশজের সম্মান থাকে। তৎপরে তিনি শ্রোত্রিয়ভাবাপন্ন হন।

দনৌজমাধবের সময়ে যেরূপ চান্দরিয়া চট্ট. গোমাত্রিঃ গাঙ্গ. বামন বন্দ্য প্রভৃতি অর্থাৎ ৮ ঘর কুলীনের মধ্যে যাহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা পান নাই অথবা যে শ্রোত্রিয়ের কুলে দোষ ছিল ও কুল-নাশক বলিয়া যাহাদের কন্যাগ্রহণ ও কুলীনের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল তাহারা যেমন "অরি", দেবীবর সেইরূপ কেশরকোণি, চোৎখণ্ডী, পীতমুণ্ডী, ঘণ্টেশ্বরী, কুলভি, গড়গড়ি ও রাহী এই সাত গাঁইকে অরিশ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য করেন। এই ৭ গাঁইর কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুলপাত হয়।

“[illegible] সার [illegible] সঙ্গ[illegible]
[illegible] ভাঙ্গুণ পু[illegible] পায় ॥
স্বভ[illegible]ক্ষ হয় পিণ্ড[illegible]ক মাংশে।
ধর্ম্মের বিচার নাহি কুল রয় যাতে ॥
রাণ্ড পিণ্ড বলৎকার বিপণায় পাই।
ঘটকেতে বলে তার দোষ নাহি যাই ॥
দোষ পায় যদি তার প্রায়শ্চিত্ত ধরে।
কুলবাদে প্রায়শ্চিত্ত যদি কুল করে ॥
অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম্ম।
লোহারে করয়ে সোণা পরশের ধর্ম্ম ॥” (কুলদীর

দেবীবরের মেলবন্ধন।

"একত্র কুলদোষাণাং বহূনাঞ্চৈব মেলনাৎ।
বন্দ্যাদেবীবরেনৈব মেল ইত্যুচ্যতে তদা॥"

দেবীবর বহুতর কুলদোষের একত্র মিলন করিয়া ৩৬টী মেল-বন্ধন করিয়াছেন। "দোষাণাং মেলয়ন্তি মেলঃ" বলিয়া ইহার নাম মেল হইয়াছে।

"কেচিন্মেলাঃ প্রকৃত্যাখ্যাঃ কেচিত্তদ্‌গ্রামনামতঃ।
কেচিৎ প্রকৃত্যুপাধ্যাখ্যাঃ কেচিত্তদ্দোষনামকাঃ॥"

(কুলতত্ত্বার্ণব)

কোন মেলের নাম প্রকৃতি * অর্থাৎ যাহা হইতে মেলের উৎপত্তি হয়, কোন মেল তদ্‌গ্রাম নামে আখ্যাত, কোন মেল প্রকৃত্যুপাধি, কোন মেল তদ্দোষ নামে আখ্যাত।

প্রকৃতিগত মেল ২২টি, গ্রামগত মেল ৬টী, উপাধিগত মেল ৩টী, ও তদ্দোষনামা মেল ৫টী।

"দ্বাবিংশাঃ কুলনায়কেন প্রকৃতে র্নাম্না কৃতা বল্লভা।
সর্ব্বানন্দসুরায়িকৌ তদপরশ্চট্টাদিকো রাঘবা॥
প্রাজ্ঞো ভৈরবসংজ্ঞকো হি ঘটকো মাধায়িচান্দায়িকৌ।
বিখ্যাতৌ বিজয়াদিপণ্ডিত শতানন্দাদিখানাখ্যাকৌ॥
সন্ মালাধরখানকো দশরথঃ কাকুৎস্থচন্দ্রাপতী।
গোপালো ঘটকাখ্য এব সুমতি র্বিদ্যাধরঃ সৎকৃতী॥

---

* "যস্মাং প্রবৃত্যতে বস্তু প্রকৃতিঃ সৈব কথ্যতে।" (কুলাচার্য্য)

ধন্যো রাঘবঘোষলী চ শুভরাজাখ্যঃ শ্রিয়াবর্দ্ধিনী।
শ্রীরঙ্গাখ্যধরাধরৌ চ পরমানন্দাখ্যমিশ্রশ্চয়ী ॥"
"ফুলিয়া খড়দো দেহাটা বাঙ্গালো বালিসংজ্ঞকঃ।
নড়িয়া ষড়িমে মেলাঃ প্রকৃতেগ্রামনামতঃ ॥"
"প্রকৃত্যুপাধি নামানস্ত্রয়ঃ পণ্ডিতরত্নকঃ।
আচম্বিতাভিধেয়শ্চ তথৈবাচার্যশেখরী ॥"
"ছায়ী চ পরিহালশ্চ সর্ব্বানন্দঃ শুভাদিকঃ।
প্রমোদনী হরিমজুমদারী পঞ্চৈব দোষজাঃ ॥"

বল্লভী, সর্ব্বানন্দী সুরায়ী, চট্টরাঘবী, ভৈরবঘটকী, মাধাই, চন্দ্রশেখরী, বিজয়পণ্ডিতী, শুভানন্দখানী, মালাধরখানী, দশরথ-ঘটকী, কাকুৎস্থী, চন্দ্রাপতি, গোপালঘটকী, বিদ্যাধরী, রাঘব-ঘোষলী, শুভরাজখানী, শ্রীবর্দ্ধিনী, রঙ্গভট্টি, ধরাধরী, পরমানন্দ-মিশ্র, ও ছয়ী ২২টী প্রকৃতিগত মেল।

ফুলিয়া, খড়দ, দেহাটা, বাঙ্গাল বালি ও নড়িয়া, ৬টা গ্রাম-গত মেল।

পণ্ডিতরত্নী, আচম্বিতা ও আচার্য্যশেখরী, ৩টী উপাধিগত মেল।

ছায়ী, পরিহাল, শুভসর্ব্বানন্দী, প্রমোদিনী ও হরিমজুমদারী, ৫টী দোষগত মেল।

এই ছত্রিশটী মেল জাতিগত, কুলগত ও শ্রোত্রিয়গত ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত।

"ষট্‌ত্রিংশৎসংখ্যাকানাঞ্চ মেলানাং ত্রিবিধা মতাঃ।
জাতিগঃ কুলগশ্চৈব শ্রোত্রিয়গ ইতি ক্রমাৎ ॥"

জাতিদোষ।—"একো বৈ কলুদোষেণ তথৈকঃ কোচদোষতঃ।
হলাস্তাকেন চৈকস্তু হেড়য়া চ ত্রয়স্তথা॥
দ্বৌ বৈ রজকদোষেণ চৈকো বেড়ুয়াপি চ।
তথা যবনদোষেণ মেলাশ্চৈকাদশস্মৃতাঃ॥"

কলুদোষে একটী, কোচদোষে একটী, হলাস্তক দোষে একটী, হাড়িদোষে তিনটী, রজকদোষে দুইটী, বেড়ুয়াদোষে একটি, আর যবনদোষে এগারটী।

কুলদোষ।—"মেলা রণ্ডসমুদ্ভবা নবমিতাঃ সপ্তৈব পিণ্ডদ্ভবা।
মেলা দ্বাদশ বৈ বলাৎ খলু বিপর্য্যায়েণ ষট্‌সংখ্যকাঃ॥
খোড়্যা সপ্ত চ যুগ্মকৌ স্বজনয়া দ্বাবন্যপূর্ব্বাভবা।
বেকস্ত্বত্র বিবর্জ্জনাদ্ দ্বিজবধাদ্ দ্বৌ পঞ্চ কন্যাগমাৎ॥"

রণ্ডদোষ নয়টী, পিণ্ডদোষে সাতটী বলৎকারদোষে দ্বাদশটী, বিপর্য্যায়দোষে ছয়টী, খোড়ীদোষ সাতটী, স্বজনাক্ষেপদোষে দুইটী, অন্যপূর্ব্বাদোষে দুইটী, ত্যাজপুত্রদোষে একটি, ব্রহ্মবধদোষে দুইটী কন্যাবহির্গমদোষে পাঁচটী।

শ্রোত্রিয়দোষ।—"পারিদোষেণ চত্বারো দ্বৌ বৈ কুলভিদোষতঃ।
চোৎখণ্ডিতোঽপি চত্বার একঃ কেশরদোষতঃ॥
নবৈব দিল্লীদোষেণ চত্বারঃ পীতমুণ্ডিতঃ।
মণ্ডিস্থাভিস্ত্রয়ো মেলা নবৈব গুড়দোষতঃ॥
একঃ পিপ্পলিদোষেণ যড়েতে হড্ডদোষতঃ।
নব গড়গড়িদোষেণ মেলাঃ শ্রোত্রিয়দোষজাঃ॥"

পারিদোষে চারিটী, কুলভিদোষে দুইটী, চোৎখণ্ডীদোষে

চারিটী, কেশরদোষে একটী, দিগুীদোষে নয়টী, পীতমুণ্ডাদোষে চারিটী, মহিন্ত্যাদোষে তিনটী, গুড়দোষে নয়টি, পিপ্পলিদোষে একটী, হড়দোষে ছয়টী, গড়গড়িদোষে নয়টী।

মেলে আবার ভাব, ভাগ ও যুথ তিনটী অংশ আছে।

ভাব—দূষিতমেলীয় সহিত সম্মেলীর মেলন হইলে।

ভাগ—সম্মেলীর সহিত অমেলীর মেলন হইলে।

যূথ—দূষিত মেলীদিগের পরস্পর মেলন হইলে।

জাতিদোষজ মেলীর সহিত জাতিদোষজ, কুলদোষজের সহিত কুলদোষজ, শ্রোত্রিয়দোষজ মেলীয় সহিত শ্রোত্রিয়দোষজ মেলীর মেল হইবে। ইহার বিপরীত হইলে বিপর্য্যায় হইবে।

দেবীবর রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কুলীনের মেল বন্ধন করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলের রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কুলীন-দিগের মেল বন্ধন করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হন। এজন্য মধ্যদেশীয় রাঢ়ীশ্রেণীর কুলীনগণের কোন মেল নাই।

যে সকল ব্রাহ্মণ দেবীবরের মেল বন্ধনের মধ্যে গণ্য হইয়া-ছিলেন, তাঁহারা কুলীন বলিয়া পরিচিত হন, এবং তাঁহাদের বংশধর মধ্যে যাঁহারা কুলশাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে স্বভাব কুলীন বলিয়া গণ্য। প্রকৃত স্বভাব কুলীনের সংখ্যা অত্যল্প।

খড়দহ মেলে—পাঁচটী ভাব। কাশ্যপ কাণ্ডারী, ত্রিদেবী, চন্দ্রবল্লভী, সনাতনী, রজনীকরী।

পাঁচটী ভাগ। যজ্ঞেশ্বরী, হরিমিশ্রী বৈদ্য-নাথী, পঞ্চানথী, হড়সিদ্ধান্তী।

কুলিয়ামেলে—দুইটী ভাব। মাধবরায়ী, নারায়ণদাসী।

বল্লভী মেলে—একটি ভাগ। গোবিন্দখোড়ী।

ছায়ী মেলে—একটি ভাগ। বাল।

মুখ্যকুলে ১২টি, বন্দ্যকুলে ১১টি, চট্টকুলে ৯টি, পূতিতুণ্ড কুলে ২টি, ঘোষাল কুলে ১টি ও গাঙ্গুলি কুলে একটি ভাব আছে।

পঞ্চানর্থা—"রত্ন . . তথা বিষ্ণুঃ কাশ্যপো বঞ্চুকঃ সনাঃ।
আচার্যশেখরশ্চৈব পঞ্চানর্থাঃ কুলাত্মকাঃ॥"

১। রজনীকর ঘটকে সন্দিগ্ধ শোত্রিয় (কাঞ্জাড়ী বা কাঞ্জিলাল) সন্দেহ।

"রজনী কবির কন্যা বিয়ে বাণীবরে।
সন্দিগ্ধ করিয়া গালি দিল দেবীবরে॥
দোষ পাইয় বাণীনাথ হইল স্থগিত।
হেনকালে গঙ্গানন্দ উঠে আচম্বিত॥" (দোষাবলী)

২। ভগীরথ সুত মনোহর তৎসুত দৈবকীনন্দন, ইনি বিষ্ণুশর্ম্মার কন্যা বিবাহ করেন, তাহাতে সেয়াড়ী বা গাঙ্গ সন্দেহ।

৩। কামদেবের পুত্র শ্রীধর, তৎপুত্র পুরাই, ইনি বঞ্চুকসনাতনের কন্যা বিবাহ করেন, বঞ্চুকের পালধি বা চট্ট সন্দেহ।

৪। গঙ্গানন্দের পুনঃ ত পাঁচু বিষ্ণুশর্ম্মার কন্যা বিবাহ করেন, বিষ্ণু কুশারী কি বন্দ্য সন্দেহ।

৫। কাঁটাদিয়া নন্দ ন্দের পুত্র বিষ্ণু আচার্য্যশেখরের কন্যা বিবাহ করেন, আচার্য্যশেখরের দোষাল বা পূর্ব্বগ্রামী সন্দেহ।

এই পাঁচ সন্দিগ্ধ দোষের নাম পঞ্চানর্থা। (১৮ [illegible] দ্রষ্টব্য।)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মেল বিবরণ।

কে কোন মেল নায়ক। মেল সম্বন্ধে ঘটকদিগের কারিকা। কোন্ কোন্ মেলের কুলীন কোথায় সাধারণতঃ বাস করেন তাহার পরিচয়।

প্রকৃতিগত ২২টি মেল ১। বল্লভী, ২। সর্ব্বানন্দী, ৩। সুরাই, ৪। চট্টরাঘবী, ৫। ভৈরবঘটকী, ৬। মাধাই, ৭। চন্দ্রশেখরী, ৮। বঙ্কপণ্ডিতী, ৯। শতানন্দখানী, ১০। মালাধরখানী, ১১। দশরথঘটকী, ১২। কাকুৎস্থী, ১৩। [illegible] ১৪। গোপালঘটকী, ১৫। বিদ্যাধরী, ১৬। রাঘবঘোষালী, ১৭। শুভরাজখানী, ১৮। শ্রীবর্দ্ধনী, ১৯। রঙ্গভট্টি, ২০। ধরাধরী, ২১। পরমানন্দমিশ্রী ও ২২। ছয়ী।

১। বল্লভী। নপাড়াবন্দ্য বনমালীসুত বল্লভাচার্য্য নায়ক। ইঁহার পিতা খাড়ুঁমুখ বিবাহে এবং ইনি নিজে সর্ব্বানন্দ ঘোষালের সহিত কুলক্রিয়ায় পোড়ারি দোষাশ্রিত হন; রণ্ড, পিণ্ড, খাড়ুঁমুখ, বিপর্য্যায় ও পোড়ারী সংশ্রব দোষ। দুর্গাবরপণ্ডিত এই মেলে প্রধান। পুরন্দরচট্ট ও দুর্গাবর পণ্ডিতের সহিত বল্লভের কুল।

"বল্লভাচার্য্যকে দেখি কুলেতে প্রধান।
অকারণে বিমাতার পিণ্ড করে দান॥

সর্ব্বানন্দ ঘোষালের বিয়ে অনর্থের মূল।
বশিষ্ঠ নপাড়ির ... দেখিতে প্রতুল॥
পুত্রবতী বামা সে যে প্রেমেতে পাগল।
আর পক্ষে দেখি কেবল নষ্টের বিকল॥
তপন গাঙ্গুলী ছিল যে কন্যাতে লুব্ধি।
সর্ব্বানন্দ পালটি হইল বল্লভের বল্লভী॥" (মেলকারিকা)
"মিথ্যা পিণ্ডদোষ পাণি বল্লভের কুলে।
কাশ্যপ জোগে বন্দ্যঘোষী আইল সেই মেলে॥
উভয়গত বিরস ঘটকে পায় সন্ধি।
মধুর পাক হইল মেল দশিদানের খন্দি॥" (মেলপ্রকাশ

নদীয়া জেলায় শান্তিপুর বল্লভীমেলের প্রধান স্থান। নবদ্বীপ; ২৪ পরগণায় হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া, কাঁটাগোদা; হাওড়া জেলায় শিবপুর, কোন্নগর; যশহর জেলায় রাড়িগ্রাম, খুলনা জেলায় সেনহাটী ও মহেশ্বরপাশা; বর্দ্ধমান, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলায় নানাস্থানে দৃষ্ট হয়।

২। সর্ব্বানন্দী। নপাড়াবন্দ্য সর্ব্বানন্দ মেলনায়ক। বারুরেঁয়ে জগদানন্দ মহিন্ত্যার কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্রোত্রিয় দোষাশ্রিত হন।

"নপাড়া বশিষ্ঠসুত ঠেকিলেন বিপাকে।
পঞ্চদোষে সর্ব্বানন্দী সর্ব্বানন্দে ডাকে॥
নপাড়া বশিষ্ঠ সুতের মহিন্ত্যাতে বিয়ে।
মাধব গাঙ্গুলী করেন আনন্দিত হয়ে॥
রণ্ড, পিণ্ড, বলাৎকার, বিপর্য্যায় পাইয়া।
কান্দিলেন সর্ব্বানন্দ ভূমিতে পড়িয়া॥

সর্ব্বানন্দ বলি তারে দেবীবরে ধরে।
রাঘব গাঙ্গুলা পাল্‌টী রাঘাই হইল প'র ॥" (মেলকারিকা)
"সর্ব্বানন্দের মেল মজিলান দায়।
বড় লাজ পাইলা শেষে পিণ্ড মাখি গায় ॥
তাহার পর আর দোষ আছে ত বিস্তর।
বিন্দু বামন বিশোচট্টো বর্ণসঙ্কর ॥" (মেলপ্রকাশ)

নদীয়া জেলায় শান্তিপুর, ব্রহ্মশাসন, পাটুলী, বিল্বগ্রাম; ২৪পরগণায় আঁড়িয়াদহ, বড়িশা, বেহালা, ধর্ম্মদহ, গোবরডাঙ্গা, নৈহাটী, মহেশপুর; বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও ফরিদপুর জেলায় নানাস্থানে দৃষ্ট হয়।

৩। সুরাই। ভূধরের পৌত্র প্রভাকরসুত সুরায় পূতিতুণ্ড মেলনায়ক। সদাশিব চট্টোর অন্যপূর্ব্বাকন্যা বিবাহে কুলঘ্নদোষে দূষিত হন। এই মেলে হুড়, গুড় শ্রোত্রিয় দোষ

"অন্যপূর্ব্বা কন্যা ছিল সদাশিবের ঘরে।
সেই কন্যা বিয়ে করে সুরায় পিতৃবরে ॥
বিবাহ করিয়া ঘটক হইল ফাঁপর।
সংগ্রহ বলিয়া গালি দিল দেবীবর ॥
রবাইর শ্রীমস্তখানি বরাইর ছায়া ডাকে।
এই সব দোষে সুরাই ঠেকিলেন বিপাকে ॥
আসাই আশা দিতে কন্যা সুলভা সুন্দরা।
সুরাতে চইল সুরাই পাল্‌টী ত্রিপুরারি ॥" (মেলকারিকা)
"তাহার পাছে লিখি মেল সুরাইপূতিতুণ্ড।
সঙ্গদোষে খালি যার কুলে বড় দণ্ড ॥

যেই দোষে হরিমুখ হইলা নিকষ।
সেই দোষে সুরাই মেলের অপযশ ॥
সুখনালী দোষে আঠা কেহ বলে কন্যাপণ।
পঞ্চানর্থা দোষে ছাড়ে দৈবকীনন্দন॥" (মেলপ্রকাশ)

৪পরগণায় ফুটীগোদা অঞ্চল, কেদেঁটী, কলিকাতা, মহেশ্বরপাশা, সেনহাটী, ইতিনা, খানাকুলকৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে এই মেলের কুলীনের আড্ডা। জয়দিয়া, পুরন্দরপুর, স্থুঁতি, বোধখানা, মহেশপুর অঞ্চলে ভঙ্গ

৪। চট্টরাঘবী। তেকড়ির পুত্র রাঘব চট্ট মেলনায়ক। স্বল্পবাঙ্গালপাশ নিত্যানন্দসুত প্রজাপতির সহিত কুল করায় গুড়, দিগুী দোষ।

"তেকাইচট্টের বেটারা করে ডিগুীতে বিবাহ।
হিরণ্যবন্দ্যজে আর্ত্তি হেড়াতে নির্ব্বাহ ॥
চট্টরাঘবী মেল রাঘবেতে ডাকে।
শ্রীপতি হইলেন পালটী গুড়িদোষ পাকে ॥" (মেলকারিকা)
"প্রধান বঙ্গভূষণ চট্ট রাঘব।
পরমানন্দচট্টর পাকে পায় পরাভব ॥
নড়িয়াতে গঙ্গাধর তপস্যাতে ব্যাস।
চট্টরাঘবের দোষে হয় সর্ব্বনাশ ॥" (মেলমালা)

৫। ভৈরবঘটকী। মহেশ্বরবংশীয় বাবলা বিপ্রদাসবন্দ্যোর পুত্র ভৈরবঘটক মেলনায়ক। যবনদোষদুষ্ট মনোবংশীয় আনাই-চট্ট বলপূর্ব্বক ভৈরবঘটকের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন গুড়, মহিন্ত্যা, সাতশতীসংশ্রব ও নিন্দিতবিবাহ দোষ।

"পেঙ্গুরি বংশেতে জন্ম প্রজাপতি নাম।
তাহার পুত্র ভৈরবঘটক অতি গুণধাম॥
শৌরী সঙ্গে রক্ষা করি যবনে মজিল।
পরিবর্ত্ত কারণে তিন দোষ পাইল॥
পূর্ব্বেতে আছিল তার মহিন্তাতে বিয়া।
শ্রীহর্ষ পণ্ডিতের বেটা তাহারে করিয়া॥
বলাৎকার দোষ পাইয়া ভাবিতে লাগিল।
আনাইচট্টে রক্ষা করি যবন দোষ পাইল।
মনোহর পূতিতুণ্ডে এবে বলাৎকার।
উচিত হইল স মাহর সগুণেও তার॥" (মেলকারিকা)

"ভৈরবঘটকের কুল কহিব বিশেষে।
পরিবর্ত্ত বিপর্য্যয় সর্ব্বলোকে ঘোষে॥" (মেলচন্দ্রিকা)

"ভৈরবঘটক ঘোষরাঘব মহাশয়।
রায়ের দোষ ধরাধারা করে অতিশয়॥". (মেলমালা)

৬। মাধাই। বাঙ্গালপাশী লম্বোদরসুত মাধববন্দ্য মেল-নায়ক। ব্রহ্মহত্যাদোষ, গুড় ও চোৎখণ্ডী শ্রোত্রিয় সংস্রব, নীচজাতি, যবন ও পিণ্ডদোষ।

"লম্বোদর ক্ষেমা করে দেনাই গঙ্গাধরে।
ভিণ্ডীরায় দোষ বলি লোকে নিন্দা করে॥
কুন্দ মুণ্টী বেটা নামেতে শ্রীপতি।
তাহাকে করিয়া হ'ল গুড়ে অধোগতি॥
শ্রীপতি দিয়াছে তাকে স্বয়ং পুত্রবর।
সেই পুত্রবরে তিনি মাধাই নাম ধর॥
অকস্থিছকড়ির বেটা নামে মনোহর।
তাহার দোষের কথা কহিব বিস্তর॥

মধুকে করিয়া পিণ্ড চোংখণ্ডি পাইয়া।
ব্রহ্মহত্যা দোষ পাইল চন্দ্রেরে করিয়া ॥
এই সকল দোষে মাধাই হইল কাঁপর।
মাধব হইল মাধাই পালটী মনোহর ॥" (মেলকারিকা)
"বন্দ্যমাধবের কুল কহিব বিশেষে।
পিণ্ড খাইয়া মনাই গেল অবশেষে ॥" (মেলপ্রকাশ)

নদীয়াজেলার উত্তরভাগে ও বর্দ্ধমানের কালনা অঞ্চলে স্থানে স্থানে দুই একঘর দৃষ্ট হয়। রঙ্গপুর অন্তর্গত কুড়ীগ্রাম গোপালপুরের জমিদারেরা এই মেলের ভঙ্গ।

৭। চাঁদাই। মাধব বন্দ্যোর সহোদর চন্দ্রশেখর বন্দ্যো এই মেল নায়ক। মাধাই মেলে যে যে দোষ এই মেলে যবন ও পিণ্ড দোষ বাদে সেই সেই দোষ।

"চাঁদাই বন্দ্য ব্রহ্মবধ ঘটকেতে গায়।
শ্রীপতি মুখটী করি কড় দোষ পায় ॥
ছকাইর বেটা মনাই দিণ্ডি পিণ্ডি পাইয়া।
তাহার পর ছকাইচট্টে কন্যা দেন বিয়া ॥
পুত্র পশ্চাৎ হইল কুল বংশে বিপর্য্যয়।
ছকড়ি হইল পালটী চন্দ্রতে চাঁদাই ॥" (মেলকারিকা)
"সহোদর সুত দুই চাঁদাই মাধাই।
ব্রহ্মহত্যা চোংখণ্ডী দোষে না পায় ঠাঁই ॥ (মেলমালা)
"চন্দ্রশেখরের মেল ব্রহ্মহত্যা দোষে।
চোংখণ্ডী গুড়ের দোষ সর্ব্বলোকে ঘোষে ॥ (মেলচন্দ্রিকা)

৮। বিজয়পণ্ডিতী। সাগরদিয়াবন্দ্য সন্তোষসুত জটাধরের পুত্র বিজয়পণ্ডিত মেলনায়ক। ইহাঁর অসূঢ়া কন্যা কলুতে

হরণ করে, সেই কন্যা পরে কাকঘোষাল বিবাহ করেন। কলুদোষ, ম্লেচ্ছসংসর্গ ও বলাৎকারদোষ। এই মেলে নিকষ নাই।

"বিজয় পণ্ডিত সাগরদিয়া জটাধরসুত।
তাহার কুলের কথা কহিতে অদ্ভুত॥
তাহার এক কন্যা কলুর দ্বিজে নিয়েছিল।
সেই কন্যা আনি কাকঘোষে বিয়ে দিল॥
আড়িয়ার মুখটী সদাই তাহার আর্ত্তি যায়।
পত্নীবধ কোচ দোষে গুড়ি দোষ পায়॥
বিজয় পণ্ডিতে হইল বিজয়পণ্ডিতি;
বিষ্ণুসুত সদাই পালুটী রুদ্রমুখের নাতি॥" (মেলকারিকা)
"বিজয় পণ্ডিতের কুলে বড়ই আঘাত;
কাংসনালী দোষ আর শুল্ক পরিবাদ॥" (মেলমালা)
"বিজয়পণ্ডিত লিখি সাগরদিয়ার বংশে।
কলুবাদ গুড়দোষ ত্রুটি এই অংশে॥" (মেলচন্দ্রিকা)

৯। শতানন্দখাঁনী (সদানন্দখাঁনী)। উৎসাহবংশে লক্ষ্মীধর হালদারের পুত্র তিলাই পণ্ডিতের পুত্র সদানন্দ খাঁ এই মেলনায়ক। তিলাই গুড়শ্রোত্রিয় সুবুদ্ধিখাঁর পুত্রে কন্যা দান করেন এবং তৎপুত্র সদানন্দ পারিহাল গন্ধর্ব্বরায়ের কন্যা বিবাহে দূষিত হন। খানকুলিয়া, কেশরকোণি, ধোপা-পরিবাদ ও যবনসংস্রব। অবসথী নরচট্ট ও শূরাই গাঙ্গলীর সহিত কুলকার্য্যে কুলরক্ষা পায়।

"পিতৃপিণ্ড ভোগী তিলাইর গুড়েতে বিবাহ।
তাহার পুত্র শতানন্দের পারিতে উদ্বাহ॥

ধনোবংশে গোবর্দ্ধন চট্টে লভ্য করে।
ক্ষেম্য করে দিহাটিয়া সুরাই চট্টবরে॥
জগন্নাথ যবনদোষ বলাৎকার পাইয়া।
বসিয়াছেন শতানন্দ নিরানন্দ হইয়া॥
শতানন্দ খাঁনী মেল হইল অদ্ভুত।
পালটী হইলেন সুরাইচট্ট দানপতির সুত॥" (মেলকারিকা)
"সর্ব্বানন্দের খাতক হইল গৌরীবর করণে।
শতানন্দ খানী দোষ কেহ কেহ জানে॥" (মেলপ্রকাশ)
"মুখবংশে শতানন্দ খাঁ মহাশয়।
বিবাহ দোষ ধরাবাধা করি বিপর্য্যয়॥ (মেলমালা)

বোধখানা তৈলকুপীর রায়েরা এই মেলের কুলীন।

১০। মালাধরখাঁনী। মুরারিওঝার বৃদ্ধপ্রপৌত্র মৃত্যুঞ্জয় সুত মালাধরখাঁ এই মেলনায়ক। অন্যপূর্ব্বা ও নীচকুলে বিবাহ, মহাপাতকীসঙ্গ ইত্যাদি দোষ।

"গাভোসুত মুরারি বিখ্যাত ভুবনে।
তাহার পুত্র বনমালী ঘটকেতে জানে॥
তাহার পুত্র মৃত্যুঞ্জয় যবনেতে যায়।
তাহার পুত্র মালাধর কুন্দদোষ পায়॥
পালটী হইল চতুর্ভুজ বশিষ্ঠের বেটা।
কেশবের পৌত্র সে যে তাহে রঙের ছটা॥
তাহারে করিয়া খণ্ড মালাধর পায়।
হরিদাস পালটী হইল ঘটকেতে গায়॥" (মেলকারিকা)
"কুন্দে বিয়া মালাধর ফুলিয়ারভঙ্গ।
নিতাই হরিদাস আর দিগম্বর সঙ্গ॥" (মেলচন্দ্রিকা)

"ধন যেচে মৃত্যুঞ্জয় যবনেতে যায়।
তৎসুত মালাধর কুন্দ দোষ পায়॥
পাটনীয়া চতুর্ভুজ বশিষ্ঠের বেটা।
কেশবের পৌত্র সে তাকে রাণ্ডর ঘটা॥
তাহারে করিয়া রণ্ড মালাধর পায়।
চতুর্ভুজ পালটী হইল ঘটকেতে গায়॥" (দোষাবলী)

১১। দশরথঘটকী। [illegible] সম্ভূত বিকর্ত্তনের পুত্র দশরথঘটক মেলনায়ক। [illegible] দুষ্ট ছিলেন; তাঁহার কন্যা দশরথ বিবাহ করেন। কুলসর্গ, বলাৎকার, অগম্যাগমন, যবনসংস্রব ও অপকৃষ্টবিবাহ ইত্যাদি দোষ।

"দশরথঘটকী মেল হইল যেমনে।
বিশেষিয়া কহি তাহা শোন সাবধানে॥
বিকর্ত্তনসুত জন্মে ধন তার মূল।
জটাধর সঙ্গে বিজয়ের
খঞ্জদোষে খঞ্জ হইল কুলের নাহি মূল।
অবসথী পেয়ে তার মান হইল অতুল॥
তাহার পুত্র দশরথ কুলেতে প্রধান।
কমলাচার্য্যের সঙ্গে তার কুলের বিধান॥
যবন বলাৎকার পাইয়া করে হাহাকার।
পালটী হইলেন কমল মেল চমৎকার॥" (মেলকারিকা)
"দশরথঘটক তবে মেল করে আর।
বিবাহদোষ ধরাবাঁধা ঘোষয়ে সংসার॥" (দোষাবলী)

১২। কাকুৎস্থি। বাঙ্গালবংশীয় চট্টচৈতল কাকুৎস্থিমিশ্র এই মেলনায়ক। খাড়িমুখ, পারিশ্রোত্রিয়, যবন ও বলাৎকার দোষ।

"কাকুৎস্থী হইল মেল নানাদোষ পাইয়া।
মহীর বেটা মধু করেন ঋষির কন্যা বিয়া॥
গবিন্দ গাঙ্গুলী আর্ত্তি বাচ্য পিতা পায়।
ভৈরব ঘটকে করে অনেক দোষ তায়॥
তৎসুত কুন্দা সে যে চৈতল চূড়ামণি।
দামোদরে নূ্যন করি পিণ্ড পান তিনি॥
কাকুৎস্থী হইল মেল এই সকল দোষে।
পাল্‌টী হইলেন দামোদর কুলাচার্য ঘোষে॥" (মেলকারিকা)
"কাঞ্জিবিল্ব বিবাহ দোষে কাকুৎস্থমিশ্র আর।
পারি দোষ পরিহার মেলেতে শার্দার॥" (মেলচন্দ্রিকা)

১৩। চন্দ্রাপতি। উৎসাহবংশীয় লক্ষ্মীধরহালদারের ভ্রাতুষ্পুত্র চন্দ্রাপতিমুখ মেলনায়ক। জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের অগ্রে বিবাহ, পোড়ারি, পীতমুণ্ডি, গড়গড়ী, মহিন্ত্যাদি দোষ।

"নৃসিংহ বংশেতে জন্ম নাম চন্দ্রাপতি।
বরাহের সুত তিনি অনিরুদ্ধের নাতি॥
গড়েতে বিবাহ তার পীতমুণ্ডী ঘরে।
অবসথী শুভঙ্কর চট্ট আর্ত্তি করে॥
পোড়ারি পাইয়া দোষ পরিবর্ত্ত পর।
চন্দ্রাপতি হইল মেল পাল্‌টী শুভঙ্কর॥
সিধোর প্রপৌত্র সে যে দিগম্বর সুত।
চন্দ্রাপতি মেল হইল বড়ই অদ্ভুত॥" (মেলকারিকা)

কালনা ও ধাত্রিগ্রামে অল্প দেখা যায়। ধাত্রিগ্রামবাসী পরমানন্দ বিদ্যাভূষণ বিষ্ণুদেববাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মেল ভুক্ত।

১৪। গোপালঘটকী। উৎসাহবংশীয় ফুলিয়া গদাধর-সুত মুখটি গোপালঘটক এই মেলনায়ক। ইঁহার পুত্র রামচন্দ্র বারুইহাটী, অগম্যাগমন, হড়দোষাশ্রিত। খনিয়ার চাটুতি গুণার্ণব আচার্য্য রামচন্দ্রের সহিত কুল করেন।

"গোপাল ঘটক মুখ গদাধর সুত।
রজকবাদ পাইয়া তিনি হইলেন অদ্ভুত॥
অবসথী সত্যবান চট্ট আর্ত্তি করি।
তাহারে করিয়া পান হরির গড়গড়ি॥
গয়ঘর বাণে করি বিভো খঞ্জ পাইয়া।
কাঁদিতেছেন গোপাল ঘটক মাথে হাত দিয়া॥
তাহার পুত্র রামচন্দ্র হড়ে করেন বিয়া।
গুণার্ণবাচার্য্য ক্ষেমা তারে বর দিয়া॥
গোপাল ঘটকী মেল গোপালেতে খ্যাতি।
সর্ব্বানন্দ সুত পালটী খনিয়ার চাটুতি॥" (মেলকারিকা)
"গোপাল ঘটকের কুল নির্ম্মল ছিল।
পুত্রের কারণে সে ও হড় দোষ পাইল॥" (মেল প্রকাশ)

বর্দ্ধমান অঞ্চলে ও ২৪ পরগণায় স্থানে স্থানে এই মেলের কুলীন দৃষ্ট হয়।

১৫। বিদ্যাধরী। বহুরূপবংশীয় অবসথীগোবর্দ্ধনাচার্য্যের প্রপৌত্র বিদ্যাধরপাঠক মেলনায়ক। অন্যপূর্ব্বাবিবাহ, ম্লেচ্ছসংসর্গ ও বলাৎকারাদি দোষ।

"বিদ্যাধরে বিদ্যাধরী ঘটকেতে জানে।
বিশেষিয়া কহি তাহা হয় কি কারণে॥

অবসথী নিধাইচট্ট কুলচূড়ামণি।
প্রজাপতি বন্দ্যো করি খণ্ড পান তিনি॥
তৎসুত বিদ্যাধর কুলেতে প্রধান।
কাঁটাদিয়া ভরত লভ্যে মুখনালী গান॥
বিকর্ত্তন মুখে আর্ত্তি গুড় অবসথী।
বিদ্যাধরে বিদ্যাধরী হইল সংহতি॥
পাল্‌টী হইলেন বিকর্ত্তন কুলচূড়ামণি।
পিতা গদাধর পিতামহ জয়পানি॥" (মেলকারিকা)
"পাঠক বিদ্যাধর তেন মত লিখি।
রায়দোষ বলাৎকার বিবাহ দোষ দেখি॥" (মেলপ্রকাশ)

১৬। রাঘবঘোষলী। শিরোঘোষাল বংশীয় রাঘবঘোষাল মেলনায়ক। কুসঙ্গ ও খানকুলিয়া দোষ। কাঁচনার মুখটী অর্জ্জুনমিশ্রের প্রপৌত্র বাসুদেব মুখোর সহিত ইহাঁর কুল।

"রাঘবঘোষলী মেল হইল বিচক্ষণ।
গাঙ্গো সুত গদ গদসুত সুদর্শন॥
তাহার পুত্র শ্রীরঙ্গ কুলেতে প্রধান।
শ্রোত্রিয়েতে সহিতেছে কন্যা তার জান॥
তার পুত্র রাঘবঘোষাল চূড়ামণি।
পরাশর চট্টে আর্ত্তি রণ্ড পান তিনি॥
কাচনার মুখটী বাসু করে বলাৎকার।
ঘোষালী হইল মেল বড় চমৎকার॥
কাচনার মুখটী বাসু তার পালটী হয়।
অর্জ্জুনের পৌত্র সে যে মুরারি তনয়॥"
গাঙ্গো বংশে রাঘব ঘোষালী চূড়ামণি।
পরাশর চট্টে আর্ত্তি রণ্ড পান তিনি॥

কাঁচনার মুখটী বাসু করে বলাৎকার।
ঘোষলী হইল মেল রাঘবে চমৎকার॥" (দোষাবলী)
"অর্জ্জুনের পৌত্র বাসু কাঁচনার মুখটী।
রাঘব ঘোষালে হইল তাহার পালটী॥" (মেলমালা)

১৭। শুভরাজখানী। আখণ্ডলবংশীয় মাধববন্দ্য মেল নায়ক মাধবের উপাধি ছিল শুভরাজখাঁ। পীতমুণ্ডী বিদ্যাধর রায়ের কন্যা বিবাহে দুষ্ট।

"মাধবের বিয়া ছিল পীতমুণ্ডী নিয়া।
প্রজাপতির সঙ্গে কুল রণ্ড দোষ প্যায়া॥
গৌরীবরের যবন দোষ পায় নিজ মাথে।
এই সকল দোষে মেল দেবীবর গাথে॥" (মেলকারিকা)
"আখণ্ডলবংশে নাম মাধব বাড়ুরি।
শুভরাজখানী ছিল সে উপাধিধারী॥
মাধবের বাপের বিয়ে পীতমুণ্ডী হয়।
গৌরীবর গাঙ্গযোগ পরেতে সে পায়॥
গৌরীর যবনদোষ প্রকাশ্য যে ছিল।
তার কন্যা কীর্ত্তিচট্ট বিবাহ করিল॥
প্রজাপতি গাঙ্গ সঙ্গে দোষ কুল হল।
যবন দোষ বলাৎকার রণ্ড লেগে গেল॥" (মেলমালা)

এই মেলের ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই রায় উপাধি বিশিষ্ট। যশোহর জেলায় শতখালী গ্রামে অনেকে আছেন।

১৮। শ্রীবর্দ্ধিনী। উৎসাহ-বংশীয় শক্রঘ্নসুত শ্রীবর্দ্ধনমুখো

মেলনায়ক। এই মেল প্রমোদিনী মেল সাধ্য। অন্যপূর্ব্বা যবনাদি সংস্রব দোষ।*

"আড়িয়ার মুখটী সে যে বর্দ্ধন নাম।
পিতামহ গঙ্গাগতির বিপর্য্যায় কাম॥
হিরণ্য করেন দোষ রায় সুন্দনালী।
চোৎখণ্ডী দোষে তারে দেবী দেয় গালি॥" (মেলকারিকা)

১৯ রঙ্গভট্টী (শ্রীরঙ্গভট্টী)। গোবর্দ্ধনাচার্য্যের বংশে চক্রপাণির প্রপৌত্র শ্রীরঙ্গভট্টাচার্য্য পূতিতুণ্ড এই মেলনায়ক। ভট্টসংস্রব, অন্যপূর্ব্বা, গুড়, লভী, মহিন্ত্যাদি দোষ।

"শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গ হইল উদ্ভব।
চক্রপাণির সুতের বিয়ে সন্দিগ্ধবান্ সব॥
তৎসুত গোপনে পূতিতুণ্ড চূড়ামণি।
বাবলার হরিকে করি খঞ্জ হইলেন তিনি॥
তৎসুত শ্রীরঙ্গভট্টের পারিহালে বিয়া।
বসিয়াছেন পূতিতুণ্ড পিতার হড় পাইয়া॥
রঘুসুত বলাই ক্ষেম্য বশিষ্ঠের নাতি।
তাহাকে করিয়া হইল কুলভিতে গতি॥
আড়িয়ার মুখটী সে যে পালটী হয়ে বসে।
শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গ মেল দেবীবরে ঘোষে॥" (মেলকারিকা)

---

* শ্রীবর্দ্ধিনীর স্থানে কেহ কেহ শ্রীমন্তথানি বলেন।

"নলাই শ্রীমন্তথানী বরাই ছায়া ডাকে।
এই দুই দোষেতে সুরাই ঠেকিলেন বিপাকে॥
আঁসায়ের বিভাকন্যা সুলভা সুন্দরী।
মদ্যে হইল মেল পালটী ত্রিপুরারি॥ (মেলমালা)

"শ্রীরঙ্গভট্ট বিপর্য্যায় রায়ের দোষ বড়।
বিবাহদোষে-শ্রীরঙ্গভট্ট অথান্তর দড়॥ (মেলমালা)

এই মেল এক্ষণে আর স্বতন্ত্র দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য মেলে মিশিয়া গিয়াছে। এজন্য সেই সেই মেলে শ্রীরঙ্গভট্টী দোষ হইয়াছে।

২০। ধরাধরী।—শিববংশীয় মুড়ুমুরিয়ার ধরাধর ঘোষাল এই মেলে প্রধান। সগোত্রে বিবাহ, হড়, গুড়, পীতাড়ী সুংস্রব পিণ্ড ও অন্যান্য দোষ।

"ধরাধরের পিতামহের গড়গড়ি বিয়া।
নিজে তিনি করেন কুল গোবিন্দেরে নিয়া॥
খনিয়ার গোবিন্দ সে যে তার পিণ্ডদোষ।
মধুর পুত্র কাকুৎস্থ তার ছিল পিতৃরোষ॥
পিণ্ডদোষ, ত্যজ্যদোষ গড়গড়িদোষে।
ধরাধরী হইল মেল দেবীবরে ঘোষে॥" (মেলকারিকা)

"তাহার পাছে মেল ঘোষ ধরাধর।
শৌরী পিণ্ড খাইয়া তথা হইল ফাঁপর॥" (মেলপ্রকাশ)

২১। পরমানন্দমিশ্রী। কানু বংশীয় সদানন্দ কাঞ্জিলাল এই মেলে প্রসিদ্ধ। রগু, মহিন্ত্যা, পীতমুণ্ডী ইত্যাদি শ্রোত্রিয় দোষ।*

* পরমানন্দমিশ্রী মেলের স্থানে কেহ কেহ রায়মেলের উল্লেখ করেন।

"কেহ বলে মহিন্ত্যা পীতমুণ্ডী হয়।
রায়দোষে দেবাই নন্দী পাণের তনয়॥
চৈতন্যে চাটুতি বিষ্ণু পশো পূতি কয়।
ইহাতে জানিও মেল রায় বাধ্য হয়॥
গ্রামদোষে খানকুলে জাতিদোষে আর।
পারি বলি বাধ্য হয়ে কহিল শঙ্কর॥" (মেলমালা)

"চৈতলী দিনকরের ধান্দা দোষ ছিল।
তার সঙ্গে ভরতের মুখর দোষ পাইল॥
শ্রীরঙ্গের ছিন্নদোষ রাঘবেতে পরে।
শ্রোত্রিয়ান্ত লক্ষণ মিশ্রের উপরে॥
এই সকল দোষে মেল হইল উদ্ভাবন।
পরমানন্দমিশ্রী মেল অপূর্ব্ব কথন॥" (মেলকারিকা)

২২। ছয়ী। খনিয়ার চট্টতি শ্রীকরের প্রপৌত্র বশিষ্ঠের পুত্র ছয়া (ছকাই বা ছকড়ি) মেলনায়ক। তাঁহার কন্যা প্রথমে শ্রোত্রিয় পাত্রে প্রদত্ত হয়। পরে সেই কন্যা সাগরদিয়া বন্দ্য অক বিবাহ করেন। অন্যপূর্ব্বা, বলাৎকার, যবন, কন্যাগমন ও খণ্ডদোষ।

"খনিয়ার বশিষ্ঠ সুত হরি দোষ নাম।
মুখর পণ্ডিত দোষ বিষ্ণু করি পান॥
সিধাই করেন খণ্ড স্বজনা কেশবে।
এই দোষে ছয়ীমেল দেবীবরে যোষে॥" (মেলকারিকা)

"ছয়ী বশিষ্ঠের সুত নিকর্ত্তনের নাতি।
সুদর্শনের সুত সে শ্রীকর সন্ততি॥
গোসাই দমরি তাহার কন্যা নিল হরি।
কেশব বন্দ্যো কেন্যা করেন বলাৎকার করি॥
খণ্ড পাইলেন তিনি খঞ্জদোষ তায়।
ছলেতে হইল ছয়ী ঘটকেতে গায়॥" (দোষাবলী)

প্রচলিত ২২টী মেলের মধ্যে শ্রীবর্দ্ধিনা ও পরমানন্দমিশ্রী মেলের স্থানে কাহার কাহার মতে শ্রীমঙ্গলানী ও রায়মেল হইবে। ইহাদের মতে দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবন্ধ হওয়ার পর শ্রীবর্দ্ধিনা, সিদ্ধান্তী, ঠেকা ও নিক্ষনরেন্দ্রী প্রভৃতি কয়েকটী শাখা মেল হইয়াছে

গ্রামগত ৬টী মেল। ১। ফুলিয়া, ২। খড়দ, ৩। দেহাটা, ৪। বাঙ্গাল (বাঙ্গালপাশ), ৫। বালী ও ৬ নড়িয়া।

২২। ফুলিয়া।—ফুলিয়াগ্রামবাসী মুখোপাধ্যায়দিগকে লইয়া এই মেল হয়। মুখটীবংশ বন্দ্যাদিবংশের প্রকৃতি শিরস্থানীয়। গঙ্গানন্দভট্টাচার্য্য, বৈদ্যনাথবন্দ্যো ও গঙ্গানন্দচট্ট ফুলে মেলে প্রধান। এই মেলে, নাদা, ধাঁদা, বারুইহাটী ও মুলুকজুড়ী দোষ আছে।

"নাদা, ধাঁদা, বারুইহাটী পাইয়া মূচ্ছিত।
নানাদোষে শ্রীনাথ ক্ষেম্য দেখিতে কুৎসিত॥
নাথাই চট্টোর কন্যা হাসাই থানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্যগঙ্গাধরে॥
নান্দারবাড়রীর মেয়ে বল্লভের বিয়া।
দুর্গাবর পণ্ডিতে নান্ধা তারে বর দিয়া॥
হিরণ্য করণে নান্ধা গঙ্গানন্দে যায়।
নীলকণ্ঠ আর্ত্তি করি ধন্ধদোষ পায়॥
কাঁটাদিয়া শ্রীনাথবন্দ্যো ক্ষেম্য তায় পরে।
মুলুকজুড়ী ভ্রাতস্পুত্র শিবাচার্য্য বরে॥
এই সকল দোষে ফুলিয়া গঙ্গানন্দ ঘোষে।
শ্রীনাথ হইল পাল্‌টি সমাজগত দোষে॥" (মেলকারিকা)

"ফুলিয়া সরস কুল মেলের প্রধান।
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য সূর্য্যের সমান॥
হিরণ্য উদয় মধ্যে লাক্ষাই নন্দন।
গঙ্গানন্দ কুলে কৃতী ঘোষে সর্ব্বজন॥" (মেলপ্রকাশ)

"কাশীশ্বরসুত হরিহর ফুলিয়ার মুখটী।
ভাল বিভা ছিল তার জুনিদখাঁয়ের বেটী॥
বিধির নিয়ম ছিল পঙ্গা মরে রণ্ডে।
ধরিল ছাড়িল ধরা আলচালের পিণ্ডে॥
চতুর্ভুজ ভাঙ্গে আর্ত্তি শ্রীগোপালে।
নীলকণ্ঠে ধাঁদা বাদ লেগে গেল গলে॥
এই দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে জন্মেঞ্জয়।
তদবধি ফুলিয়া মেল হইল নিশ্চয়॥
কাজীর বেটা জাফরখানী নবাই থান্দারে।
নান্দাবন্দ্যসুতা ঘরে আফিঙ বিহরে॥
পানদোষে নারায়ণদাস ফুলিয়া যায়।
বীরভূমের বসন্ত কুটিল কাব্যগায়॥" (দোষচন্দ্রপ্রকাশ)

(১) নাদাদোষ—বৰ্দ্ধমান জেলায় নাদনঘাট গ্রামের বন্দ্যঘটীগণ বংশজ ছিলেন। গঙ্গানন্দভট্টাচার্য্যের পিতা মনোহরমুখো উক্ত বন্দ্যঘটী বংশীয়ের কন্যা বিবাহে বংশজত্ব প্রাপ্ত হন। ঘটকেরা নাদার বাঁড়ুরীদিগকে মাসৃচটক্ শ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত করিয়া মনোহরের কুলরক্ষা করেন।

(২) ধাঁদাদোষ—শ্রীনাথ চাটুতির এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। বৃহস্পতিবার বারবেলায় ধাঁদাঘাটে জল আনিতে গিয়া যবন পরিবাদ হয়। এই কন্যাগ্রহণসূত্রে গঙ্গাধরবন্দ্য দূষিত হন। গঙ্গাধর বা গঙ্গানন্দের সম্পর্কে নীলকণ্ঠগাঙ্গুলী ও গঙ্গানন্দমুখো যবন দোষে দূষিত হন। একারণ শ্রীনাথ চাটুতির কুলে ধাঁদা দোষ জন্মে। ধাঁদা বা সন্দিগ্ধ দোষ।

(৩) বারুইহাটী দোষ—ম্লেচ্ছসংস্রব হেতু এই গ্রামে ভোজন,

করিলে জাতিনাশ হইত। কাঁচনার মুখটি অর্জ্জুনমিশ্র এই গ্রামে বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হন। শ্রীপতি বন্দ্যোর সহিত গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের আদান প্রদান হয়। শ্রীপতি বন্দ্যোর সহিত তাহার কুল।

(৪) মুলুকজুড়ীদোষ—গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবাচার্য্য সাতশতী মুলুকজুড়ী কন্যা বিবাহ করিয়া কুলচ্যুত এবং সাতশতী ভাবাপন্ন হন। পরে শ্রীপতিবন্দ্যোর কন্যা বিবাহ করিয়া কুলরক্ষা করেন।

নদীয়া জেলার ফুলে, বেলগড়ে, উলা, গরিবপুর, আঁইসমালী; বর্দ্ধমান জেলার জোগ্রাম, কুলীনগ্রাম, কামারমহল; খুলনার সেনহাটী; যশোহরের জাঙ্গালবাঁধান, কামালপুর, কাশীপুর, সিমুলিয়া, প্রতাপকাটি, লক্ষ্মীপাশা, ফরিদপুর, সুবর্ণগ্রাম বিক্রমপুর, বজ্রযোগিণী প্রভৃতি স্থানে। বাকুঁড়া জেলায় বালসী গ্রামে। বালসী বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম, ২২টী পল্লীতে বিভক্ত। এখানে সকল মেলের প্রায় চারিহাজার ব্রাহ্মণের বাস।

২। খড়দা।—খড়দহগ্রামের মুখোপাধ্যায়দিগকে লইয়া এই মেলের উৎপত্তি। যোগেশ্বর, কামদেব, দিগম্বর তিনসহোদর, মধুচট্টো, নীলকণ্ঠগাঙ্গুলী, ভগীরথবন্দ্যো খড়দা মেলে প্রধান। এই মেলে গড়গড়ি, পিপ্পলী, নাঁদা, বারুইহাটী, সাতশতীসন্দেহ, পঞ্চানর্থীসংস্রব (৬৪ ও ৬৫ পৃষ্ঠা দেখ), মধু ও রায় দোষ আছে।

যোগেশ্বরের পিতা হরিমুখটি গড়গড়িকন্যা, যোগেশ্বর পণ্ডিত নিজে পিপ্পলাইকন্যা এবং মধুচট্টো ডিংসাই পরমানন্দের কন্যা

বিবাহে দূষিত। যোগেশ্বর মধুচট্টোকে কন্যাদান করেন। কথায় বলে, "যোগেশ্বরের যোগভঙ্গ, মধুচট্টো পেয়ে।"

"হরির গড়াগড়ি বিয়ে পিপ্‌লাই যোগেশ্বরে।
মরা লইয়া লোহাইবন্দ্য আইলেন তার পরে॥
কুলান্তক মধুচট্ট পাল্‌টী হয়ে বসে।
যোগেশ্বরে খড়দামেল এই সকল দোষে॥
সত্যবানের দুই বেটা সবাই লবাই।
সবাই সুত মুকুন্দ তার বিবাহ ডিংসাই॥" (মেলকারিকা)
"প্রকৃতি গরিষ্ঠকুল খড়দহ গণি।
কিশোর ঘরে কামদেব কুলচূড়ামণি॥
যোগেশ্বরে মধুদোষ লোকে বলে ক্ষীণ।
নীলকণ্ঠে কিবা দোষ চন্দ্রেতে মলিন॥" (মেলপ্রকাশ)
"গড়গড়ি দোষে হরি অচেতনঃ।
সুরা সংশ্রবদোষে হরি মদন।
মধুদোষে খড়দহ বাগ্বচনে।
সেইদোষে মেল হইল ঘটকে বাখানে॥" (দোষচন্দ্রপ্রকাশ

৬। দেহাটা।—বহুরূপ বংশের শ্রীপতিচট্ট মেলনায়ক। বাঙ্গালপাশ আনই সুত পিথায় বন্দ্যোর সহিত ইহার কুল। যবন সংসর্গ দোষ। [illegible handwritten annotation]

"বাপীসুত দানপতি কুলেতে প্রধান।
ভাগিনার সহিত কুল দেখি বিদ্যমান॥
বসুন্ধর গাঙ্গুলি সে যে মহাদেবের নাতি।
তাহারে করিয়া হইল স্বজনাতে গতি॥

পীতাম্বরের পুত্র রাঘব বন্দ্যজ নপাড়ি।
রণ্ডদোষে ভঙ্গ হইল তারে ক্ষেম্য করি॥
অবসথী মদনচট্ট বিত্ত লভ্য করি।
অচ্যুত তনয় সে যে পীতমুণ্ডী পরি॥
বিষ্ণুবন্দ্য ক্ষেমা করি পূজ্য পীতমুণ্ডী পাইয়া।
কাঁদিতেছেন দানপতি মাথায় হাত দিয়া॥
শ্রীনিবাস গঙ্গুলীর সঙ্গে পরে হইল কুল।
পাল্টী হইল শ্রীনিবাস যবনদোষ মূল॥" (মেলকারিকা
দেহাট্যা মেলের তবে শুন হরি গতি।
পিতাই দানপতি করি হারাইল জাতি॥" (মেলমালা)

৪। বাঙ্গালপাশ।—শ্রীধর সুত মুকুন্দচট্ট মেলনায়ক। বাবলা নারায়ণ সুত হিরণ্যবন্দ রণ্ড, মদ্যপানাদি দোষে নিন্দিত ছিলেন। বিপ্রদাসমুখর ধোপা পরিবাদ ছিল। তাঁহার সহিত হিরণ্যর আদান প্রদান হয়। মুকুন্দ হিরণ্যর সহিত কুল করায় দোষাশ্রিত হন।

"বাঙ্গাল হইল মেল বন্দ্য হিরণ্যাতে।
বাবলা নারায়ণের বেটা বহু দোষ তাতে॥
পরমেশ্বর পূতিতুণ্ড মুকুন্দে করিয়া।
বসিয়াছেন পূতিতুণ্ড পানদোষ পাইয়া॥
তাহারে করিয়া হিরাই পানদোষ পাইল।
সিধোর বেটা সবাই বন্দ্য রজকে মজিল॥
দামোর বেটা দুর্গাবর বাবলার বাঁড়ুরি।
বিপর্য্যায় দোষ পাইল তপন তারে করি॥

সুখনালী দোষে তপন পালটী হয়ে বসে।

হিরণ্য বাঙ্গাল মেল এই সকল দোষে॥" (মেলকারিকা)

বঙ্গকুলে মেলখালি লিখি জাতিদোষে।

হিরণ্য ছেড়ে মধুতে মদ সর্ব্বলোকে ঘোষে॥" (মেলপ্রকাশ)

এই মেল স্বতন্ত্রভাবে বড় বেশী দেখা যায় না। অন্যান্য মেলে মিশিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপ, বারাশত, শিবপুর ও বালীতে কিয়ৎপরিমাণে এই মেলের কুলীন দৃষ্ট হয়।

৫। বালী।—বহুরূপের বংশে বালীগ্রামবাসী অবসথীকেশব-চট্ট মেলনায়ক। সঙ্কেত বংশীয় রাঘব বন্দ্যোর সহিত ইহার কুল। রাঘবের যবনদোষ ছিল। কেশরকোনি, ম্লেচ্ছসংসর্গ দোষ।

"কুশাই চট্টের আছে কেশরকোনি বিয়া।

শ্রীকান্তের আর্ত্তি করেন তারে যোগে লইয়া॥

অবসথী বিষ্ণুচট্ট লখোর আর্ত্তি যায়।

সন্দিগ্ধ গোষলীদোষ সেই হেতু পায়॥

তৎসুত গোবিন্দমিশ্রের কুলভীতে বিয়া।

স্থগিত হইলেন তিনি হরি খঞ্জ পাইয়া॥

শ্রীকান্ত পালটী হইলেন এই সকল দোষে।

কেশরেতে বালীমেল দেবীবর ঘোষে॥" (মেলকারিকা)

"শ্রোত্রিয়ান্ত বালীমেল কিবা তার কুল।

তথাচ লইল লোকে কেবল ভাগ্য মূল॥" (মেলপ্রকাশ)

৬। নড়িয়া।—মাধবগাঙ্গুলীর পুত্র গোপালগাঙ্গুলী মেল নায়ক। গয়ঘর সুরেশ্বরবন্দ্যো রণ্ডদোষাশ্রিত। ইহার পুত্র চণ্ডীবর পৌত্র শুভঙ্কর নড়িয়াতে বাস করিতেন। নড়িয়া গ্রাম অতি অশুদ্ধ

বিবেচিত হইত। নড়িয়াবাসী শুভঙ্করের সহিত গোপালগাঙ্গুলীর কুল হয়। রণ্ড, কুসংসর্গ, বলাৎকার ইত্যাদি দোষ।

"নড়িয়া হইল মেল নানা দোষ তার।
আউ সুত বিষ্ণুগাঙ্গ বিষ্ণু অবতার॥
তৎসুত মাধবগাঙ্গ গোপাল তৎসুত।
তাহার কুলের কথা কহিতে অদ্ভুত॥
গজেন্দ্ররায় ধনোবন্দ্যার কন্যা করেন বিয়া।
স্থগিত হইল গাঙ্গ তাহাকে করিয়া॥
তাহার পুত্র প্রভাকর পুণ্যবন্ত অতি।
দাতা ভোক্তা কুলশ্রেষ্ঠ ইষ্টপদে মতি।
তৎসুত চণ্ডীবর কুলবোদ্ধা অতি।
আর্ত্তি করেন বলাইচট্ট পশাইবিদ্যাপতি॥
রণ্ড পাইয়া গঙ্গাধর অতি দর্প করি।
ক্ষেমা করেন বলাই চট্টে বলাৎকার করি॥
পালটী হইলেন বলাই চট্ট অবসথী।
অনন্ত পিতামহ প্রপিতামহ হরিবিদ্যাপতি॥" (মেলকারিকা)
"গুণাকরে আর্ত্তি করে গুড়দোষ পেয়ে।
পিতৃবরে বিভাকরে আচার্য্যের মেয়ে॥" (মেলমালা)

উপাধিগত ৩টী মেল।—১। পণ্ডিতরত্নী, ২। আচম্বিতা, ৩। আচার্য্যশেখরী। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে আচম্বিতা গ্রামগত বাঙ্গালাপাশ উপাধিগত মেল। ভিন্ন ভিন্ন কুলাচার্য্যের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়।

১। পণ্ডিতরত্নী।—মুখটী উৎসাহবংশীয় দৈবকীপণ্ডিতরত্ন

...ই মেলনায়ক। খান্‌কুলী (গ্রামগত দোষ), আনন্দঘোষ... মদনসংস্রব, গোলককুণ্ড এই মেলের দোষ।

"আড়িয়া মুৎটী বিষ্ণুর কুলেতে দুর্গতি।
পুরাই গাঙ্গুলী আর্ত্তি মুখুজ্যে পণ্ডিতি॥
গম্য করি গাঙ্গশৌরি মদনদোষ পায়।
ত...সর্থা প্রজাপতি বিপর্য্যায় যায়।
দৈবকীর উচিত হইলেন চট্ট দিগম্বর।
সুখনালী দোষ পাইয়া হইল কাঁফর॥
দৈবকী নন্দনে মেল পণ্ডিতরত্ন।
সবাই বেটা দেবাই হইলেন পালটি চূড়ামনি॥" (মেলকারিকা)

"দৈবকীনন্দনের কুল স্বতন্ত্র বাটী।
গরুড় দেবাই লইয়া যার কুলের পরিপাটী॥
আঠাকাঠী দুইভাই বন্দ্যঘটী আগে।
রায়দোষ বলাৎকার সুখনালী লাগে॥
প্রজাপতির দোষ খালি সর্ব্বলোকে ঘোষে।
মেল হইল দৈবকী পিতামহের দোষে॥" (মেলপ্রকাশ)

শিবপুর, বালী, উত্তরপাড়া, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমানের কাটোয়া অঞ্চলে ও হুগলী জেলার পশ্চিমদক্ষিণ বিভাগে দৃষ্ট হয়।

২। আচম্বিতা।—উৎসাহবংশীয় চক্রপাণিমুখো মেলনায়ক। স্বজনা, ও গুড় শ্রোত্রিয়সংস্রব দোষ।

"আচম্বিতা হইল মেল নানা দোষ পাইয়া।
গোবিন্দসুত বিদ্যাধর গুড়ে করে বিয়া॥
কাউগাঙ্গে আর্ত্তি করি বিপর্য্যায় পায়।
তারপুত্র চক্রপাণি পূতিতুণ্ডে যায়॥

মনোহরে আর্ত্তি করি করেন বলাৎকার।
পীতমুণ্ডী দোষ পাইয়া লাগে চমৎকার॥
উচিত চট্ট কৃষ্ণদাস ত্যাজ্যদোষ পাইলা।
গৌতম ঘটকে করি দিগ্বিতে মজিলা॥
চক্রপাণি মুখে মেল হইল আচম্বিত।
গৌতম ঘটকপাল্‌টী নাই হিতাহিত॥" (দোলাবলী)

৩। আচার্য্যশেখরী।—মহেশ্বর বন্দ্যবংশীয় স্বল্পবাঙ্গাল পাশ নারায়ণের পৌত্র দিগম্বরপুত্র ত্রিলোচনআচার্য্যশেখর এই মেল-নায়ক। যবন সংসর্গ প্রধান দোষ। এক্ষণে এ মেলের কুলীন সকলেই প্রায় ভঙ্গ হইয়াছেন।

"দিগম্বর স্বতে কুলের কি কহিব কথা।
গুড়ের বিবাহ তার অনঙ্গর সুতা॥
ছায়া সম্পর্ক বন্দ্য অকৃতি শ্রীমান।
তৎসুত গৌতমে কারণ কুশে বাক্য দান॥
পুষ্করাখ্যে চট্টবরে বলে ক্ষেম্য করি।
ত্রিলোচন মুখেতে মেল আচার্য্যশেখরী॥" (মেলকারিকা)
"দিগম্বর সুত লিখি আচার্য্যশেখর।
অকৃতিদোষ রায়ের দোষে হয় অথান্তর॥
কাঁটাবন রায়ের দোষে জাতিদোষ আছে।
গলাকাটা গেল কন্যা সেই দোষ পাছে॥" (মেলপ্রকাশ)
"আচার্য্য শেখরের মেল প্রধান যবন।
এই কুলে কুলীনমাত্র নাহি কোনজন॥" (মেলচন্দ্রিকা)

বরিশাল জেলার অনেকস্থানে; যশোহরে ইতিলায়, কাশীপুর,

বালা, সরস্থণা, আকুরা, সেখহাটী, বাজোডাঙ্গা, নিমজ, খুলনা জেলার মহেশ্বরপাশা ইত্যাদি গ্রামে।

দোষগত ৫টী মেল।— ১। ছায়া (ছায়ানরেন্দ্রী), ২। পারিহাল, ৩। শুভসর্ব্বানন্দী, ৪। প্রমোদিনী, ৫। হরিমজুমদারী।

১। ছায়া (ছায়ানরেন্দ্রী)।—মহেশ্বরবংশের নিত্যানন্দবন্দ্য এ মেলে প্রধান। এই মেল সুরাইমেলের বাধ্য। কুলঙ্গ, গুড়, পিণ্ড, ও ছায়ামণ্ডপ এই মেলের দোষ।

"রঘুপুত্র নিতাইবন্দ্য বিশ্রামেতে গড়।
অন্যান্য দোষের কথা কহি তার পর॥
অবসথী বৃহস্পতি কামদেবের বেটা।
ছায়া সম্পর্ক তাহার লোক দেয় খোটা॥
তৎপুত্র নরেন্দ্রমিশ্রের ছিল শ্রীমন্তথানী।
তাহার বিবাহের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
নিতাইর কন্যা ইন্দুমুখী বিয়ে করিবার সাথে।
অধিবাস করিয়াছিলেন মনের আহ্লাদে॥
কৌতুক পুত্র নাথাইচট্ট কন্যা করে বিয়ে।
হেটমুখে রহিল নরাই বড় লজ্জা পেয়ে॥
এইদোষে নরেন্দ্রীমেল নিত্যানন্দে ডাকে।
শ্রীনাথ হইলেন পালটী নরেন্দ্রের বিপাকে॥" (মেলকারিকা)
"নরেন্দ্রমিশ্রের ছায়া নিত্যানন্দে ঠেকে।
ছায়া নরেন্দ্রী মেল তে কারণে ডাকে॥
নরেন্দ্র মিশ্রের কুল আছিল ভাল।
মুখটী পাইয়া কুল হইয়া গেল কাল॥" (মেলপ্রকাশ)

"নিজনরেন্দ্রী কুল গণনাতে দেখি ।
সংশয় পিতার দোষে বলাৎকার লিখি ॥" (মেলমালা)

এই মেল এক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে প্রায় নাই, সুরাইমেলে মিশিয়া সুরাইমেলের ছায়া থাক হইয়াছে ।

২। পারিহাল।—বহুরূপবংশীয় রাঘবচট্ট ও অবসথীদিগম্বর চট্ট এই মেলে প্রধান। রাঘবচট্ট গৌড়ের জমিদার গন্ধর্ব্বরায়ের কন্যা বিবাহ করেন। পারিহালশ্রোত্রিয়বিবাহ, অসৎসংসর্গ, স্বজনা, সন্ন্যাসিত্ব এই মেলে প্রধান দোষ।

"অবসথী দিগম্বর কুলচূড়ামণি ।
পজোর বেটা নিধাই করি খঞ্জপান তিনি ॥
ভৈরবঘটকে কবি বলাৎকার পাইয়া ।
তৎসুত রাঘব করে পারিহালে বিয়া ॥
আর্ত্তি করেন পাঁচুবন্দ্য পশাইবন্দ্যর বেটা ।
তাহারে করিয়া লইল বলাৎকারের ঘটা ॥" (দোষাবলী)
"রাঘবেতে পারিহাল হইল অচ্যুত ।
পালটী হইলেন পাঁচু পশাই বন্দ্যসুত ॥
অনেক মেলের কুলে আঁঠাউঠা আছে ।
শ্রীরামখাঁয়ের কুল পারিহাল দোষ পাছে ॥" (মেলপ্রকাশ)

নদীয়াজেলার গৌঁসোইদুর্গাপুর গ্রামে এই মেলের অনেক কুলীন বাস করেন ।

৩। শুভ বা শুঙ্গসর্ব্বানন্দী।—উৎসহবংশীয় আহিতসুত সর্ব্বানন্দমুখো মেলনায়ক। পিঙ্গু, গুড়শ্রোত্রিয়সংস্রব, বলাৎকার, সুরাপান ইত্যাদি দোষ ।

"লোকনাথের ছিল পূর্ব্বে গড়গড়িতে বিয়া।
তাহার পুত্র হেরম্বর বটুক দোষ পাইয়া॥
তৎপরেতে সর্ব্বানন্দ বাণীনাথে করে।
তহশীল যামিনী পাইয়া দেবীবরে ধরে॥" (মেলকারিকা)
"খানকুণী যার পাছে রাঘবঘোষালে।
শুদ্ধসর্ব্বানন্দী মেল কেহ কেহ বলে॥" (দোষাবলী)

৪। প্রমোদিনী।—উৎসাহবংশীয় জিতামিত্রমুখ এই মেলের প্রধান। প্রমোদনগুড়ের কন্যা বিবাহে জিতামিত্র রণ্ড, গুড়, অন্যপূর্ব্বা, বিপর্য্যয়াদি দোষ পান। মনোবংশীয় রামচট্টের সহিত কুল। রাম প্রমোদিনীমেলের প্রকৃতি।

"প্রমোদিনী জিতামিত্র হইল সংহতি।
গঙ্গাগতির বেটা সে পৃথ্বীধরের নাতি॥
গোবিন্দসুত পৃথ্বীধর ক্ষেমা তার পিতা।
অনোসুত ক্ষেমা সে যে মুখবংশ সুতা॥
গঙ্গাগতি উচিত করে বন্দ্যদুর্গাবরে।
বিপর্য্যয় হইল তাহার চোৎখণ্ডীর পরে॥
দানসুত সুরেশ্বর বন্দ্যাকে করিয়া।
শবসম্বন্ধ রণ্ড বলাৎকার দোষ পাইয়া॥
তৎসুত জিতামিত্র সর্ব্বগুণযুতা।
গুড়েতে বিবাহ তার প্রমোদিনী সুতা॥
আদি অবস্থী রাম গুড়েতে বিবাহ।
পিতা দিগম্বর তার গোপাল পিতামহ॥" (মেলকারিকা)
"প্রমোদিনী মেল লিখি ধরাবাঁধা অতি।
বিপর্য্যয় রায়ের দোষ করে বাপ পুতি॥" (মেলপ্রকাশ)

৫। হরি মজুমদারী।—চট্ট অরবিন্দবংশের হরিমজুমদার এই মেলে প্রধান। ইহার কন্যার দোপড়া দোষ ছিল। কংসংসর্গ হড়, গুড়সংস্রব ও বর্ণসঙ্কর বিবাহ এই মেলের দোষ।

"হরিমজুমদারী মেল শুন দিয়া মন।
বিভোর চাটাতি সে যে কুলে বিচক্ষণ॥
বিভোসুত নৃসিংহ বামন, তার সুত।
তাহার বংশের কথা শুনিতে অদ্ভুত।
তাহার পুত্র লম্বোদর বাণীসুত তায়।
আর্ত্তি করি অরবিন্দে যবনদোষ পায়॥
তৎসুত পরমানন্দ শ্রীনিবাসে যায়।
বন্দ্য বাণীকণ্ঠ ক্ষেম্য পীতমুণ্ডী পায়॥
তাহার পুত্র হরিচট্টের উচিত ক্ষেম্য করি।
গোবিন্দমজুমদার তাহার কন্যা নিল হরি॥" (মেলকারিকা)

"যবনদোষ পাইয়া হরি যান গড়াগড়ি।
শ্রীনিবাসঘোষাল ক্ষেম্য বলাৎকার করি॥
হরিতে হইল মেল হরি জুমদারী।
সুদর্শনবংশতে শ্রীনিবাস পালটী হইল তারি॥" (মেলমালা)

প্রতিযোগী মেল।

১৪০৭ শকে দেবীবর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলবন্ধন সমাপন করিয়া পরলোক গমন করেন। পরে ধ্রুবানন্দমিশ্র কুলাচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন। মেলী কুলীনদিগের মেল ব্যতিক্রম ঘটিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে মেলকারিকা রচনা করেন।

নিম্নমেলে কুলকর্ম্ম করিলে নিম্নমেলী হইয়া পূর্ব্বমেল হইতে ভ্রষ্ট হইবে, উচ্চমেলে কর্ম্ম করিলে তৎসংসগবশতঃ নিম্নমেল উচ্চ হইবে না বরং উচ্চমেলই দূষিত হইবে, বলিয়া ধ্রুবানন্দ প্রতিযোগী মেল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রতিযোগী মেলের সহিত কুলকর্ম্ম করিলে পূর্ব্বমেল হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। যে যাহার প্রতিযোগী তাহার সহিত তাহার কুলক্রিয়া হইবে। এইরূপে ছত্রিশটী মেল আঠারটী প্রতিযোগীমেলে পরিণত হইল।

১। ফুলিয়া ও খড়দহ।
২। বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী।
৩। পণ্ডিতরত্নী ও বাঙ্গালপাশী
৪। ছায়া ও সুরায়ী
৫। চট্টরাঘবী ও বিজয়পণ্ডিতী।
৬। আচার্য্যশেখরী, ও গোপাল-ঘটকী।
৭। মাধাই ও চাঁদাই।
৮। বিদ্যাধরী ও পারিহাল।
৯। রঙ্গভট্ট ও প্রমোদিনী।
১০। বালী ও চন্দ্রাপতি।
১১। শতানন্দখানী ও ভৈরব-ঘটকী।
১২। কাকুৎস্থী ও আচম্বিতা।
১৩। দেহাটা ও ধর্ম্মাধরী।
১৪। দশরথঘটকী ও ছয়ী।
১৫। মালাধরখানী ও নড়িয়া।
১৬। শ্রীবর্দ্ধিনী ও পরমানন্দ-মিশ্রী।
১৭। রাঘবঘোষলী ও শুভরাজ-খানী।
১৮। শুভসর্ব্বানন্দী ও হরি-মজুমদারী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

-:•:-

বংশজ ও শ্রোত্রিয় বিবরণ।

বংশজ।—বংশজ দুইপ্রকার। আদি ও কুলভঙ্গ।

কুলভঙ্গ আবার প্রাচীন ও আধুনিক ভেদে দুই প্রকার

আদি বংশজ

যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ অর্থাদি লোভে বা অন্য কোন কারণে বল্লালসেন কৃত পতিত ব্রাহ্মণের কন্যা (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ও তাঁহাদিগের বংশধরগণ আদি-বংশজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। গণবন্দ্যোর কন্যা বশিষ্ঠমুখ, শুকুনিচট্টর কন্যা ঠোঠমুখ, ঝাড়ুবন্দ্যোর কন্যা দায়িকমুখ হস্তগাঙ্গুলির এক কন্যা কুবেরবান্দ্যো, অন্যকন্যা চক্রপাণিবন্দ্যো ও বিধুবন্দ্যোর কন্যা কুলভূষণচাট্টো বিবাহ করেন। মুখয্যেবংশে বশিষ্ঠ, ঠোট ও দায়িক, বন্দ্যবংশে কুবের ও চক্রপাণি, চাটুয্যে-বংশে কুলভূষণ আদিবংশজ হইলেন।

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় আখণ্ডলের বংশ। যশোহরের নলডাঙ্গার রায় উপাধিধারী রাজবংশ। ফরিদপুরের অন্তর্গত ফুকুয়ার ভট্টাচার্য্য বংশ (ইঁহারা অনেক ব্রাহ্মণের গুরুবংশ), ঢাকাজেলার তয়ারা-থুড়ার জমীদার মজুমদারবংশ।

কাশ্যপগোত্রীয় গুপ্তিপাড়ার ভট্টাচার্য্যবংশ। নদীয়া জেলার

হরিপুরের ও ব্রহ্মণগাঁয়ের ঘটকবংশ। যশোহরের অন্তর্গত বাঁপার ঘটক ও জয়দিয়ার চৌধুরীগণ। পাটুলির চাটুতি বাগানপাড়ার গোস্বামীবংশ।

সাবর্ণগোত্রীয় কামদেব ব্রহ্মচারীর বংশ বড়িশার সবর্ণচৌধুরী। বাৎস্যগোত্রীয় খুলনার প্রান্তভূও চক্রবর্ত্তীবংশ। মেদিনীপুর পাতড়ার মজুমদার বংশ। কেহ বলেন আদিবংশজ, কেহ বলেন মজুমদারেরা কুলভঙ্গ (প্রাচীন) বংশজ।

কুলভঙ্গ বংশজ।

"সৎকুলীনপ্রজাতস্য নিজধর্ম্মযুতস্য চ।
যস্য ন ক্রমিকাবৃত্তি বংশজ স চ কীর্ত্তিতঃ॥" (কুলরমা)
"অনবরত পরিবর্ত্তবিহীনত্বং বংশজত্বং॥"
"শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্বা কুলীনো বংশজোভবেৎ॥"

যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ আদান প্রদানে তিন চারি পুরুষে ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহারা কুলীনবংশে জাত হইলেও কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বংশজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং যে সকল কুলীন শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করিয়াছিলেন তাঁহারা ও বংশজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

যে সকল কুলীন, বংশজের কন্যা বিবাহে ভঙ্গ হন, যদি তিনি পুনর্ভঙ্গ হইয়া কুলক্রিয়া করিতে পারেন এবং তাঁহার বংশে পরবর্ত্তী পুরুষগণ যদি আদান প্রদানে সাবধান হইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহারা ভঙ্গকুলীন বলিয়া গণ্য হইতে পারেন এবং স্বভাব কুলী-

নের ন্যায় মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু যদি ভঙ্গ হইয়া কুলক্রিয়া অর্থাৎ পুনরায় কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে না পারেন এবং তদ্বংশীয়গণ ও যথাক্রমে আদান প্রদানে অসাবধান হন, তাহা হইলে তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ভঙ্গ থাকেন পরে পচাবংশজ হইয়া যান, এইরূপে সাতপুরুষ চলিলে তাঁহারা সমাজে ঘৃণিত হইয়া পড়েন। এইরূপ ঘৃণিত পচাবংশজ সন্তান অনেকে বর্ণ-ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছেন এবং অনেকে সদ্ধর্ম্মে আছেন কিন্তু সমাজে তাহাদিগের স্থান অতিশয় হেয়।

ভঙ্গকুলীনের দৃষ্টান্ত যথা. কোন কুলীন বংশজের ঘরে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হইলেন তিনি পুনশ্চ বিবাহ করিয়া পুনর্ভঙ্গ হইবেন, পরে কুলীনের কন্যা বিবাহ করিয়া কুলক্রিয়া করিবেন এইরূপে তাঁহাকে কুলীন থাকিবার জন্য কাজেকাজেই তিনটী বিবাহ করিতে হইবে। অনেকে বড়িষার সাবর্ণচৌধুরীর ঘরে বিবাহ করিয়া কালীঘাটের হালদারদিগের ঘরে পুনর্ভঙ্গ হইয়াছেন পরে কোন কুলীনের কন্যা বিবাহ করিয়া কুলরক্ষা করিয়াছেন।

কুলভঙ্গ বংশজেরা প্রাচীন ও আধুনিক দুইভাগে বিভক্ত। নিম্নলিখিত বংশ কুলভঙ্গবংশজ বলিয়া পরিচিত।

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বরিশালজেলার কলসকাটীর জমীদার রায় চৌধুরী বংশ। ঐ জেলার রহমতপুরের জমীদার বংশ। ঢাকা জেলার মুন্সাপাড়ার জমীদার বন্দ্যঘটীবংশ। ঐ জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরস্থ মাইজপাড়ার জমীদার রায়বংশ। ময়মনসিংহের অান-বাড়িয়ার জমীদার রায়বংশ।

শ্রোত্রিয়।

রাজা ধরাশূর যখন ৫৬ গাঁই ব্রাহ্মণগণের কুলপ্রথা স্থির করেন তখন কুলাচল ও শ্রোত্রিয় বলিয়া ২২ গ্রামীকে কুলীন ও ৩৪ গাঁইকে শ্রোত্রিয় স্থির করিয়া দেন। (তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখ)। পরে রাজাবল্লালসেন ২২গাঁই কুলীনের দোষগুণের বিচার করিয়া কুলীনের মধ্যে ৮ গাঁইকে মুখ্যকুলীন ও ১৪ গাঁইকে গৌণকুলীন বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। আর ৩৪ গাঁই শ্রোত্রিয়কে শুদ্ধশ্রোত্রিয় ও কষ্টশ্রোত্রিয়ে বিভাগ করেন। (ঐ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ)। রাজা দনোজামাধব সৎশ্রোত্রিয় গণকে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরিশ্রোত্রিয় ৪ ভাগে বিভক্ত করেন। (ঐ অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদ দেখ)। রাজা কংসনারায়ণের সময় ১৪ গ্রামী গৌণকুলীনেরা শ্রোত্রিয়ে পরিণত হইয়া ৪৮ গ্রামী শ্রোত্রিয় হইলেন কেবল ৮ গ্রামী মাত্র কুলীন রহিলেন। (ঐ অধ্যায়ের নবমপরিচ্ছেদ দেখ)।

এক্ষণে সংশ্রোত্রিয়েরা সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরিশ্রোত্রিয় পরিচয় না দিয়া ঘটকগণের নির্দ্দেশানুসারে উত্থাপিত, নবগ্রহ, আধুনিকবংশজ, কুলজবংশজ ও সাতশতাশ্রোত্রিয় বলিয়া নিজ দিগকে পরিচিত করেন, এবং সকলেই শুদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হন। *

---

* ১। নবদ্বীপের রাজবংশ কেশরকুনাগাঁই।
২। চব্বিশপরগনাজেলার ইছাপুরের জমীদার বংশ হড়গাঁই।
৩। কলিকাতা বহুবাজারের মতিলাল বংশ মহিন্তাগাঁই।

চতুর্দ্দশগ্রামী গৌণকুলীনেরা পরে শ্রোত্রিয় মধ্যে সিদ্ধ, সাধ্য, ও সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। ইহাদের পতিতসংসর্গ ঘটায় পরে অরিশ্রোত্রিয় হইয়া যান, এমন কি ইহাদের সহিত কুলীনের সংসর্গ ঘটিলে তাঁহারাও নিন্দনীয় হন। (ঐ অধ্যায়ের দশমপরিচ্ছদে দেবীবরের কৌলীন্যপ্রথা দেখ)।

১। উত্থাপিত শ্রোত্রিয়।

যে সকল ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ বংশজ কি শ্রোত্রিয়, রাঢ়ীয় কি বারেন্দ্র, বৈদিক কি লগ্নাচার্য্য, সাতশতী কি পশ্চিমে ব্রাহ্মণ মুক্তকণ্ঠে কেহ বলিতে পারেন না, অথচ তাঁহারা এ দেশে এক সময়ে ঐশ্বর্য্যশালী বা ভূমধ্যকারী ছিলেন। ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে সম্মানলাভের প্রত্যাশায় কুলাচার্য্য (ঘটক) গণকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া আপনাদিগকে কোন শুদ্ধশ্রোত্রিয়ের বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া কুলীনে কন্যা সম্প্রদান অথবা কুলীন ও ঘটকদিগকে বাসস্থানাদি দ্বারা প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহারই উত্থাপিত শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত।

১। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়ালের রাজোপাধিধারী জমীদার রায়চৌধুরা পুঘিলাল গাঁই (ইহারা যজুর্ব্বেদী)।

"যেমন তাঁতী ছিল কায়েত হ'ল, ঢাকার বাবু নন্দলাল।
তেমি ভাওয়ালেতে উদয় হ'ল বদরযুগীর পুঘিলাল।"

২। ঢাকা জেলার অন্তর্গত চাঁদপ্রতাপের জমিদার রায়বংশ পুঘলাল গাঁই।

৩। পাবনা জেলার অন্তর্গত স্থলের জমিদারবংশ পাকড়াস

গাঁই; কেহ কেহ ইহাদিগকে আধুনিক, কেহ কেহ বা প্রাচীন শ্রোত্রিয় বলেন।

৪। ফরিদপুর জেলার খালিয়ার চৌধুরীবংশ ডিংসাইগাঁই।

"নকড়ি ছকড়ি দুই ভাই।
ঘটকেরে পয়সা দিয়া হইল ডিংসাই॥"

৫। ঢাকাজেলায় বজ্রযোগিনীর পুষিলাল বংশ।

২। নবগ্রহ শ্রোত্রিয়।

এই উত্থাপিতশ্রোত্রিয়ের পরে নয়ঘর অপরিচিত ব্রাহ্মণ কন্যাদান করিয়া নয় জন কুলীনের কুল নষ্ট করিয়াছিলেন। কুলাচার্য্য ঘটকমহাশয়েরা উক্ত নয়জন কুলীনের কুলরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে শুদ্ধশ্রোত্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন, ইহারাই নবগ্রহ শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হন।

যশোহরজেলার খোপাদহের মজুমদারবংশ, ঢাকাজেলার পঞ্চসারের ভূরিষ্ঠালবংশ, ফরিদপুরজেলার বাহন্নাপার মুন্সীবংশ, হুগলীজেলার বালা, চুঁচড়া ও ২৪পরগণাজেলার চানকের ডিংসাইবংশ।

৩। আধুনিক শ্রোত্রিয়।

যে সকল দরিদ্রব্রাহ্মণ পূর্ব্বে অর্থাভাবে কুলীনে কখনও কন্যাদান করিতে অথবা ঘটকদিগের সম্মানরক্ষা করিতে পারেন নাই, কিন্তু অল্পদিন হইল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন, ঘটক ও কুলীন প্রতিপালন করিতেছেন; তাঁহারাই আধুনিকশ্রোত্রিয় নামে পরিচিত।

ঢাকজেলার অন্তর্গত ধানকোড়ার জমীদারবংশ রায়চৌধুরী সিমলায়ী গাঁই।

৪। বংশজ শ্রোত্রিয়।

যে সকল বংশজব্রাহ্মণ ধনবলে ঘটকদিগের বশীভূত করিয়া শ্রোত্রিয় হইয়াছেন তাঁহারা বংশজশ্রোত্রিয়। যথা সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরীর সন্তান বন্দ্যঘাটীগাঁই নিত্যানন্দবংশ বটব্যালাশ্রোত্রিয়।

খড়দার নিত্যানন্দবংশ শুদ্ধশ্রোত্রিয় বটব্যালে পরিণত হইলেও যে সকল কুলীন ইহাঁদিগের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বীরভদ্রী দোষাশ্রিত হইয়াছেন। "কশ্চিৎ বড়ালঃ কশ্চিৎ সিন্দুরামল্লবন্দ্যঃ ইতি দ্বিধাতো বীরভদ্রী সঙ্কেতঃ।"

"সিন্দুরামল্ল পৌত্র বদি ও নিতাই।
অবধুত কল্পতরু বন্দ্যঘাটী গাঁই॥
সন্ন্যাসী হইলে করে কুল অপচয়।
উদাসীন হলে কভু জাতি নাহি রয়॥
বংশ গাঁই বর্জ্জনে বীর সঙ্কেত হইল।
কুলাচার্য্য বটব্যাল রটনা করিল॥" (কুলকল্পতরু)

"শত শতলোক ক্রমে বীরভদ্রী পায়।
বীরে পারু বীররসে নিকষ বোলয়॥
বীররসে ধীররস করিল আশ্রয়।
নিষ্ঠাবৃত্তি মধ্যে দেখি রসাভাস হয়॥
দ্বিজরাজ চক্রবর্ত্তী করিকা ভাষায়।
কুলার্ণবেতে নব ভাবের উদয়॥" (কুলচন্দ্রিকা)

যুলের ভ্রুকুটী গঙ্গানন্দভট্টাচার্য্যের পৌত্র পার্ব্বতীনাথ বীরভদ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তদবধি পার্ব্বতীনাথে বীরভদ্রীদোষ স্পর্শ করে। নিত্যানন্দের পুত্রের নাম বীরভদ্র

ও কন্যার নাম গঙ্গা। গঙ্গার স্বামীর নাম মাধব চট্ট। মাধবের বংশ বলাগড়ের গোস্বামী বলিয়া বিখ্যাত। বীরভদ্রের তিন পুত্র গোপীজনবল্লভ, রামচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ। ইহাদের বংশধরেরা নোতা, মালদহ ও খড়দহের গোস্বামী বলিয়া বিখ্যাত।

* * বীরচন্দ্র সুত—

গোপীজনবল্লভ, রামচন্দ্র এবং রামকৃষ্ণাদি যত।
বাস বাড়ে নোতা বীরচন্দ্রপুর এবং খড়দহে কত॥"

খড়দহের গোস্বামিরা বটব্যাল শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত হয়েন, কিন্তু নোতা ও মালদহের গোস্বামিরা বন্দ্যঘটীগাঁই সিন্দুর-মল্ল বাঁড়ুরীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন।

ঢাকাজেলার কোলার শ্রীরামমুখটী হইতে ডিংসাইবংশ হইয়াছে। নাদার বাড়ুরীরা বন্দ্যঘাটী গাঁই মাশ্চটকশ্রোত্রিয় ও মুখটী গাঁই গোপালঘটকের ভাই শ্রীরামের বংশ ডিংসাইশ্রোত্রিয়।

"একবাপের দুইবেটা শুন পরিপাটী।
শ্রীরাম ডিংসাই আর গোপাল মুখটী॥"

৫। কুলজ শ্রোত্রিয়।

যে সকল নিম্নশ্রেণীর কুলীন ঘটনাবশতঃ আপনাদিগকে শ্রোত্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাঁহারা কুলজশ্রোত্রিয়।

খুলনাজেলার মালপাশার ঘোষালবংশ কুলজ। কুলীনের মেল বন্ধন আছে, শ্রোত্রিয়ের কোন মেল নাই, কিন্তু ইঁহারা সর্ব্বানন্দী মেলভুক্ত।

"রাজারাম আশীষর শ্যাম করে বৃদ্ধি।
রামশরণে ল'য়ে কুল ঘোষাল হ'ল সিদ্ধি॥"

যে সকল সাতশতীব্রাহ্মণ রাঢ়ীশ্রেণীর সহিত কুলক্রিয়া করিয়া চলিত হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা সপ্তশতী শ্রোত্রিয়।

৬। সাতশতী শ্রোত্রিয়।

১। ফরিদপুর জেলার কালামৃধার চৌধুরীবংশ দীঘলগাঁই এবং কাহার কাহার মতে ৫৬গাঁই অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন শ্রোত্রিয়।

২ হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের রায়বংশ কাশ্যপকাঙ্গুরী।

৩। খুলনা জেলার সাতক্ষীরার জমীদারবংশ।

শ্রোত্রিয়ের আবাসস্থান প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

শাণ্ডিল্যগোত্র —

গাঁই।	বাসস্থান	প্রসিদ্ধ ব্যক্তি
কুশারী	খুলনাজেলায় ছোটবুতনী, খাটভোগ, ঢাকায় চান্দুনী, পিঠাভোগ, ধান্কো; যশোহরের হুদাগ্রাম; নদীয়ার মহেশপুর;	
বটব্যাল	বরিশালজেলায় নাগপাড়া, নদীয়ার মেটারী, বাকামিনাডপুর প্রভৃতি স্থান, ঢাকায় বেগের গ্রাম।	
মাশ্চটক	যশোহর জেলায় সেখহাটী, কলিকাতায় তালতলা, বৰ্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় অনেক স্থান, ঢাকার কোলা, কুশারীপাড়া, কয়কীর্ত্তন, আঁধার মাণিক, তম্বরকোলা, তেওথা, ঝীকপাল, নড়িয়াকুণ্ড	

শাণ্ডিল্য গোত্র।—

গাঁই।	বাসস্থান	প্রসিদ্ধ ব্যক্তি
কুসুমকুলি	যশোহরজেলায় [illegible]হাটী, কলিকাতায় তালতলা, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার অনেক স্থান, গুপ্তিপাড়া।	অধিকারীগণ। ইহারা চৈ[illegible]চট্ট চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার ও শিরোচার্য্যের সন্তানদ্বারা বর্জ্জিত ও উত্থাপিত।
বসুয়ারি	বর্দ্ধমানজেলায় রায়গ্রাম, মামুদপুর, পাটাবিষ্ণুপুর, ধাত্রীগ্রাম, বাঘাগাছী	
ঘোষলী	টুঙ্গীগ্রাম।	
কেশরকোণি	নদীয়াজেলায় কৃষ্ণনগর, দিগম্বরপুর, গোটপাড়া, বড়গাছী, বাগুয়ান, জয়রামপুর, কুড়ুলগাছী, ফতেপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, আন্দুলে, শিবনিবাস, [illegible], [illegible] ও [illegible]কুলা; হুগলী [illegible]	কৃষ্ণনগরের রায়বংশ প্রসিদ্ধ।
গড়গাড়ি	বর্দ্ধমান জেলায় [illegible], মেদিনীপুর, মানভূম ও সিংহভূম।	
পারিহাল	যশোহর জেলায় মল্লিকপুর, নদীয়ার গোসাইদুর্গাপুর, মালীরহাট ও কাটোয়ার পালিগ্রাম।	মল্লিকপুরের মল্লিকেরা প্রসিদ্ধ।
দীর্ঘাড়ি	কলিকাতা	কবি হারুঠাকুর হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী, সিমলনিবাসী কালীচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গীর পুত্র।

ভরদ্বাজ গোত্র।—

গাই।	বাসস্থান।	প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।
সাহুরী	বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় অনেক স্থান।	মহামহোপাধ্যায় শূলপাণিস্মার্ত্ত চূড়ামণি।
ডিংসাই	রাঢ়দেশের সর্ব্বত্র। নদীয়া জেলায় গঙ্গুরিয়া। বটেশ্বর, বিড়ালদিয়া, আমগ্রাম, খালিয়া, ইছাপুরী, কোলা, জীবসরা, বরধূল। হাওড়ার শিবপুর।	ঈশ্বর চন্দ্র ন্যায়রত্ন, ভবানীচরণ বিদ্যালঙ্কার, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য তর্করত্ন, দয়ারাম ন্যায়রত্ন, কৃপারাম তর্করত্ন, কৃপারাম সিদ্ধান্ত, ভৈরবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ, তারাচরণ সার্ব্বভৌম, যদুনাথ ন্যায়ালঙ্কার, রমাপতি ন্যায়রত্ন, পূর্ণচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি ডিংসাই শ্রোত্রিয়। শিবপুরের জমিদার চৌধুরীরা।

কাশ্যপ গোত্র।—

গাঁই	বাসস্থান	প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।
পাকড়া	খুলনার সেনহাটী, ঘাটভোগ বেন্দাগ্রাম, ত্রিপুরার মেহেরগ্রাম পাবনার স্থল বসন্তপুর, নদীয়ায় ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও যশোহর জেলার অনেক স্থান।	স্থলের জমিদার-বংশ পাকড়াশীরা প্রসিদ্ধ।
পোষলা	নদীয়া জেলায় জয়রামপুর, রঘুনাথ-পুর, ঢাকার ব্রজযোগিনী, চাঁদপ্রতাপ, ভাওয়াল, মহাদেবপুর, বোয়ইল, জয়দেবপুর, সোমভাগ প্রভৃতি গ্রাম।	ভাওয়ালের জমি-দার পুষিলালবংশ প্রসিদ্ধ।
পালধি	হুগলী জেলায় ত্রিবেণী, বর্দ্ধমানের চুপী, রাজগাছী মামুদপুর গোদা-গোবিন্দবাটী, অকালপৌষ, ডাঁইহাট মেটিরী। ২৪পরগণায় মুলটীগ্রাম। নদে জেলায় উলা।	ত্রিবেণীনিবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চা-নন বিখ্যাত ব্যব-স্থাপক পণ্ডিত। চুপীর দেওয়ান উপাধিধারী জমি দার বংশ রঘুনাথ রায় দেওয়ান। মুলটীর সর্ব্বেশ্বর বিদ্যানিধি।

কাশ্যপ গোত্র।—

গাঁই।	বাসস্থান	প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।
সিমলাই	খুলনার সেনহাটী, বাণপুর, নদীয়ার কৃষ্ণনগর, মামজোয়ান।	মামজোয়ানের গ্রাম চরণ সরকার প্রসিদ্ধ ব্যবস্থা দর্পণ প্রণেতা। মহাপ্রভুচৈতন্য-দেবের সন্ন্যাসের গুরু কেশবভারতী এই সিমলাই গাঁই।
অম্বুলী	ঢাকার কাইচাইল, ফরিদপুরের চান্দুনা, ত্রিপুরার বিষ্ণাকুটগ্রাম; উত্তররাঢ় ও কাটোয়ায়।	
পাড়ীর	সিমলাগড়, বড়িষা বেহালা, সেকু-ফানি, খুলনার আড়োসাড়া গ্রাম।	
হড় ও গুড়	নদেজেলায় শিকুই; ইছাপুর, গোবর ডাঙ্গা, গদখালি, মহেশপুর, সেনহাটী, বাগআঁচড়া, নিছানি, চেঁউটে পরগণা।	
কোয়ারি (ধ্রুবানন্দ মিশ্র মতে পরাশর গোত্র সাত শতী)।	যশোহর জেলায় আকরা গ্রাম।	

সাবর্ণ গোত্র

গাঁই।	বাসস্থান	প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।
নন্দিয়াল (নন্দীগ্রাম)	মেদিনীপুর জেলায় জাড়াগ্রাম, নদেরবাদকুল্লা, বাদকুল্লার চাঁচড়, হুগলীর বাজুয়াগ্রাম।	জাড়ার রায়গোষ্ঠী, বাদকুল্লার রায়েরা, প্রসিদ্ধ।

বাৎস্য গোত্র।—

গাঁই।	বাসস্থান।	প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।
শিমলী (শিমলাল)	নদের মহেশপুর, বেজপাড়া।	মহেশপুরের ভট্টাচার্য্যেরা বেজপাড়ার হাজরারা প্রসিদ্ধ। বঙ্গের জাতীয়-ইতিহাস সম্বন্ধনির্ণয় প্রণেতা লালমোহন বিদ্যানিধি।
পিপ্পলী (পিপলাই)	হালিসহর, বরিশাল, নপাড়া শান্তিপুর, মহেশ।	শান্তিপুরের উড়ে গোস্বামীরা পিপলাইগাঁই শ্রোত্রিয়।
মহিন্তা	বিক্রমপুর, খুলনা, কুতুলগাছী জয়রামপুর, সুখসাগর, শিবনিবাস, সুবর্ণপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, নারাণপুর, বাদকুল্লা, হরিদ্পুর, হরধাম, আন্দুলে, মুড়াগাছা, যশোরের আঁধারকোটাগ্রাম, কলিকাতা।	কলিকাতা বহুবাজারের মতিলালেরা প্রসিদ্ধ

বাৎস্য গোত্র।—

গাঁই।	বাসস্থান।	প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।
কাঞ্জারী	যশোহর জেলার সারলগ্রাম, নদীয়া জেলার ধর্ম্মদহ, বহিরগাছী শিমলা, বাগআঁচড়া, খুলনাজেলায় সেনহাটী।	কৃষ্ণনগরের রাজার গুরুবংশ সারলের কাঞ্জারীরা।
দীঘল (ধ্রুবানন্দ মিশ্র মতে বশিষ্ঠগোত্র সাতশটী)	কলিকাতা চোর বাগান।	দত্তকচন্দ্রিকাকার রঘুমণি বিদ্যাভূষণ তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

নন্দনী ত্রিকুল থাক।

কুলীন ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যখন মেলবন্ধন লইয়া আদান প্রদানে সংকীর্ণতা উপস্থিত হয়, তখন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মকরন্দবন্দ্যর ত্রয়োদশ উত্তরপুরুষ বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশ্যপগোত্রীয় বাঙ্গালচট্টর ত্রয়োদশ উত্তরপুরুষ মথুরনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় উৎসাহমুখর ত্রয়োদশ উত্তরপুরুষ নন্দন মুখোপাধ্যায় মিলিত হইয়া তিনজনে একটী থাকে বদ্ধ হয়েন। এবং তাঁহারা পরস্পরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এই নিয়ম করেন, যে তাঁহারা সন্তান পরম্পরায় এই তিনঘরে পরস্পরের সহিত আদান প্রদান

করিবেন। অভাব ঘটিলে এই থাকের বাহিরে পুত্রের বিবাহদিলে ও দিতে পারিবেন, কিন্তু কন্যার বিবাহ অন্যত্র দিলে তিনি দলচ্যুত হইবেন। তিন গোত্রের তিন গাঁঞিঃ ব্রাহ্মণের যোগে ও নন্দনমুখের যত্নে এই দল গঠিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নন্দনী ত্রিকুলী থাক হইয়াছে।

মথুরানাথ চট্টর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কমলাকন্তচট্ট ফুলমেল ভুক্ত ছিলেন। ইহাঁদিগের পিতা রঘুনাথচট্ট বিবাহদোষে ভঙ্গ হইয়াছিলেন বলিয়া, কমলাকান্তচট্ট অবশেষে ত্রিকুলীথাকে যোগ দেন। ইহাঁর বংশধরদিগকে আর কোন মেলের পরিচয় দিতে হয় না।

বন্দ্য, মুখ ও চট্টে ত্রিকুলীথাক গঠিত। ইহাঁদের মধ্যে কুলীন (স্বভাব বা ভঙ্গ) ও বংশজ নাই। মেলবন্ধনের মধ্যে কেহ নহেন, সেকারণ ইহারা সকলেই কুলীন। কুলাচার্য্য ঘটকদিগের আধিপত্যের হস্ত হইতে ত্রিকুলীরা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

দেবীবর ঘটকের কুলপ্রথা প্রচলনের বহুপরে এবং বহুবিবাহ প্রথা প্রচলনের কালে রাঢ়ীশ্রেণী মধ্যে এই একটী নব থাকের সৃষ্টি হইয়াছে। এই থাকের ব্রাহ্মণের সংখ্যা সীমাবদ্ধ।

হুগলী জেলার সেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, চাতরা প্রভৃতি গ্রামে ২৪পরগণার পলতা প্রভৃতি স্থানে ও হাওড়া জেলার শিবপুর গ্রামে এই থাকের ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বহুবিবাহ।

"দোষ দেখি কুল করে একি চমৎকার ;
অজ্ঞান কুলীনপুত্র বুঝে হয় সার।" (ধ্রুব,পঞ্চানন)

রাজা বল্লালসেন নবধাকুললক্ষণ ও দশবিধ কুলঘ্নদোষ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে রাজা কংসনারায়ণ ব্রাহ্মণের কুলমর্য্যাদার বিচার করিয়া পঁচিশটী কুলঘ্ন দোষ স্থির করিয়া দেন। দেবীবর ঘটকের সময় সকল কুলীনই কোন না কোন কুলঘ্ন দোষে দূষিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একারণ তাঁহাকে দোষ দেখিয়া কুলীনগণ মধ্যে দোষের মেল করিয়া মেলবন্ধ করিতে হইয়াছিল।

যাঁহারা কুলঘ্ন দোষে দূষিত হইয়া বংশজে পরিণত হইয়াছিলেন, যাঁহারা শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিয়া বংশজ হইয়াছিলেন, কিংবা যাঁহাদিগের বংশে পরিবর্ত্তের বিহীনত্ব ঘটিয়াছিল, তাঁহারা কুলীনকে কন্যাদান করিতে পারিলে তাঁহাদিগের বংশের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ মনে করিতেন। আবার এ দিকে দেবীবর যে যে দোষ লইয়া মেলবন্ধ করেন, সেই সেই ঘরে আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন; অল্পঘর লইয়া মেলবন্ধ হওয়াতে স্ব স্ব মেলে আদান প্রদান অনেক সময়ে দুর্ঘট হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বমেলীতে কার্য্য না করিয়া অমেলীতে কার্য্য করিলে মেলচ্যুতি ঘটিবে বলিয়া ঘটকেরা প্রতিযোগী মেল নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেও কুলীনদিগের মধ্যে পাত্রাভাব ঘটিতে লাগিল। মেলচ্যুতি ভয়ে এক পাত্রে বহুকন্যা

অর্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে 'কুল' 'কুল' করিয়া বহুবিবাহ প্রবর্ত্তিত হইল।

এই বহুবিবাহ পরবর্ত্তীকালে ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। যখন বংশজ ব্রাহ্মণেরা কুল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন, তাঁহারা কোন কুলীনের বহুপুত্র থাকিলে, অর্থবলে সেই কুলীনকে হস্তগত করিয়া তাহার কোন এক পুত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতেন। এ বিবাহে সেই বংশজ ব্রাহ্মণের কুলগৌরব বৃদ্ধি পাইত। আর কুলীনের যে পুত্রটী বংশজকন্যা বিবাহ করিতেন তাঁহারাই কেবল কুলক্ষয হইত, তাঁহার সহোদরগণের কিংবা তাঁহার পিতার কুলক্ষয় ঘটিত না। এই বংশজকন্যা বিবাহকারী কুলীন স্বকৃতভঙ্গ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতেন। এই স্বকৃতভঙ্গের অতঃপর বংশজকন্যা বিবাহে আর আপত্তি থাকিত না। কুল ভঙ্গ করিয়া, কুলীনকে কন্যাদান করা বহুব্যয়সাধ্য; এজন্য সকল বংশজের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠিত না। কিন্তু স্বকৃতভঙ্গ কুলীনেরা কিঞ্চিৎ পাইলেই সেই বংশজদিগকে চরিতার্থ করিতে প্রস্তুত হইতেন, এই সুযোগে বংশজেরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিতে ব্যগ্র হইতেন। এ দিকে বিবাহিতা স্ত্রীর কোন ভার লইতে হইবে না, অথচ আপাততঃ কিঞ্চিৎ লাভ হইতেছে ভাবিয়া স্বকৃতভঙ্গেরা বংশজ-কন্যা বিবাহে আর অসম্মত থাকিতেন না।

ভঙ্গকুলীনদিগের মধ্যে স্বসমান পর্য্যায়ের ব্যক্তিদিগকে কন্যা দান করিতে হইবে এইরূপ নিয়ম থাকায়, যে সকল স্বকৃতভঙ্গের

অবিবাহিতা কন্যা ছিল, তাঁহারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিতে থাকেন। স্বকৃতভঙ্গের পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির পক্ষেও স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করা শ্লাঘার বিষয়, এজন্য তাঁহারা সবিশেষ যত্ন করিয়া স্বকৃতভঙ্গ পাত্রে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে একজন স্বকৃতভঙ্গ কুলীন ৬০। ৭০টী পর্য্যন্ত বিবাহ করিতেন। পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহপুস্তকে হুগলীজেলার যেসকল ব্রাহ্মণ অধিক সংখ্যক বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম, গ্রাম, বয়স ও বিবাহ সংখ্যা উল্লেখ করিয়া একটা তালিকা দিয়াছেন। সে তালিকা যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম।

স্বকৃতভঙ্গের পুত্রেরাও এবিষয়ে স্বকৃতভঙ্গ অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট নহেন। পূর্ব্বে বংশজকন্যা গ্রহণ করিলে কুলীন এককালে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইয়া হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতেন, ইদানীং পাঁচপুরুষ পর্য্যন্ত ভঙ্গকুলীন বলিয়া গণ্য ও মান্য হইয়া থাকেন।

যে সকল হতভাগা কন্যা স্বকৃতভঙ্গ বা দুপুরুষিয়া পাত্রে অর্পিত হইত তাহাদিগকে যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাস করিতে হইত। কারণ বিবাহকর্ত্তা মহাপুরুষেরা কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া কন্যাকর্ত্তার কুল-রক্ষা বা বংশের গৌরববর্দ্ধন করিতেন বলিয়া তাঁহাকে বিবাহিতা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের অথবা ভরণপোষণের ভার বহন করিতে হইত না। এই সকল কুলীন মহিলার পুত্র হইলে তাহারা দুপুরুষিয়া বা তিনপুরুষিয়া বলিয়া গণ্য ও পূজনীয় হইতেন। তাহাদিগের প্রতিপালন ও উপনয়নান্ত সংস্কার সকল মাতুলদিগকে করিতে

হইত। কুলীন পিতা কখন তাহাদিগের কোন সংবাদ লইতেন না তবে অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারের সময় নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইলে এবং কিছু লাভের আশা থাকিলে আভ্যুদায়িক করিয়া যাইতেন। উপনয়নের পর পিতার নিকট পুত্রের বড় আদর হইত। তিনি সঙ্গতিপন্ন বংশজদিগের বাটীতে তাহার বিবাহ দিতে আরম্ভ করিতেন এবং পণ গণ প্রভৃতি দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হইতেন। বিবাহের সময় মাতুলদিগের আর কোন অধিকার থাকিত না। পুত্র যতদিন অল্পবয়স্ক থাকিত ততদিন পিতার এই লাভজনক ব্যবসায় চলিত, পরে পুত্রের চক্ষু ফুটিলে সে আপন ইচ্ছায় বিবাহ করিতে আরম্ভ করিত এবং বিবাহ করিয়া পণ গণ প্রভৃতি যাহা পাইত, তাহা আর কাহাকে দিত না।

পিত্রালয়বাসা কুলীনমহিলাদের কন্যাসন্তান জন্মিলে তাহার নাড়ীচ্ছেদ অবধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া মাতুলদিগকে সম্পন্ন করিতে হইত। পুত্রসন্তানের বিবাহের পূর্ব্বে পিতা তাহার সংবাদ লইতেন, এমন কি তাহাকে দখল করিয়া বসিতেন, কিন্তু কন্যাসন্তানের কোন খোঁজখবরই রাখিতেন না। কুলীনকন্যার বিবাহ ব্যয়সাধ্য বলিয়া, বিবাহ সময়ে কন্যার পিতা একেবারে নিরুদ্দেশ হইতেন। কুলীন ভাগিনেয়ী, যথাযোগ্য পাত্রে অর্পিতা না হইলে বংশের গৌরবহীন হয়, এজন্য মাতুলেরা ভঙ্গকুলীনের কুলমর্য্যাদার নিয়ম অনুসারে ভাগিনেয়ীদিগের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই সকল কন্যারাও স্ব স্ব জননীর ন্যায় নামে মাত্র বিবাহিত হইয়া মাতুলালয়ে কালযাপন করিতেন। অনেক অজ্ঞকুলীন সন্তানকে মাতুলালয়ে বাস বলিয়া গর্ব্ব করিতে শোনা গিয়াছে।

যে সকল দরিদ্র বংশজ অর্থাভাবে স্বকৃতভঙ্গকে বা তাঁহার সন্তানকে কন্যাদান করিতে পারেন নাই কিংবা অর্থ দিয়া কুলাচার্য্য ঘটকগণের সম্মান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা কুলবেদ অনুসারে আর সমাজে উঠিতে পারেন নাই। যদি সাত আট পুরুষ মধ্যে তাঁহাদের আর কুল করা না ঘটে তাহা হইলে তাঁহারা সমাজে পচাবংশজ বলিয়া হেয় হইয়া পড়িতেন। ইহাদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, ইহাদিগকে পণ দিয়া কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে হইত। এমন কি অনেকের বিবাহ হইত না, চিরজীবন অবিবাহিত অবস্থায় কাটাইতে হইত। ঘটকের ছলনায় অনেক বংশজ ব্রাহ্মণের জাতিপাত ঘটিয়াছিল।

মেলবন্ধনের পূর্ব্বে কুলীনদিগের আট ঘরে পরস্পর আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। ইহাকে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ বলিত।

"পূর্ব্বে ছিল সর্ব্বদ্বারী নাম আছে সারি সারি
পরিবর্ত্ত কুলীনে শ্রোত্রিয়ে।" (মুলপঞ্চানন)

বারেন্দ্রসমাজেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল সেরূপ ঘটে নাই। রাঢ়ীয় কুলীনাভিমানী কোন ব্রাহ্মণকে বারইয়ারীর চাঁদা দিবার জন্য ১২ টাকায় একটি বিবাহ করিতে শোনা গিয়াছে, কিন্তু বারেন্দ্র-শ্রেণী মধ্যে এরূপ কোন বদনামের কথা শোনা যায় নাই।

সে যাহা হউক যে সকল সহৃদয়ব্যক্তি সামাজিকতত্ত্ব আলোচনা করেন, কুলীনের বহুবিবাহে এবং বংশজপাত্রের বিবাহাভাবে অধুনা ব্রাহ্মণসমাজে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা আনয়ন করিয়াছে, তাঁহারা তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন ও পারিবেন।

এখন বহুবিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়, কুলীন শ্রোত্রিয় বা বংশজকন্যা বিবাহ করিতেছেন, কিন্তু কন্যাকে এখনও শ্রোত্রিয় বা বংশজপাত্রে অর্পণ করিতেছেন না। এ বিষয়ে কুলীন মাত্রেই ভুক্তভোগী, সুতরাং এই বিপদ নিরসনের উপায় নির্দ্ধারণেই তাঁহারাই যত্নবান হউন এই প্রার্থনা।

"মেলের কৌলীন্যে কত মলিনতা দেখি।
তাই বলি কন্যাগত কুল নাহি রাখি॥
পুত্রগত কুলে রক্ষা হয় কিছু ধর্ম্ম।
কুলীনে শ্রোত্রিয়ে পালটী ছিল কুলকর্ম্ম॥
ইহা দেখি লক্ষ্মণ বাঁধিল সপর্য্যায়।
দেবীমতে অদত্তাকন্যা পিতৃপর্য্যায়" (নূলোপঞ্চানন)

বহুবিবাহকারিগণের তালিকা।

হুগলী জেলার ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম।

নাম	বিবাহ	বয়স	গ্রাম।
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০টী	৫৫ বৎসর	বসো
ভগবান চট্টোপাধ্যায়	৭২ ,,	৬৪ ,,	দেশমুখো
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২ ,,	৫০ ,,	তাজপুর
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০ ,,	৬০ ,,	পুখুড়া
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪ ,,	৫২ ,,	আঁকড়ি শ্রীরামপুর
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০ ,,	৪৫ ,,	তীর্ণা
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০ ,,	৫০ ,,	কোন্নগর
শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭ ,,	৪০ ,,	সাঙ্গাই
ভবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৩ ,,	৪০ ,,	জাঁইপাড়া

নাম	বিবাহ	বয়স	গ্রাম
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২ ,,	৩৪ বৎসর	কুচুঁড়িয়া
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১ ,,	৩৫ ,,	কাপসীট
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৬ ,,	৩৫ ,,	মহেশ্বরপুর
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫ ,,	৩৫ ,,	গোরাড়া
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫ ,,	৩৫ ,,	সোঁতিয়া
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫ ,,	২৫ ,,	বেলেসিকরে
কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৪ ,,	৪৫ ,,	মধুখণ্ড
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫ ,,	৫০ ,,	চুঁচুড়া
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	১২ ,,	৩০ ,,	বলাগড
প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১২ ,,	৩৬ ,,	গজা
রামকমল মুখোপাধ্যায়	১০ ,,	৪০ ,,	নিত্যানন্দপুর
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০ ,,	৪৫ ,,	ধসা
দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১০ ,,	৫০ ,,	শ্যামবাটী
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০ ,,	৪৫ ,,	আঁটুড়
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০ ,,	৩৫ ,,	বেঙ্গাই
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০ ,,	৩০ ,,	বৈতল
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৯ ,,	৩৬ ,,	যদুপুর
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮ ,,	৪০ ,,	মোল্লাই
যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৮ ,,	৩৫ ,,	বহরকুলী
মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮ ,,	২৫ ,,	সিকরে
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮ ,,	৪৫ ,,	পাতুল
দিগম্বর মুখোপাধ্যায়	৭ ,,	৩৬ ,,	রত্নপুর
দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭ ,,	৬২ ,,	মথুরা
শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭ ,,	৩৫ ,,	ভুরসুবা

নাম	বিবাহ	বয়স	গ্রাম।
রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়	৭ টী	৫০ বৎসর	আঁটপুর
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৬ ,,	৩০ ,,	বাথরচক
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬ ,,	২৬ ,,	নন্দনপুর
কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৫ ,,	৫০ ,,	সুলতানপুর
গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫ ,,	১১ ,,	আমড়াপাট
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	৫ ,,	৪০ ,,	বালিগোড়
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪ ,,	৪০ ,,	তালাই
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫ ,,	২৬ ,,	টেকরা
ভবশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫ ,,	৪০ ,,	মাজু
নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫ ,,	৩২ ,,	সন্ধিপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৫ ,,	৩০ ,,	বালিডাঙ্গা
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫ ,,	৩৬ ,,	গৌরাঙ্গপুর
ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়	৫ ,,	৩৪ ,,	নারীট

গ্রাম চিত্রশালি।

নাম	বিবাহ	বয়স।
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১ টী	৪৭ বৎসর
দুর্গাচরণ ,,	১৬ ,,	২০ ,,
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২ ,,	৫৫ ,,
মধুসূদন ,,	৫৬ ,,	৪০ ,,
তিতুরাম গঙ্গোপাধ্যায়	৫৫ ,,	৭০ ,,
বেণীমাধব ,,	৭ ,,	৫০ ,,

গ্রাম খামারগাছি।

রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০ টী	৪০ বৎসর
কৃষ্ণধন ,,	২৫ ,,	৪০ ,,

নাম	বিবা	বয়স।
মহেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	২২ টা	৩৫ বৎসর
শশিশেখর মুখোপাধ্যায়	৩০ ,,	৬০ ,,
জগচ্চন্দ্র ,,	১৫ ,,	৪০ ,,

গ্রাম বৈঁচি।

কালিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০ টা	২৮ বৎসর
সূর্য্যকান্ত ,,	৮ ,,	৪০ ,,
চূণীলাল ,,	৮ ,,	৩২ ,,
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩ ,,	৫০ ,,
মতিলাল ,,	১০ ,,	৪৫ ,,
দ্বারকানাথ ,,	১০ ,,	২৫ ,,
গোপালচন্দ্র ,,	৮ ,,	৪৫ ,,

গ্রাম বসন্তপুর।

বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭ টা	৩৪ বৎসর
চন্দ্রনাথ ,,	৬ ,,	৩০ ,,
কৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২০ ,,	৪৫ ,,
প্রতাপচন্দ্র. ,,	১০ ,,	৪০ ,,
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯ ,,	২৮ ,,

গ্রাম ভৈটে।

পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়	২০ টা	৪০ বৎসর
সূর্য্যকান্ত ,,	১৫ ,,	৩৫ ,,
ভুবনমোহন ,,	১৫ ,,	২০ ,,

নাম	বিবাহ	বয়স।
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০টী	৩০ বৎসর
অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২০ „	৪৫ „

গ্রাম চন্দ্রকোণা।

নাম	বিবাহ	বয়স
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৬ টী	২২ বৎসর
সীতারাম „	৫ „	৩৫ „
রামধন „	৫ „	৪০ „
ব্রজরাজ চট্টোপাধ্যায়	১২ „	২৫ „

গ্রাম মালিপাড়া।

নাম	বিবাহ	বয়স
অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫ টী	৩০ বৎসর
মোহিনীমোহন „	১২ „	৩০ „
সাতকড়ি „	১২ „	৪০ „
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৮ „	৪০ „

গ্রাম গরলগাছা।

নাম	বিবাহ	বয়স
হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩ টী	৪০ বৎসর
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	১১ „	৩০ „
রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	২০ „	৫০ „

গ্রাম ভঞ্জপুর।

নাম	বিবাহ	বয়স
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	১১ টী	৬৫ বৎসর
রামচাঁদ „	৮ „	৪০ „
ঈশ্বর চন্দ্র „	৭ „	৩২ „

গ্রাম জয়রামপুর।

নাম	বিবাহ	বয়স
রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২ টী	২৮ বৎসর
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	১৭ „	৪৮ „

নাম	বিবাহ	বয়স।
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	৮ ,,	৩২ বৎসর

গ্রাম ভুঁইপাড়া।

নাম	বিবাহ	বয়স।
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০ টী	৬০ বৎসর
অঘোর নাথ ,,	৫ ,,	৩৬ ,,
কালিদাস ,,	১১ ,,	৪০ ,,

গ্রাম ক্ষীরপাই।

নাম	বিবাহ	বয়স।
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০ টী	৫১ বৎসর
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪ ,,	৩১ ,,

গ্রাম কৃষ্ণনগর।

নাম	বিবাহ	বয়স।
কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২ টী	৩২ বৎসর
দ্বারকানাথ ,,	৫ ,,	

গ্রাম রঞ্জিতবাটি

নাম	বিবাহ	বয়স।
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০ টী	৪০ বৎসর
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৬ ,,	২০ ,,

গ্রাম তাঁতিশাল।

নাম	বিবাহ	বয়স।
শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২ টী	৩০ বৎসর
আশুতোষ ,,	১১ ,,	১৮ ,,

গ্রাম গুড়ুপ।

নাম	বিবাহ	বয়স।
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮ টী	৪০ বৎসর
দিগম্বর ,,	৮ ,,	৩৫ ,,

গ্রাম পাতা।

নাম	বিবহ	বয়স।
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫ টী	২৪ বৎসর
যদুনাথ ,,	১৫ ,,	২২ ,,

গ্রাম শ্যামবটী

দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১০ টী	৫০ বৎসর
হরিশ্চন্দ্র ,,	৮ ,,	৬০ ,,

গ্রাম মোগলপুর।

শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬ টী	৩০ বৎসর
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫ ,,	৩২ ,,

গ্রাম বিদ্যাবতীপুর।

লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১০ টী	২৫ বৎসর
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০ ,,	৪৫ ,,

গ্রাম দেওড়া।

কার্ত্তিকেয় মুখোপাধ্যায়	১২টী	৩০ বৎসর
গণেশচন্দ্র ,,	৮ ,,	২০ ,,

গ্রাম নতিবপুর।

তিতুরাম মুখোপাধ্যায়	১২টী	৪০ বৎসর
কুড়ারাম ,,	৭ ,,	৩২ ,,

গ্রাম বরদা।

নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৫টী	৪৩ বৎসর
সূর্য্যকুমার ,,	৫ ,,	২৬ ,,

গ্রাম নপড়া।

নাম	বিবাহ	বয়স।
কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯টী	৩০ বৎসর
শরচ্চন্দ্র ,,	৫ ,,	১৯ ,,

গ্রাম বরিজহাটী।

তারাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩০টী	৩৫ বৎসর
কেদার নাথ ,,	৮ ,,	৩২ ,,

গ্রাম দণ্ডিপুর।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৪০টী	৫৫ বৎসর
মহেন্দ্রনাথ ,,	৫ ,,	১৮ ,,

গ্রাম মাহেশ।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১০টী	৩৭ বৎসর
কেদারনাথ ,,	১৭ ,,	৩২ ,,

গ্রাম তারকেশ্বর।

মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	৫টী	৪১ বৎসর
ঈশ্বরচন্দ্র ,,	৫ ,,	৩৫ ,,

গ্রাম গৌরহাটী।

নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬টী	৪৪ বৎসর
গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫	৩০ ,,

গ্রাম সিয়াখালা।

কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪টী	২১ বৎসর
কৈলাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০ ,,	৪০ ,,

গ্রাম পশপুর।

নাম	বিবাহ	বয়স।
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫টী	৩২ বৎসর
কালীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫ ,,	২৫ ,,

গ্রাম জনাই।

মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০টী	৬০ বৎসর
ভোলানাথ ,,	৫ ,,	৫০ ,,
চন্দ্রকান্ত ,,	৫ ,,	৬৪ ,,
ত্রৈলোক্যনাথ ,, (১ম)	৪ ,,	৪৫ ,,
ত্রৈলোক্যনাথ ,, (২য়)	৪ ,,	২৭ ,,
ত্রিপুরাচরণ ,,	৩ ,,	৩১ ,,
কালীপদ ,,	৩ ,,	৫০ ,,
মাধবচন্দ্র ,,	৩ ,,	৩৫ ,,
নবকুমার ,,	৩ ,,	৪৩ ,,
কালীকুমার ,,	৩ ,,	৫৫ ,,
হরানন্দ ,,	৩ ,,	৬০ ,,
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০ ,,	২৯ ,,
শ্যামাচরণ ,,	৪ ,,	১৮ ,,
নীলকণ্ঠ ,,	৪ ,,	৫০ ,,
সীতানাথ ,,	৩ ,,	২৯ ,,
কালীপদ ,,	৩ ,,	৪০ ,,
আনন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৭ ,,	৫৫ ,,
দ্বারকানাথ ,,	৫ ,,	৩২ ,,
কালিদাস ,,	৩ ,,	২৬ ,,

নাম	বিবাহ	বয়স
দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৩টী	১৯ বৎসর
নীলমণি ,,	৩ ,,	৪৫ ,,
চন্দ্রনাথ ,,	৩ ,,	৫০ ,,
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	৪ ,,	২৬ ,,
ক্ষেত্রমোহন ,,	৬ ,,	৪০ ,,
শ্রীনাথ ,,	৩ ,,	৪৩ ,,

জনাই গ্রামবাসী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ২টী বিবাহ করিয়াছিলেন।

চট্টোপাধ্যায়।—প্যারীমোহন, চন্দ্রকুমার (১ম) ও চন্দ্রকুমার (২য়)।

মুখোপাধ্যায়।—সূর্য্যকুমার, চন্দ্রকুমার, হরিনাথ, ভোলানাথ, দীননাথ (১ম), বিশ্বম্ভর, প্যারীমোহন, কেদারনাথ, গোবীচরণ, ভগবানচন্দ্র, কামাখ্যানাথ, কালিদাস, নবীনচন্দ্র, দীননাথ (২য়), বিশ্বেশ্বর, ও মহেন্দ্রনাথ।

বন্দ্যোপাধ্যায়।—ভোলানাথ, সীতানাথ, রমানাথ, রাজমোহন, রামকুমার, যদুনাথ, নবীনচন্দ্র, কালীমোহন, নন্দলাল, গোপালচন্দ্র, প্রিয়নাথ ও যোগেন্দ্রনাথ।

গঙ্গোপাধ্যায়।—কালীকুমার, আশুতোষ, দ্বারকানাথ, হরিহর, প্যারী-মোহন, যদুনাথ ও চন্দ্রকুমার।

এ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, "মেলচ্যুতি ভয়ে একপাত্রে বহুকন্যা অর্পিত হইতে লাগিল।" রাঢ়ীয় সমাজে কি শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিল নিম্নের গানটী পাঠে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কিবা মেল বেঁধেছেন দেবীবরে, দিলে পিসী ভাইঝি একই বরে।
আমি পিসী বলতাম্ পিসীমাকে, ঠাকুরপিসে বলতাম্ যাকে,
এখন কি বলে কি বলি তাকে, ভাবি তাই।
একবার মনে ভাবি, যদি ভাল মানুষ পাই,
দিয়ে দেবীবরের মুখে ছাই, ত্বরা চলে কাশী যাই;
এমন পিসী ভাইঝির ভাগ বাটোয়ার কাজ নাই॥

চতুর্থ অধ্যায়।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বারেন্দ্রশ্রেণী।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে সময় আদিশূরপুত্র ভূশূর মগধাধিপতি রাজা ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন(দিনাজপুর) হইতে বিতাড়িত হয়েন, তখন তিনি পঞ্চগোত্রীয় ক্ষিতীশাদির পঞ্চপুত্র ভট্টনারায়ণাদি সহ রাঢ়ে আগমন করিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। তদ্‌সহাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরেরা রাঢ়ীয় নামে খ্যাত হন।

পঞ্চগোত্রীয় ক্ষিতীশাদির দামোদর প্রভৃতি অষ্টাদশ পুত্র বরেন্দ্রভূমি পরিত্যাগ না করিয়া পালবংশীয় রাজাদিগের আশ্রয়ে বরেন্দ্রভূমেই বাস করিতে লাগিলেন তাহারাই বারেন্দ্র নামে খ্যাত হইলেন। (তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখ।)

"দামোদরাদয়ো যে তু পূর্ব্ববাসং ন তত্যজুঃ।
বরেন্দ্রদেশবাসিত্বাৎ তে বারেন্দ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥"

এইরূপে ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে (বঙ্গভূমে)—পালবংশের আশ্রয়ে বরেন্দ্রভূমে এবং শূরবংশের আশ্রয়ে রাঢ়দেশে বাস করিতে লাগিলেন।

ভট্টনারায়ণ, দামোদর, শৌরি, বিশ্বেশ্বর ও শঙ্কর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশের পুত্র পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। মহেশ্বররচিত

নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, যে "দামোদরোহি বরেন্দ্রদেশে বসতিত্বাদ্বারেন্দ্র ইতি বিখ্যাতঃ। শৌরির্দাক্ষিণাত্যঃ। (বিশ্বেশ্বর) বিশ্বম্ভরোবেদবিহিতত্বাৎ বৈদিকঃ। শঙ্করোহি পাশ্চাত্যঃ ভট্টনারায়ণো রাঢ়ী রাঢ়দেশবসতিত্বাৎ।"—দামোদর বারেন্দ্র, শৌরি দাক্ষিণাত্য, বিশ্বম্ভর বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য ও ভট্টনারায়ণ রাঢ়ী গণ্য হন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সন্তানেরা পরবর্ত্তী কালে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকিবেন।

পালবংশাবসানে যখন সেনবংশ গৌড়ের রাজা হয়েন, তখন বল্লালসেনের আশ্রয়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণী স্থান প্রাপ্ত হয়েন। বল্লাল-বারেন্দ্রদিগের কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন।

ইনি যে সময় গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন তখন ব্রাহ্মণের সংখ্যা বরেন্দ্র দেশে * সাড়ে তিনশত ও রাঢ়দেশে চারিশত হইয়া ছিল। রাজা বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণের সদাচার-সম্পন্ন একশত ব্রাহ্মণকে বরেন্দ্রভূমে রাখিয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের পঞ্চাশজনকে মগধে, যাটজনকে ভোটে, যাটজনকে রভঙ্গে, চল্লিশ-জনকে উৎকলে আর চল্লিশজনকে মৌড়াঙ্গে পাঠাইয়া দেন।

* "পদ্মানদ্যাঃ পূর্ব্বধারে ব্রহ্মপুত্রস্য দক্ষিণে।
বরেন্দ্র সংজ্ঞকো দেশো নানা নদনদীযুতা॥
শতার্দ্ধ যোজনৈর্যুক্তো দেশো দর্ভাদি সংযুতঃ।
উপবঙ্গ সমীপে চ চ দক্ষিণে॥"

পশ্চিমে পদ্মানদীর পূর্ব্বধার হইতে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম ধার এবং মালদার দক্ষিণ সীমাবধি বরেন্দ্রদেশ নামে খ্যাত। এক সময় ইহাকে ইন্দ্ররাজ্য বলিত। আদিশূরের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (দিনাজপুর) ইহার অন্তর্গত ছিল।

যে একশত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রভূমে রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক বাসের অনুজ্ঞা পাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে রাজা নবধা কুল-লক্ষণাদির বিচার করিয়া কুলীন, সৎশ্রোত্রিয় ও কষ্টশ্রোত্রিয়ে বিভাগ করেন। ৮ জন ব্রাহ্মণ কুলীন, ৮ জন সৎশ্রোত্রিয় ও ৮৪ জন কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হন। এই একশত ব্রাহ্মণ ভিন্নভিন্ন গ্রামে বাসহেতু একশত গাঁইতে পরিণত হন।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের গাঁইর উৎপত্তি, রাজা ভূশূরপুত্র ক্ষিতি-শূরের সময় হইয়াছিল পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বারেন্দ্র-শ্রেণীর গাঁইর উৎপত্তি, রাজা বল্লালসেন ও তৎপরবর্ত্তীকালে হইয়াছে এরূপ মনে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

একশত গাঁই।

শাণ্ডিল্যে ১৪, কাশ্যপে ১৮, বাৎস্যে ২৪, সাবর্ণে ২০ ও ভরদ্বাজ গোত্রে ২৪ গাঁই।

গাঁই।

শাণ্ডিল্য গোত্র—১। রুদ্রবাগ্‌ছি, ২। লাহেড়ি, ৩। সাধুবাগছি, ৪। চম্পটী, ৫। নন্দনাবাসী, ৬। কামেন্দ্র, ৭। সিহরী, ৮। তাড়োয়াল, ৯। বিশী, ১০। মৎস্যাসি, ১১। চম্প, ১২। স্বর্ণতোটক, ১৩। পূষাণ, ১৪। বেলুড়ি।

কাশ্যপ—১। মৈত্র, ২। ভাদুড়ি, ৩। করঞ্জ, ৪। বালয়ষ্ঠি, ৫। মোধা, ৬। বলিহারী, ৭। মোয়ালী, ৮। কিরল, ৯। বীজকুঞ্জ, ১০। শরগ্রামী, ১১। সহগ্রামী, ১২।কটিগ্রামী, ১৩। মধ্যগ্রামী, ১৪। মঠগ্রামী, ১৫। গঙ্গাগ্রামী, ১৬। বেলগ্রামী, ১৭। চমগ্রামী, ১৮। অশ্রুকোটী।

বাৎস্য—১। সান্ন্যাল (সঙ্গামিনী), ২। ভীমকালী, ৩। ভট্টশালী, ৪। কামকালী, । কুড়ম্ব (কুড়মুড়ি), ৬। ভাড়িয়াল. ৭। লক্ষ, ৮। জামরুখী, ৯। সিমলী, ১০। ধোসালি, ১১। তানুরি, ১২। বৎগ্রামী. ১৩। দেউলী, ১৪। নিদ্রালী, ১৫। কুকুটী, ১৬। বোড়গ্রামী, ১৭। শ্রুতবটী, ১৮। অক্ষগ্রামী, ১৯। সাহরি, ২০। কালী, ২১। ভীমকালীহাই, ২২। পৌণ্ড্রকালী, ২৩। কালিন্দী, ২৪। চতুরাবন্দী।

সাবর্ণ—১। সিংদিয়াড়, ২। পাকড়ী, ৩। দধি, ৪। শৃঙ্গী, ৫। মেদড়ি. ৬। উন্ধুড়ি, ৭। ধুন্ধড়ি, ৮। তাড়োয়ার, ৯। সেতু, ১০। নৈগ্রামী, ১১। নেধুড়ি, ১২। কপালী, ১৩। টুণ্টুরী, ১৪ পঞ্চবটী, ১৫। খণ্ডবটী, ১৬। নিকড়ি, ১৭ সমুদ্র, ১৮। কেতু, ১৯। যশ, ২০। শীতলী।

ভরদ্বাজ—১। ভাদড়, ২। লাড়ুলি, ৩। ঝম্পটি (ঝামাল), ৪। আতুথি, ৫। রাই, ৬। রত্নাবলী, ৭। উচ্ছরখী, ৮। গোচ্ছাসি, ৯। বাল, ১০। শ্রাকটি, ১১। শিম্বি,

১২। বহাল, ১৩। সরিয়াল, ১৪। ক্ষেত্র, ১৫। দধিয়াল, ১৬। পুতি, ১৭। কাছটি, ১৮। নন্দী, ১৯। গোগ্রামী, ২০। নিয়মটী, ২১। পিপ্পলী, ২২। শৃঙ্গ, ২৩। খোর্জার, ২৪। গোস্বালম্বি।

রাঢ়ীশ্রেণীর ৫৬ গাঁইর নাম ভিন্ন ভিন্ন ঘটকের পুস্তকে যেরূপ কিছু কিছু ভিন্ন, বারেন্দ্রশ্রেণীর ১০০ গাঁই মধ্যেও সেইরূপ কিছু কিছু ভিন্ন দৃষ্ট হয়। যথা—

শাণ্ডিল্য গোত্রে—কামেন্দ্র, তাড়োয়াল, সুবর্ণতোটক স্থানে কালিন্দী, চট্টগ্রামী ও সুবর্ণকোটী গাঁই;

কাশ্যপগোত্রে—মোধা, মঠগ্রামী গঙ্গাগ্রামী স্থানে ধোসক, ভদ্রগ্রামী ও পরেশ গাঁই;

বাৎস্যগোত্রে—সমলা, বৎগ্রামী, অক্ষগ্রামী, ভীমকালীহাই স্থানে সিতলী, বাৎস্যগ্রামী, চাক্ষুষগ্রামী ওকালীহর গাঁই;

সাবর্ণগোত্রে—সিংদিয়াড়, দধি, মেদড়ী, তাড়োয়ার, নৈগ্রামী, টুট্টুরী, শীতলী স্থানে সিংহডালক, ভুষী, পেটড়, তাতোষা, পুণ্ডরীক, পুষ্পশোভা ও লোমগাঁই;

ভরদ্বাজগোত্রে—আতুথি, রাই, উচ্ছরখী, গোচ্ছাসি, বাল, শিম্বি, বহাল, সরিয়াল, দধিয়াল, কাছটী, গোগ্রামী, নিয়মটী, শৃঙ্গ, খোর্জার, গোস্বালম্বি স্থানে চামুড়ি, ঝামা, উগ্ররেখা, পিম্বীনি, বৃহতী, ঝামল, বিশালা, অস্হক, দধ্যান, রাজগ্রামী, কাঞ্চনগ্রামী, খনি, চেঙ্গা, হুরি, ও গোস্বাশিরপ গাঁইর উল্লেখ দেখা যায়।

এই সব গ্রামের ভৌগলিক স্থান নির্দ্দেশ করা কঠিন। কতক গুলি গাঁইর নাম রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীতে দেখা যায়, কিন্তু গোত্র ভিন্ন ভিন্ন। ৫৬টী গ্রামে বাসকরা হেতু রাঢ়ীশ্রেণীয় পঞ্চ-গোত্রের ৫৬ জন ব্রাহ্মণ যেরূপ ৫৬ গাঁই বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, বারেন্দ্রশ্রেণীরও সেরূপ, তবে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। রাজা বল্লালসেন একশত জন ব্রাহ্মণকে বরেন্দ্রভূমে রাখিয়া দুইশতপঞ্চাশ জনকে অন্য দেশে পাঠাইয়া দেন। সেই একশত ব্রাহ্মণ পরে একশত গ্রামীন অর্থাৎ গাঁই বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় পীতাম্বর লাহেড়ির তিন পুত্র, সাধু, রুদ্র ও লোকনাথ। সাধু ও রুদ্র বাগছিগ্রামে বাসহেতু তাঁহাদের সন্তানেরা সাধুবাগছি ও রুদ্রবাগছি নামে দুই গাঁই হইয়াছেন। আর লোকনাথের সন্তানেরা লাহেড়ি নামে পরিচিত। এইরূপ বাৎস্য গোত্রে এক কালী গ্রাম হইতে ভীমকালী, কামকালী, কালী ও ভীমকালীহাঁই গাঁই হইয়াছে। তাহা হইলে দুইটী গ্রাম হইতে চারিটী গাঁইর নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে একশত গাঁই একশত গ্রামীন্ নহে। ৯৬ খানি গ্রাম হইতে একশত গাঁই নাম হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বারেন্দ্র কৌলীন্য প্রথা।

রাজা বল্লালসেন শাণ্ডিল্য গোত্রের সাধুবাগ্ছি, রুদ্রবাগ্ছি ও লোকনাথ লাহেড়িকে; কাশ্যপগোত্রের ক্রতুভাদুড়ি ও মতু-

মৈত্রকে ; বাৎস্য গোত্রের লক্ষ্মীধর স্যান্ন্যাল ও জয়মান ভীমকালী-হাঁইকে ; এবং ভরদ্বাজ গোত্রের সায়ানাচার্য্য ভাদড়কে ; এই আট-জনকে নবগুণসম্পন্ন বলিয়া কুলীন জ্ঞানে পূজা করেন। বারেন্দ্র শ্রেণীর সবর্ণগোত্রের কেহই রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই।

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় চম্পটী ও নন্দনাবাসী গাঁই, কাশ্যপগোত্রীয় করঞ্জ গাঁই, বাৎস্যগোত্রীয় ভট্টশালী ও কাম (দেব) কালী * গাঁই এবং ভরদ্বাজগোত্রীয় লাড়ুলি, ঝম্পটি ও আতুর্থী গাঁই রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক শুদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হন। অবশিষ্ট চৌরাশী গাঁই ব্রাহ্মণ কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন।

"অষ্টকুলীনাঃ মৈত্রো ভীমোরুদ্রঃ সঞ্জামিনী
লাহেড়িকৌ ভাদুড়ি সাধু ভাদড় এতে,
সিদ্ধশ্রোত্রিয়শ্চাটৌ করঞ্জ নন্দনাবাসকো ভট্টশালী
তথা লাড়ুলিশ্চম্পটি ঝম্পটিশ্চাতুর্থী কামদেবস্তথা,
কষ্টশ্রোত্রিয়সংজ্ঞা বিধিবসুবিগিতা ভূতলবিদিতাঃ॥"
(কুলশাস্ত্র কৌমুদী)

কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষাকরণে রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে রাজা বল্লালসেনের যেরূপ প্রভাব দৃষ্ট হয়, বারেন্দ্রগণ মধ্যে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। রাজা বল্লালসেনের সময় বারেন্দ্রসমাজে কুলীনে ও শ্রোত্রিয়ে পরস্পর কন্যা আদানপ্রদানে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

কাশ্যপগোত্রীয় ক্রতুভাদুড়ির বংশে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি রাঢ়ীয়

* কামদেব বাৎস্যগোত্রীয় কামকালাগাঁই নহে। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কামেন্দ্রগাঁই।

কুলের অনুসরণে পরিবর্ত্তপ্রথা স্থাপন করেন। এই পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা স্থাপনের পর বারেন্দ্রসমাজে শ্রোত্রিয়কে কুলীনকন্যা প্রদান নিষিদ্ধ হয়।

মনুটীকাকার নন্দনাবাসীগাঁঞি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কুল্লকভট্ট, ভট্টশালীগাঁঞি ময়ূরভট্ট ও করঞ্জগাঁই মঙ্গলওঝা এই তিনজন শুদ্ধশ্রোত্রিয়, উদয়নাচার্য্যকে বারেন্দ্র কুলবন্ধনে সাহায্য করেন।

কুলীন সমাজ।

লাহেড়ী বংশের সমাজ—ঢাকঢোর, নকড়িয়া, চয়ড়া।

সান্ন্যাল বংশের সমাজ—গাঁড়াদহ, ফজিল।

ভীমকালীহাই বংশের সমাজ—পয়ালস্থর, ধুবাইল, হাপানিয়া, বোয়ালিয়া, আড়ঙ্গাইল, বারসা, কাবারিখোলা, ভারেঙ্গা, হাটুরিয়া, বাগ।

ভাদড় বংশের সমাজ—পায়রা, শৈলকোপা, সাতবাড়িয়া।

এতদ্ব্যতীত আঙ্গোরা, ধামসার, বিল্লাদাড়ি প্রভৃতি সমাজ আছে।

ভাদড়েরা পূর্ব্বে কুলীন ছিলেন। উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন কালে ইহাঁদিগকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এক্ষণে ভাদড়েরা শ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত।

চয়ঘরিয়া দল।

উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্তমর্য্যাদা স্থাপন কালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ভূপতি, ভবানীপতি, চণ্ডীপতি, গৌরীপতি, রুদ্রানীপতি

ও শচীপতি এই ছয় পুত্রকে ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে কৌলীন্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। দ্বিতীয়াপত্নীর গর্ভজাত পশুপতি নামক পুত্রকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করেন।

উদয়নাচার্য্যের পরিত্যক্ত উপরিউক্ত ঐ ছয় পুত্র ভূপতি: প্রভৃতি নিজদিগকে কুলীন মনে করিয়া পরিবর্ত্ত ও করণ করিতে থাকেন। (এই অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিবাহে করণ দেখ)

উদয়নাচার্য্যের পরিত্যক্তপুত্র চণ্ডীপতি ভাদুড়ির সহিত চয়ড়াসমাজের দনালাহেড়ির, দনালাহেড়ির সহিত আঙ্গোরা সমাজের জীবওঝামৈত্রের, জীবওঝামৈত্রের সহিত গাঁড়াদহ সমাজের বলাইসান্ন্যালের, বলাইসান্ন্যালের সহিত ধামসারের শ্রীকণ্ঠসাধুবাগছির এবং শ্রীকণ্ঠবাগছির সহিত বিল্লাদাড়ির জগন্নাথ ভীমকালীহাইর পরিবর্ত্ত ও করণ হইয়াছিল। এই ছয় ঘরে করণ ও পরিবর্ত্ত হওয়ায় ইহাঁরা "ছয়ঘরিয়া" নামে খ্যাত হন। এই কার্য্যকে চণ্ডীপতিভাদুড়ির 'উপকারের করণ' বলে। প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়গণের সাহায্যে উদয়নাচার্য্য এই ছয় ঘরিয়াকে নিষ্কুল করেন।

কাপ।

মধু মৈত্রের পুত্র আনাই ও অর্জ্জুনাই পিতার সহিত বিবাদ হওয়ায় পিতাকে পরিত্যাগ করেন। এই দুর্ব্ব্যবহারের নিমিত্ত তাঁহারা প্রকৃত কুলীনসমাজ হইতে পরিত্যক্ত হন। তখন আনাই মৈত্র ও অর্জ্জুনাই মৈত্র উভয়ে ঐ ছয়ঘরিয়া দলে প্রবেশ করেন। এইরূপে অনেকেই ঐ দলে প্রবিষ্ট হইতে থাকেন।

ছয়ঘরিয়া দল ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করিতে থাকে। তাঁহারা প্রকৃত কুলীনসমাজের মতে নিষ্কুল বলিয়া গণ্য হইলে ও নিজরা কুলীনের ন্যায় ভাণ করিয়া করণাদি করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের এই আচরণে প্রধান কুলীনেরা তাঁহাদিগকে 'কাপ' অর্থাৎ কপটী নাম প্রদান করেন।

উদয়নাচার্য্য এই দলের পুষ্টি হইতেছে দেখিয়া, এই নিয়ম করিলেন যে কাপগণের সহিত একত্র আহার বিহার একশয্যায় শয়ন ও এক ঘাটে স্নান করিলে এমন কি কাপের হাতের জল কুলীনের গায়ে লাগিলে কুলীনের কুলপাত হইবে।

স্থগিদ্ কুলীন।

উদয়নাচার্য্যের এই কঠোর নিয়মে বারেন্দ্র সমাজে মহা হুলস্থুল পড়িয় যায়। অল্প দিন মধ্যেই অনেক প্রধানকুলীন কাপ-দিগের সংস্পর্শে নিষ্কুল হইয়া কাপ মধ্যে চলিতে থাকেন।

সুপ্রসিদ্ধ কুল্লুকভট্টের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুরুষোত্তম বেদান্তীর বংশে কংসনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজসাহীর অন্তর্গত তাহের-পুরের রাজা ছিলেন। তিনি কুলীনগণের কুলরক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং কাপে কন্যাদান করিয়া কাপের মর্য্যাদা স্থাপন করেন। এবং এইরূপ নিয়ম করেন।

১। কুলীনের সহিত যদি কাপের কুশবারিযুক্ত করণ হয় ও পরে কুলীন কাপের কন্যা গ্রহণ করেন কিংবা কাপে কন্যাদান করেন, তবে কুলীনের কুল নষ্ট হইবে না। অন্যপ্রকারে কুল নষ্ট হইবে।

২। কুশবারিযুক্ত করণ না করিয়া শ্রোত্রিয়ের নিয়মে যদি বরের ললাটে ফোঁটা দিয়া কোন কাপ কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করেন তাহা হইলে ও কুলীনের কুলভঙ্গ হইবে না।

৩। যখন শ্রোত্রিয়গণ নীচ পটী হইতে শ্রেষ্ঠ পটীতে কন্যা দান করিবেন, তখন কাপে কন্যাদান করিতে হইবে।

৪। শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে কাপ শ্রোত্রিয় হইবে।

৫। উদয়নাচার্য্যের পরিবর্ত্ত মর্য্যাদানুসারে কন্যা বা ভগিনীর অভাব হইলে পরিবর্ত্ত চলিত না। রাজা কংসনারায়ণ এই কঠোর নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কুশময়ী কন্যার ব্যবস্থা করেন।

পরে তিনি কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়গণের একত্র এক বৃহৎ ভোজ দেন। সেই সময় হইতে কাপেরা স্থগিদ্ কুলীন নাম প্রাপ্ত হন।

শ্রোত্রিয়।

রাজা বল্লালসেনের পরবর্ত্তীকালে রাজা কংসনারায়ণ শ্রোত্রিয় গণকে সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয়ে বিভাগ করেন, এবং শিহরি বিশী, উচ্ছরথী, রত্নাবলী, র'ই, গোস্বালম্বী ও খোর্জ্জরী এই আটগাঁই কষ্ট শ্রোত্রিয়কে সৎশ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য করেন।

শাণ্ডিল্যগোত্রে নন্দনাবাসী ও চম্পটিগাঁই সিদ্ধ, শিহরি ও বিশীগাঁই সাধ্যশ্রোত্রিয়। কাশ্যপ গোত্রে করঞ্জগাঁই সিদ্ধশ্রোত্রিয়। বাৎস্যগোত্রে ভট্টশালী ও কামদেবকালীগাঁই সিদ্ধ, জামরুখীগাঁই সাধ্যশ্রোত্রিয়। ভরদ্বাজ গোত্রে লাড়ুলি, ঝম্পটী ও আতুর্থীগাঁই সিদ্ধ, উচ্ছরথী, রত্নাবলী, রাই, গোস্বালম্বি ও খোর্জ্জরী গাঁই

সাধ্যশ্রোত্রিয়। এইরূপে রাজা কংসনারায়ণের সময় ৮গ্রামীন কুলীন, ১৬গ্রামীন্ সৎশ্রোত্রিয় ও ৭৬গ্রামীন্ কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হইলেন।

কুলীন শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে শ্রোত্রিয় হইবেন। কাপেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে ভঙ্গ হইয়া শ্রোত্রিয় হন, কিন্তু যদি তাঁহাদের কুলক্রিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় হন।

কষ্টশ্রোত্রিয়ও উত্তমকুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ক্রমে সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয়ভাবাপন্ন হন, আবার সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয় যদি কুলীনে অন্ততঃ একটী কন্যাও দান না করেন তবে কষ্ট-শ্রোত্রিয় হন।

পটী।

যে সকল দোষ ঘটিলে কুলীনের কুল থাকা দূরে থাক্ জাতি লইয়াও সময়ে সময়ে টানাটানি পড়ে সেইরূপ দোষ (অবসাদ)ও উত্তম কুলীন সংস্পর্শে কাটিয়া যায়; কেবল পাঁচুড়িয়া অবসাদ এখনও দূর হয় নাই।

কতকগুলি অবসাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি কুলীনসমাজ হইতে উপে-ক্ষিত হইয়া কাপদলে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

অবসাদ বা আঘাত।—কাপদিগের অভ্যুদয়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিবর্ত্ত না ঘটায় অথবা বিবাহে করণ না হওয়ায়, বারেন্দ্র কুলী-নেরা যে দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহারই নাম আঘাত বা অব-সাদ। অবসাদের অনেকগুলি নাম আছে। যথা—আলামি, আনিয়া-

খাঁই, আলমাসখাঁই, কালাপুরী, কুতবখাঁই, ঘোজাম্বরী, চাঁড়ালী, দর্পনারায়ণী, জোনালী, পাঁচুড়িয়া, পরাণমৌলিকী, পয়নালী, পিতাম্বরতকী, ভবানীপুরী, ভাইকরী, মৈসালা, বেণী, রোহিলা, শুভরাজখাঁই, ইয়াখাঁ, সুজাখাঁ, সাদিখাঁ, তেরআনী, বাওবাবু, মল্লিকযদুনাথী, লাটুয়াডামা, কাফুরখাঁই, কামিনী, গাছতলি, সন্ত্রাঘাত সন্ধ্যাঘাত, ভট্টাঘাত, ভরতাঘাত, বউনেয়াঘাত, বাহাদুরখাঁ-আঘাত প্রভৃতি। *

এইরূপ অবসাদপ্রাপ্ত কুলীনেরা যে যে থাকে বিভক্ত হন তাহাকে পটী বলে। রাঢ়ীয় কুলীনদের মধ্যে যেরূপ 'মেল, বারেন্দ্র মধ্যে সেইরূপ পটী। এক্ষণে আটটী পটী প্রসিদ্ধ আছে। যথা—১। আনিয়াখানীপটী, ২। কুতবখাঁপটী, ৩। জেনালীপটী, ৪। নিবারিলপটী, ৫। ভূষণাপটী, ৬। ভবানীপুরীপটী, ৭। রোহিলাপটী, ৮। বেণীপটী।

১। আনিয়াখানাপটী—কমল সুবুদ্ধিরায়ে আনিয়াখাঁ নামে কোন যবনসংস্পর্শ দোষ ঘটে। এই পটীর কুলীনেরা এক্ষণে ভঙ্গ হইয়াছেন। ফরিদপুরজেলার হালসাগ্রামের কয়েকঘর চৌধুরী এক্ষণে এই পটীর কুলীন মধ্যে গণ্য।

২। কুতবখানীপটী—কুতবখাঁ নামে একজন মুসলমান কয়ড়ার মথুরাচৌধুরীর রূপসী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, পরে চৌধুরীরা তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া পুনরায় মৃত্যুঞ্জয়মৈত্রের

---

* কুলাচার্য্যগ্রন্থে খাঁ শব্দস্থানে খান এবং খাঁয়ী বা খাঁই শব্দস্থানে খানী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সহিত বিবাহ দেন। এই দোষে তাঁহার সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণ এই পটীর অন্তর্ভুক্ত হন। অধুনা এই পটীর কুলীন দৃষ্ট হয় না, সকলেই কাপ হইয়া গিয়াছেন।

৩। জোনালীপটী—জেনালী গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের মৃতদেহ আসিয়া পড়ে। কুলীন পুরন্দরমৈত্র সেই ব্রাহ্মণের শবদাহ করেন এবং ভগবানসান্যালের বিধবাভগ্নীর হাতে অন্নগ্রহণ করেন বলিয়া, তিনি এবং তাঁহার সংস্রবে যাঁহারা করণ করিয়াছিলেন সকলেরই জোনালী অবসাদ ঘটে।

বিজয়লাঠী চণ্ডালীগমনকারী বিষ্ণুভাণ্ডার নরিসের কন্যা গ্রহণ করেন, তাঁহার এবং তাঁহার সম্পর্কীয় করণকারীদিগের চণ্ডালী অবসাদ হয়। তাহেরপুরের দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পোতা-খানায় এক ব্রহ্মহত্যা হয়, তাহাতে দর্পনারায়ণের ব্রহ্মহত্যা দোষ জন্মে। শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ি দর্পনারয়ণের গৃহে আহার করিয়া দর্পনারায়ণী অবসাদ প্রাপ্ত হন। কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে কুলীনকন্যা শ্রোত্রিয় পাত্রে বাগ্দত্তা হইলে তাহাকে অদৃষ্টকন্যা বলে। কুলীন নারায়ণ মৈত্র এই অদৃষ্টকন্যা গ্রহণ করিয়া অদৃষ্টকন্যক অবসাদ প্রাপ্ত হন। জোনালী পটীতে এইরূপ চাঁড়ালী, দর্পনারায়ণী ও অদৃষ্টকন্যক অবসাদ ঘটিয়াছে।

৪। নিবারিলপটী—এই পটীতে আগে কোন দোষ ছিল না বলিয়া ইহার প্রথমে নিরাবিল নাম হয়। পরে জানকীবল্লভ রায় এই পটীতে আসিয়া দর্পনারায়ণীদিগকে ইহার মধ্যে তুলিয়া লওয়ায় ইহা নিবারিল পটী নামে খ্যাত হয়।

এই পটীতে দুইটী থাক আছে। দত্তকের থাক, বহিরভাব

থাক। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল দত্তকপুত্রে কৌলীন্য থাকিত না, নিবারিলপটীর কুলীনেরা বংশরক্ষার নিমিত্ত দত্তক গ্রহণ আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদিগের দত্তকপুত্রগণ কুলীন বলিয়া পরিচিত হন। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের শাসন সময়ে দত্তকপুত্র কুলীন বলিয়া প্রথম গণ্য হন। সেই হইতে নিবারিল পটীতে 'দত্তকের থাক' শাখার উৎপত্তি। বাহিরভাব থাক শাখার এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছে। কতকগুলি পাঁচুড়িয়া দোষ * প্রাপ্ত লোক কোনরূপে এই পটীতে প্রবেশ লাভ করেন। তাহেরপুরের তাৎকালিক রাজা এই দোষগ্রস্ত কুলীনগণকে কুলীন সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এ কারণ এই সকল কুলীন 'বাহির ভাব' থাক নামে পরিচিত।

৫। ভূষণাপটী।—ভূষণাপরগণায় মৈশালা ও আলামি নামে দুইখানি গ্রাম ছিল, সেখানকার শ্রোত্রিয়গণ নীচজাতীয় স্ত্রীর সংস্রব দোষে সমাজে নিন্দিত হন। রত্নাবলীগ্রামী জিতা মিশ্রের সহিত এই শ্রোত্রিয়গণের সম্বন্ধ থাকায় জিতামিশ্রের পুত্রগণ ও তৎসম্পর্কিত কুলীনগণ এই দোষ প্রাপ্ত হইয়া ভূষণা পটী নামে খ্যাত হয়েন।

---

* বারেন্দ্র ঘটকেরা বলেন ভানকালীহাই বংশীয় মধু, ডাকু, অগ্রবিন্দ ও অরবিন্দ এই চারি ভ্রাতা পুরোহিত সহ অমানিশায় শ্যামাপূজা করিবার কালে সুরাপানে মত্ত হন। এই অবস্থায় দেবীর নিকট মহিষ ভ্রমে একটী বৃষ বলিদান করেন, চারিভ্রাতা ও পুরোহিত পাঁচজনে গো-হত্যা রূপ মহাপাপে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া দোষের নাম পাঁচুড়িয়া অবসাদ হয়। ইহাদের সন্তানেরা এই কারণে পাঁচুড়িয়া নামে খ্যাত হইলেন। পাঁচুড়িয়া অবসাদ প্রাপ্ত কেহ কেহ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

রাঢ়ীশ্রেণী মধ্যে যেরূপ পিরালীব্রাহ্মণ, বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে সেইরূপ পাঁচুড়িয়া ব্রাহ্মণ। (ষষ্ঠ অধ্যায় পতিত ব্রাহ্মণ দেখ।)

ময়মনসিংহ সুসঙ্গের রাজা রুদ্রসিংহ এই পটীর পৃষ্ঠপোষক। তিনি নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণর সাহায্যে এই পটীতে দত্তক গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। দত্তকের থাক, গোকুল সান্ন্যালের থাক নামে দুইটী শাখার সৃষ্টি হইয়াছিল, এক্ষণে দুই থাকে এক হইয়া গিয়াছে।

৬। ভবানীপুরীপটী।—বগুড়া জেলায় ভবানীপুর গ্রামে ৺ভবানীদেবীর মথুরেশচক্রবর্ত্তী নামে এক কুলীন পূজক ছিলেন। রামচন্দ্রবাগ্‌ছির সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়। এই রামচন্দ্র-বাগ্‌ছির সহিত আনিয়াথানীপটীর সদানন্দচৌধুরীর মনান্তর ছিল। সদানন্দ কুলাচার্য্যদিগকে হস্তগত করিয়া রামচন্দ্রকে পূজক নামা ও গ্রাম নামা দোষ প্রদান করেন। ইহাতেই ভবানীপুরীপটীর সৃষ্টি হয়। পুঁটিয়ার রাজারা এই পটীর পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন।

৭। রোহিলাপটী।—প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ি দিল্লীর বাদসাহের অধীনে সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম লইয়া রোহিলখণ্ড প্রদেশে গমন করেন এবং পশ্চিমাঞ্চলের কন্যা বিবাহ করেন। চাঁদরায় ও হরিরায় তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মে। প্রচণ্ডখাঁর মৃত্যুর পর উভয় ভ্রাতা মাতাকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে ফেরেন। তাঁহাদের মাতা বাঙ্গালাভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন না, সেইজন্য প্রচণ্ড খাঁ বঙ্গীয়কন্যা বিবাহ না করিয়া রোহিলাকন্যা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সমাজে এইরূপ এক অপবাদ হয়। শেষে তাঁহার পুত্র চাঁদরায়ের সহিত যাঁহারা করণ করেন তাঁহাদের এই দোষ জন্মে।

এই পটীতে মেঘনা, মমিনপুরী ও রূপাই বা রূপসী নামে তিনটী থাক ও পীরগাছারভাব নামে একটী ভাব আছে। মেঘনা থাকে চামুবাগ্ছির মত, বিনোদবাগ্ছির মত, যদুলাহেড়ীর মত, শঙ্করমৈত্রের মত, হরেকৃষ্ণবাগ্ছির মত, তিনকড়িসান্ন্যালের মত. ইত্যাদি মত আছে। মমিনপুরের থাকে ছয়ঘরিয়ার মত, রামনাথ লাহেড়ীর মত, কৃষ্ণরাম সান্ন্যালের মত নামে মত আছে। রূপাই থাকে এরূপ কেন মত নাই। পীরগাছার কোন শ্রোত্রিয়ের কন্যাকে রোহিলাপটীর কোন কুলীন বিবাহ করিয়া ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ 'পীরগাছার ভাব' থাকের অন্তর্নিবিষ্ট।

৮। বেণীপটী।—বেণী রায় বলপূর্ব্বক মহেশ মাল্লক ও সুসঙ্গের গোপীনাথ প্রভৃতিকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্রবে যে যে কুলীন লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা বেণী অবসাদ প্রাপ্ত হন। সুসঙ্গের রাজারা প্রথমে ভূষণাপটীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পরে ইহাঁরা বেণীপটীর পক্ষ অবলম্বন করেন। ইহাঁদের যত্নে বেণী অবসাদ দূর হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বর্ত্তমান বারেন্দ্র সমাজ।

১। রাজসাহী জেলায়—নাটোর, পুঁটিয়া, রামপুর-বোয়ালিয়া, বলিহার, তাহেরপুর, কাশিমপুর, চৌগ্রাম, পাকুড়িয়া প্রভৃতি।

২। পাবনা জেলায়—মথুরা, ভারেঙ্গা, তাঁতিবন্দ, সলপ, গুণাইগাছা, সাতবেড়ে প্রভৃতি।

৩। ময়মনসিংহ জেলায়—সুসঙ্গ, মুক্তাগাছা, রামগোপাল-পুর, কালীপুর, গৌরীপুর, গোলকপুর প্রভৃতি।

৪। ফরিদপুর জেলায়—বেলিয়াকান্দি, স্বর্ণগড়া, মেঘনা, কোড়াকাঁদি প্রভৃতি।

৫। নদীয়া জেলায়—নবদ্বীপ, কুমারখালি, যদুবয়ড়া, আজদিয়া, বিল্বপুষ্করিণী, কুষ্টিয়া, শান্তিপুর প্রভৃতি।

৬। বর্দ্ধমান জেলায়—চকব্রাহ্মণগড়, সমুদ্রগড়, চণ্ডীপুর, প্রভৃতি।

৭। হুগলী ও হাওড়া জেলায়—শ্রীরামপুর, সাঁত্রাগাছি, প্রভৃতি।

৮। ঢাকা জেলায়—মানিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে। ৯। ২৪পরগণা জেলার স্থানে স্থানে।

বারেন্দ্র বিবাহে করণ।

করণ তিন প্রকার। ১। আদানপ্রদান করণ, ২। উপকার করণ, ৩। কুলজকরণ।

১। আদানপ্রদান করণ—বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র এবং পাত্রীর পিতা বা ভ্রাতা, আত্মীয়বর্গসহ, নদী বা পুষ্করিণীর তটে সমবেত হইয়া একটী মৃত্তিকার বা পিত্তলের হাঁড়ি উভয় পক্ষ স্পর্শ করেন, এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিবাহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সময় কুশময় পাত্র ও কুশময়ী পাত্রী প্রস্তুত করিয়া আদান প্রদান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহার নাম আদানপ্রদান করণ।

২। উপকারকরণ—কোন কুলীনের কুল কোনরূপে দোষাশ্রিত হইলে, অন্যান্য কুলীনগণ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে দোষমুক্ত করিবার জন্য তাঁহার সহিত করণ করেন। চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকার করণের কথা ছয়ঘরিয়াদল বর্ণণে লিখিত হইয়াছে।

৩। কুলজকরণ—পিতার মৃত্যুর পর জ্যৈষ্ঠপুত্র করণ করিয়া আপন কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে কুল উজ্জ্বল থাকে, তাহা অন্যান্য কুলীনগণের সমক্ষে সপ্রমাণিত হয়। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ কোন একটী করণ উপলক্ষে পরস্পর কুশ ছাড়াইয়া লন। কুশছাড়ান না হইলে এক পুত্রের দোষে অন্য পুত্রের কুলে 'ভাইকরা' দোষ বর্ত্তে। পিতা বর্ত্তমানে পুত্র যদি আপন কন্যাকে শ্রোত্রিয়ে বা কাপে বিবাহ দেন, তাহাহইলে তাহার পিতার কুলে 'পোকরা' দোষ জন্মায়। এই পোকরা দোষ ও 'ভাইকরা' দোষ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কুলীনগণের সাহায্যে করণ করিতে হয়। কুলীনগণের সাহায্যে এই সকল দোষ দূর হয়। এই নিষ্কৃতি করণের নাম কুলজকরণ।

যে কন্যার পিতা বা ভ্রাতা নাই তাহার করণ হইতে পারে না। সুতরাং সে কন্যার বিবাহ কাপে বা শ্রোত্রিয়ে দিতে হয়। কোন কুলীন সে কন্যা বিবাহ করেন না। আবার করণ হওয়ার পর যদি কোন কন্যার বিবাহ কোনক্রমে স্থগিত হয়, তাহাহইলে কন্যার পক্ষে সমূহ দোষ স্পর্শে এবং সে কন্যার বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হয়। সেই কন্যার বিবাহ পর তদ্গর্ভজাত পুত্রগণ সমাজে সম্মানভাজন হন না।

কুলীনের সহিত কুলীনের বিবাহে 'করণ' নামক যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে বোধ হয়, বিবাহে অঙ্গীকারকরণ উদ্দেশ্যে করণ প্রথম প্রযুক্ত হইয়াছিল। পরে এইরূপ করণ হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মধ্যশ্রেণী।

পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের নবম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে যে, কাচনামুখজ ঘটককৃষ্ণ যখন কংসনারায়ণের মন্ত্রী দত্তখাসের সভায় ব্রাহ্মণগণ সমীপে ঊনপঞ্চাশবার সমীকরণের বর্ণনা করেন, তখন কাঁটাদিয়াবন্দ্য ঈশান ব্রাহ্মণগণকে গুণগত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। আচারাদি নবগুণ সম্পন্ন দেখিয়া, রাজা বল্লালসেন পূর্ব্বে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণকে কৌলীন্য মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তত্তদ্বংশজাত বহুতর ব্রাহ্মণের আচারাদি গুণের অভাব দৃষ্ট হইতেছে, কুল গুণগত না হইয়া বংশগত হইয়াছে, নবগুণের আর বিচার নাই, কুলাচার্য্যেরা যাঁহাকে কুলীন বলেন তিনি কুলীন; অতএব মন্ত্রীবর, আপনি ব্রাহ্মণদিগের গুণ পরীক্ষা করিয়া পুনরায় কুলবন্ধন করেন। ইহাতে বহু কুলীন ও ঘটকেরা আপত্তি করেন।

মন্ত্রী দত্তখাস বহু ব্রাহ্মণের অসম্মতি জানিয়াও নবগুণের বিচার পূর্ব্বক কুলীন ব্রাহ্মণগণের সমীকরণ করিয়া আটজনকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। এই আটজনের নাম পূর্ব্বে লিখিত

হইয়াছে। ইঁহাদের অনুজ গদাধর প্রভৃতি আটজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ দস্তুখাসের সভা হইতে উত্থিত হইয়া সভা ত্যাগ করেন।

গদাধর প্রভৃতিকে সভা ত্যাগ করিতে দেখিয়া বত্রিশজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণও এই আটজন কুলীন ব্রাহ্মণের অনুগামী হন।

এইরূপে ছয়গ্রামী আটজন কুলীন ও ষোলগ্রামী বত্রিশজন শ্রোত্রিয় মিলিত হইয়া চল্লিশজন ব্রাহ্মণ দস্তুখাসের সভা ত্যাগ করিলেন। মন্ত্রী দস্তুখাস এই সকল ব্রাহ্মণকে সভাত্যাগ করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সভাস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণসকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে বিপ্রগণ! যে সকল ব্রাহ্মণ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সভাত্যাগ করিলেন, আপনারা যেন কখন তাঁহাদিগের সহিত কোন ব্যবহার না করেন, ইহাই আমার আদেশ জানিবেন।

রাজা কংসনারায়ণের মন্ত্রী দস্তুখাসের এই কঠোর আদেশ ক্ষণকাল মধ্যে সেই সভাত্যাগী চল্লিশজন ব্রাহ্মণের কর্ণগোচর হইল। তখন তাঁহারা অতিশয় ভীত হইলেন, এবং কিং কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরে স্থির হইল, যে রাজার অপ্রিয় হইয়া তদধীনে বাস এবং জ্ঞাতিবর্গ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া তাঁহাদের নিকটে থাকা আর সমীচীন নহে, ইহাতে সর্ব্বদা কলহ ঘটিবার আশঙ্কা আছে, এবং ক্রুদ্ধরাজার অধীনে বিপদাশঙ্কা করিয়া তাঁহারা রাঢ়দেশ ত্যাগ করা সঙ্কল্প করিলেন।

এই যুক্তি করিয়া নিম্নলিখিত বাইশগ্রামী চল্লিশজন ব্রাহ্মণ ভার্য্যাপুত্রাদিসহ দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। রাঢ় ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী স্থানে মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন

করিলেন। তদবধি এই সকল ব্রাহ্মণ মধ্যদেশে বাসহেতু মধ্য-শ্রেণী বলিয়া পরিচিত হইলেন।

গোত্র	গাঁঞি	নাম
শাণ্ডিল্য	বন্দ্যঘাটী	ঈশান (কাঁটাদিয়া দাশরথিরবংশজ আদিত্যের পুত্র।)
,,	,,	শিব (কাঁটাদিয়া দাশরথিরবংশজ দিগম্বরের অনুজ।)
ভরদ্বাজ	মুখটী	গদাধর (ফুলিয়া মুখজ নৃসিংহের-বংশজ বিদ্যাধরের অনুজ।)
,,	,,	মহেশ্বর (কাচনামুখজ দ্ব্যাকরের বংশজ সদাশিবের অনুজ।)
কাশ্যপ	চট্ট	রাঘব (অবসথা তেকড়িরবংশজ বলভদ্রের অনুজ।)
বাৎস্য	পূতিতুণ্ড	দক্ষ (চক্রপাণির পুত্র বশিষ্ঠের অনুজ।)
,,	কাঞ্জিলাল	অনিরুদ্ধ (কানুবংশজ বাসুদেবের অনুজ।)
সাবর্ণ	গাঙ্গলী	কেশব শিশুবংশীয় মাধবের অনুজ।

ঈশান ও শিব বন্দ্য, গদাধর ও মহেশ্বর মুখ, রাঘবচট্ট, দক্ষ পূতিতুণ্ড, অনিরুদ্ধ কাঞ্জিলাল, ও কেশব গাঙ্গুলী এই আটজন মধ্যশ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয়।—

গাঁঞি	নাম
পারিহাল—	গোবিন্দ।
বটব্যাল—	ভূধর।
কুলভী—	রাম ও কৃষ্ণ।
কেশরকোণি—	সর্ব্ব।
মাশ্চটক—	বিকর্ত্তন ও সুদর্শন।

কাশ্যপ গোত্রীয়।—

পলসাঁই—	গোপাল।
গুড়—	মধুসূদন।
তৈলবাটী—	কৌতুক।
হড়—	ত্রিবিক্রম।
পালধি—	পীতাম্বর।
সিমলায়ি—	কানু।

বাৎস্য গোত্রীয়।—

চোৎখণ্ডী—শ্রীগর্ভ, শ্রীনিবাস, শ্রীকান্ত ও শ্রীপতি।

মহিন্ত্যা—রাঘব, চতুর্ভুজ, জহ্নু, দুর্গাবর, ভীম, সর্ব্বানন্দ ও জনার্দ্দন।

পিপ্পলী—মদন, হলায়ুধ, অনন্ত, মাধব ও বিষ্ণু।

ঘোষাল—মুরারি ও কেশব।

সাবর্ণ গোত্রীয়।—

সংগুশ্বরী—নারায়ণ।

গোবিন্দ পরিহাল, ভূধর বটব্যাল, রাম ও কৃষ্ণ কুলভী, সর্ব্ব কেশরকোণি, বিকর্ত্তন ও সুদর্শন মাশ্চটক, গোপাল পলসাই, মধুসূদন গুড়, কৌতুক তৈলবাটী, ত্রিবিক্রমহড়, পীতাম্বর পালধি, কানু সিমলায়ী, শ্রীগর্ভ, শ্রীনিবাস, শ্রীকান্ত ও শ্রীপতি চোৎখণ্ডী, রাঘব, চতুর্ভুজ জহ্নু, দুর্গাবর, ভীম, সর্ব্বানন্দ ও জনার্দ্দন মহিন্ত্যা; মদন, হলায়ুধ, অনন্ত ও বিষ্ণু পিপ্পলী; মুরারি ও কেশব ঘোষাল, এবং নারায়ণ সণ্ডেশ্বরী এই বত্রিশজন মধ্যশ্রেণী শ্রোত্রিয়গণের আদিপুরুষ।

মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়াকাণ্ডে বাইশগ্রামীন্ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করেন, ইহাকে বাইশী করা বলে।

মধ্যশ্রেণীর মধ্যে কতিপয় ঘর সাতশতী ব্রাহ্মণও আছেন। ইহাঁরা উক্ত কুলীন ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের সহিত কুলক্রিয়ায় মিশিতেছেন। আবার কেহ কেহ স্বতন্ত্রভাবেও বাস করিতেছেন।

পূর্ব্বে রাঢ়ীয় সমাজে যেরূপ কুলীনে শ্রোত্রিয়ে পরিবর্ত্ত হইত, ইহাঁদিগের মধ্যে সেরূপ অদ্যাপিও চলিতেছে। গুণবান্ ও বিদ্যাব্রহ্মণ্যে সমলঙ্কৃত শ্রোত্রিয়ে কৌলীন্য মর্য্যাদা দান করিয়া কুলীন বংশীয়গণ আদান প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না।

"শ্রোত্রিয়াং কন্যাং দত্বা কুলীনো বংশজোভবেৎ" এ বাক্যের আদর মধ্যশ্রেণী মধ্যে নাই। রাঢ়ীশ্রেণী মধ্যে যেরূপে বংশজ কথার উৎপত্তি হইয়াছে, মধ্যশ্রেণী মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না। তবে কুলভঙ্গ দোষে অনেকে অকুলীন হইয়াছেন বটে, গুণবান বংশধর জন্মগ্রহণ করিলে পরবর্ত্তীকালে কুলীন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

ইহাঁদিগের কুলীনগণ মধ্যে কোনরূপ মেল বিভাগ নাই। ইহাঁরা কোন মেলে বদ্ধ হন নাই, তদ্‌সম্বন্ধে কথিত আছে যে চতুর্দ্দশশতদুইশকে ঘটকবিশারদ দেবীবর বঙ্গের রাঢ়ায় কুলীনগণের মেলবন্ধন সমাপনান্তে মধ্যশ্রেণীর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মেলবন্ধন ইচ্ছা করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মধ্যশ্রেণীর কুলীনগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যিত হন। মধ্যশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণ মেদিনাপুর জেলায় পিণ্ডররী গ্রামে গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে * এক সভা করিয়া স্থির করেন, যে দোষ সকলের মেলনের নাম যখন মেল এবং দেবীবর ঘটক যখন সেই মেলন করিতেছেন, তাঁহারা ত শুদ্ধই আছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কোন দোষ নাই, তখন তাঁহাদিগের মেলে বদ্ধ হওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই, এবং দেবীবরের নির্দ্দেশানুসারে কোনরূপ মেলবদ্ধ হইলে বরং তাঁহাদিগের ন্যূনতাই প্রকাশ পাইবে অতএব দেবীবর যথাস্থানে গমন করুন বলিয়া দেবীবরকে প্রত্যাখ্যান করেন। দেবীবর মেদিনীপুরবাসী রাঢ়াশ্রেণী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া তিনি মন্ত্রী দত্তখাসের আদেশ পুনরায় বলবৎ করিয়া দেন যে, বঙ্গদেশের কোন রাঢ়াশ্রেণীর ব্রাহ্মণ উহাদিগের সহিত আদানপ্রদান রূপ কোনরূপ ব্যবহার করিবে না। সেই হেতু মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণী হইয়া পড়িলেন।

দেবীবরঘটকের পরবর্ত্তীকালে মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তীর উদ্ভব হয়। কেহ বলেন রাঢ়ীয় ও মহারাষ্ট্রীয় শ্রোত্রিয়ের আদানপ্রদানে মধ্যশ্রেণী নামক ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। আবার কেহ বলেন রাঢ়ীয় ও সপ্তশতীর মিশ্রণে এই

শ্রেণীর উৎপত্তি। কুলাচার্য্যকে উপেক্ষা করায়, ইহারা এইরূপ পৃথক্কীকৃত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

এই বিবরণ পাঠে কিম্বদন্তীমূলক মতের ভ্রম সংশোধন হইবে বলিয়া আ.া করা যায়। মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণগণ আদিপুরুষের উল্লেখে রাঢ়ীশ্রেণী বলিয়া পরিচয় দেন। এইরূপ পরিচয়ে, মধ্য দেশীয় রাঢ়ীশ্রেণী ও বঙ্গদেশীয় রাঢ়ীশ্রেণী বলিয়া দুইটী পৃথক শ্রেণী হইয়া পড়ে। এই বিবাহ সমস্যার দিনে দুইটী শ্রেণী না হইয়া এক শ্রেণী হইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

উত্তরবারেন্দ্র।

যেমন রাঢ়ীশ্রেণী মধ্যে মধ্যশ্রেণী, তেমন বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে উত্তরবারেন্দ্র। যেরূপ মধ্যশ্রেণী মধ্যে মেল নাই সেরূপ উত্তর বারেন্দ্র মধ্যে কাপ নাই।

উত্তরবারেন্দ্রগণ পঞ্চগোত্রে বিভক্ত। ইহাঁদের ষোলটী গাঁই আছে, যথা—

---

* মুখ্য (প্রধান বা দলপতি) গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের শ্লীপদ রোগ ছিল। একারণ মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণগণমধ্যে পুত্রকন্যার বিবাহকালে ইহাঁর সম্মানের নিমিত্ত অদ্যাপিও তৈল হরিদ্রা প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

ভেলুয়ার ভট্টাচার্য্যগণ গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দের অধস্তন দশম পুরুষ।

গোত্র	গাঁই
শাণ্ডিল্য—	চম্পটী, বাগ্‌ছি লাবড়(লাহোড়ি), নন্দনাবাসী।
কাশ্যপ—	ভাদুড়ী, করঞ্জ, শিম্বি (১)।
বাৎস্য—	কালায়ী (কালী), গৃহশোধিনী (২), মধুগ্রামী।
ভরদ্বাজ—	রাই, গোপূর্ব্ব (গোগ্রামী) শির, শিঠি(শাকটি), ঝামাল (ঝম্পটী)।
সাবর্ণ—	অন্নাশনী (৩)।

চম্পটী, বাগ্‌ছি, নন্দনাবাসী, ভাদুড়ী, করঞ্জ, কালী, গৃহশোধিনী ও গোপূর্ব্ব আটগাঁই কুলীন। আর অবশিষ্ট আটঘর শ্রোত্রিয়।

লঘুভারতের মতে উত্তরবারেন্দ্রগণ স্বর্ণকৌশিক, অজ্ঞতকৌশিক, ঘৃতকৌশিক, কোণ্ডিল্যকৌশিক ও কৌশিক এই পঞ্চ গোত্র। কিন্তু উত্তরবারেন্দ্ররা তাহা স্বীকার করেন না।

যেরূপ মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা রাজা কংসনারায়ণের মন্ত্রী দত্তখাসের সভা হইতে চলিয়া যান, সেরূপ উত্তরবারেন্দ্ররা কবে কাহার সময় দক্ষিণবারেন্দ্র হইতে পৃথক হইয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

দিনাজপুর ও মালদহ জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই উত্তরবারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বাস করেন।

এই বিবাহ সমস্যার দিনে মধ্যশ্রেণী ও রাঢ়ীশ্রেণী এক রাঢ়ীশ্রেণী বলিয়া পরিচিত হওয়া যেরূপ বাঞ্ছনীয়; উত্তরবারেন্দ্র ও বারেন্দ্রশ্রেণী একই বারেন্দ্রশ্রেণী বলিয়া সেইরূপ পরিচিত হওয়া সমীচীন মনে হয়।

১। উত্তরবারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কাশ্যপগোত্রে শিম্বিগাঁই, কিন্তু বারেন্দ্রের ভরদ্বাজ গোত্রে শিম্বিগাঁই।

(২) ও (৩)। গৃহশোধিনী ও অন্নাশনীগাঁই বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পতিত ও বর্ণ ব্রাহ্মণ।

রাজা বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগের কুল নির্দ্ধারণ করিয়া গো, ভূমি, স্বর্ণ ও বসনাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি একটা মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণ-গণকে একটা স্বর্ণময়ী ধেনু দক্ষিণা দেন।

পঁচিশজন ব্রাহ্মণ সেই স্বর্ণময়ী ধেনু সুবর্ণবণিকদিগের নিকটে গিয়া কৰ্ত্তিত করাইয়া বিভাগ করিয়া লয়েন। রাজা বল্লালসেন এই সংবাদ প্রাপ্তে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পঁচিশজন ব্রাহ্মণকে পতিত করেন এবং তদ্‌সহ সুবর্ণবণিকজাতিকেও পতিত করেন।

"এবং নিধার্য্য বিপ্রাণাং কুলং তেষাং নৃপোত্তমঃ।
গোভূমিস্বর্ণবস্ত্রাদিদানৈ স্তান্ পর্য্যতোষয়ৎ॥
কিয়ৎকালান্তরে রাজা সমাহূয় দ্বিজোত্তমান্।
চকার স মহাযজ্ঞং যজ্ঞান্তে চ নৃপোত্তমঃ॥
ধেনুং স্বর্ণময়ীং কৃত্বা দদৌ বিপ্রায় দক্ষিণাম্।
সা চ স্বর্ণময়ীধেনুর্বিপ্রৈশ্ছিন্না পৃথক্ পৃথক্॥

ভাগং কৃত্বা যথাযোগ্যং গৃহ্লীয়ুস্তে মহীশূরাঃ ।
রাজা তথাবিধং দৃষ্ট্বা ক্রোধাবিষ্টো বভূব হ ॥
ছিত্ত্বা স্বর্ণময়ীং ধেনুং পঞ্চবিংশতিসংখ্যকাঃ ।
যে দ্বিজাঃ প্রযুতিগৃহ্নুঃ কুলাদ্রাজ্ঞা বহিষ্কৃতাঃ ॥”

* * * * * *

“অমী কুলোদ্ভবাশ্চৈব গোদানং জগৃহুর্দ্বিজাঃ ।
তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥
সম্বন্ধে ভোজনে চৈব দানে যজ্ঞে তথৈব চ ।
বিদ্বদ্ভিঃ শ্রাদ্ধকালে চ বর্জ্জ্যা এতে পুনঃ পুনঃ ॥”

(কুলতত্ত্বার্ণব)

যে পঁচিশ জন ব্রাহ্মণ বল্লালসেন কর্ত্তৃক পতিত বলিয়া গণ্য হন, তাঁহাদিগের নাম, গোত্র ও গাঁই নিম্নে লিখিত হইল ।

শাণ্ডিল্যগোত্র

গাঁই	নাম
বন্দ্য	আনায়ি, গণায়ি, হাড়ো গোপী ও বিষ্ণু
গড়গড়ি	দিবাকর ।
দায়ারি	কেশব ।
মাশ্চটক	দোকড়ি ।
কুশারি	যব ।

ভরদ্বাজগোত্র

গাঁই	নাম
ডিণ্ডীশায়ী	শঙ্কর
রায়ী	মধুসূদন ।

কাশ্যপগোত্র

গাঁই	নাম
চট্ট	শুকুনি ।
গুড়	ডউক ।
সিমলায়ী	পরাশর ।
হড়	নারায়ণ ।
তৈলবাটী	নায়ারি ।
পীতমুণ্ডী	শঙ্কর ।

সাবর্ণগোত্র		বাৎস্যগোত্র	
গাঁই	নাম	গাঁই	নাম
গাঙ্গলী	হাস্থ, কুন্দ ও রোষাকর।	পিপ্পলি	দোকড়ি
		ঘোষাল	বিশ্বরূপ
কুন্দলাল	বিশ্বেশ্বর।	পূতিতুণ্ড	গৌতম।
		মহিন্ত্যা	কেশব।

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় পাঁচগাঞির নয়জন, ভরদ্বাজগোত্রীয় দুই গাঁঞির দুইজন, কাশ্যপগোত্রীয় ছয়গাঁঞির ছয়জন, সাবর্ণ গোত্রীয় দুইগাঁঞির চারিজন ও বাৎস্যগোত্রীয় চারিগাঁঞির চারিজন ব্রাহ্মণ বল্লালসেন কর্ত্তৃক কুল হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণেরাও ইহাদের সহিত ব্যবহার ত্যাগ করিলেন।

বল্লালসেনের পরবর্ত্তীকালে কেহ কেহ সমাজে চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যাঁহারা কুলাচার্য্যদিগকে বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য হইয়াগিয়াছেন। ইহাঁদের সংস্রবে কুলীনেরা বংশজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। আর যে সকল ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যদিগের কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শূদ্রজাতির যাজকতা গ্রহণ করিয়া বর্ণব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছেন।

যে সকল ব্রাহ্মণ সৎশূদ্রের যাজকতা করেন তাঁহারা বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত নহেন, তাঁহারা প্রায়ই বংশজব্রাহ্মণ। আর যাঁহারা

নিম্নশ্রেণীর যাজকতা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

রাঢ়ীশ্রেণী হইতে অধিকাংশ বর্ণের ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ণব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইলেও, ইহারা আর রাঢ়ীশ্রেণী বলিয়া পরিচয় দেন না। বর্ণব্রাহ্মণই একটী শ্রেণী হইয়াছে। একশ্রেণী হইলেও এক বর্ণেরব্রাহ্মণের সহিত অন্যবর্ণের ব্রাহ্মণের আদান প্রদান প্রচলিত নাই। কতক বর্ণব্রাহ্মণ মুখুয্যে, বাড়ুয্যে, চাটুয্যে, গাঙ্গুলী ও ঘোষাল রাঢ়ীশ্রেণীর উপাধি ধারণ করেন। আর কতগুলির চক্রবর্ত্তী উপাধি দেখা যায়। যে সকল বর্ণব্রাহ্মণের সহিত গ্রহবিপ্র, সাতশতী ভাট প্রভৃতির সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহারা প্রায় চক্রবর্ত্তী উপাধিতে পরিচিত।

বর্ণের ব্রাহ্মণেরা সকলই পতিত বলিয়া গণ্য। এই সকল পতিত ব্রাহ্মণ হইতে অগ্রদানী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। অগ্রদানীরা আপনাদিগকে ঘোষাল, চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি উপাধিতে পরিচিত করেন।

বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে কোন বর্ণব্রাহ্মণ দেখা যায় না। পাঁচুড়িয়া দোষগ্রস্ত যে সকল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই বর্ণব্রাহ্মণদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন।

মাহিষ্য (কৈবর্ত্ত) জাতির ব্রাহ্মণেরা দাক্ষিণাত্যবৈদিক (উৎকলী) বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহাদিগের সভাসমিতি

হইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ইহারা এক্ষণে আপনাদিগকে গৌড়াদ্যবৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবেন।

পীরালীব্রাহ্মণ। যশোহর জেলার অন্তর্গত চেঙ্গুটীয়া পরগণায় পীরআলী খাঁ নামে বাদসাহের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি কেশবপুর ও নরেন্দ্রপুরের ব্রাহ্মণগণকে একটী ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। ছলনা পূর্ব্বক কেশবপুরের ব্রাহ্মণগণকে পলাণ্ডু সংযুক্ত পক্কান্ন ভোজন করাইয়াদেন। কিন্তু নরেন্দ্রপুরের ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে পারেন নাই। কেশবপুরের ব্রাহ্মণেরা যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়া পীরালীমুসলমান নামে পরিচিত হইলেন, এবং নরেন্দ্রপুরের ব্রাহ্মণেরা ঘ্রাণদোষে পতিত হইয়া পীরালীব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলেন। এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পঞ্চানন নামে একব্যক্তি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং গড়গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন করিলেন। পঞ্চানন ঠাকুর নামে অভিহিত হইতেন। ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কুশারি গাঁই। পরে এই ঠাকুর ইহাঁর বংশের উপাধিতে পরিণত হয়।

পাতুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশ।—পলাশীর যুদ্ধের পর গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান কেল্লা প্রস্তুতের প্রয়োজন হইলে পঞ্চাননের পুত্র জয়রামঠাকুর পাতুরিয়াঘাটায় আসিয়া বাস করেন। ঠাকুরবংশ কুশারিগাঁই শুদ্ধশ্রোত্রিয় ছিলেন বলিয়া আদান প্রদানে বিশেষ সাবধান ছিলেন। স্বভাব কুলীনপুত্রকে তাঁহারা কন্যাদান করিতেন, এবং সেই সকল কুলীনপুত্রগণকে

প্রতিপালন করিতেন। বোধ হয় কুলাচার্য্যগণকে বশীভূত করিবার চেষ্টা না করায়, আদানপ্রদানে এত সাবধান থাকিয়াও, ইহাঁদিগের পীরালী পরিবাদ নষ্ট হয় নাই এবং শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া সমাজে আর পরিগণিত হইতে পারেন নাই।

এই ঠাকুর বংশের এক অংশ পাতুরিয়াঘাটা হইতে উঠিয়া জোড়াসাঁকোয় বাস করেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী।

ভিক্ষাপুত্র।

কিছুকাল হতে রাঢ়ে চলেছে কুপ্রথা।
উপবীতে কতি দ্বিজে শূদ্রে দেখে মাথা॥
শূদ্রার প্রথম ভিক্ষা, ভিক্ষামাতা হয়।
নামে দ্বিজ, কাজে ভ্রষ্ট, বিপ্র পরিচয়॥
ব্রহ্মণ্য লক্ষণে পৈতা কেবল দেখায়।
পাচকতা, নীচতা, পিষ্টকাদি বিক্রয়॥
নানা অকার্য্যে ভিক্ষার ধনে উচ্চকয়।
বলে পঞ্চ ঋষিসুত, না কর সংশয়॥
অকথ্য অনাচারে না হয় কভু ভীত।
এ সকল দ্বিজ চারি সমাজে পতিত॥
কুপ্রথা যত নিকৃষ্ট দ্বিজাভাসে দেখি।
সদ্বংশসম্ভূত বিপ্রে কভু নাহি পেখি॥
কদাচারী বিপ্রত্যাজ্য বিভা ব্যবহারে।
কন্যাদানে কুল নষ্ট কুলজ্ঞে প্রচারে॥

দেবীবর ছাঁটাদ্বিজ বিপ্রাভাস মাত্র।
সর্পবটে বিষে ঢোঁড়া গতি যত্র তত্র॥
পঞ্চানন মুলো কয় অদ্ভুত ডরায়।
বিজ্ঞের ও ভয় রজ্জুতে সর্পের নিশ্চয়॥

(গোষ্ঠী কথা

বর্ণব্রাহ্মণ।

কিছু পর দেবীবর করিয়া মনন।
পশ্চিম রাঢ়েতে গতি করিল তখন॥
পথিমধ্যে দেখে কিছু উপবীতধারী।
লাঙ্গল চালায় তারা হয়ে কৃষিকারী॥
ঘটক পুছিল নাম, কিবা গাঞিধর।
আতিত্যাদি উনবিংশ করিল উচ্চার॥
দেবী বলে আমি হই বাঙ্গাল কুলাচার্য্য।
কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি বিবাহের কার্য্য॥
তাহাতে কহিল মাত্র সগোত্র ছাড়িয়া।
বিবাহ ব্যবহার হয় ব্রাহ্মণ দেখিয়া॥
এই কথা দেবীবর শুনিল যখন।
একেবারে করে সেই দেশ বিবর্জ্জন॥
তাহারা হইল শেষে দেবীবর ছাঁটা।
যেমন দেবতা হন বিরূপাক্ষ কাটা॥
তাহাদেরি কিয়দংশ হইল দেবল।
বেতনেতে দেবপূজা করয়ে কেবল॥
অপরাংশ মধ্যে তার হইল বড় গোল।
মানে ক্ষুণ্ণতা দেখি ফিরাইল ভোল॥

কিছু কিছু হইল তার বর্ণ পুরোহিত।
কিয়দংশ অগ্রদানে হইল পতিত॥
কিছু তার অংশ মধ্যে ভাটে মিশাইল।
এইমত সূত্রক্রমে বঙ্গে আগে গেল।
আদিবংশ পরিচয়ে চেনা কিছু ভার।
বংশ ব্যবসায় দেখে করহ বিচার॥
দেবীবর কৃত এই মহাকার্য্য হৈল।
গুণময় পদার্থের বিচার করিল॥

(হরিমিশ্র কৃত বর্ণব্রাহ্মণাধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়।

-:*:-

রাঢ়ী বারেন্দ্র পরস্পর বিবাদের কারণ কি।

বারেন্দ্র কুলাচার্য্যের নিকট হইতে এখন যে সকল কুলীন-বংশাবলী পাওয়া যায় তাহার প্রায়ই সমস্ত আধুনিক। প্রাচীন কুলাচার্য্যগ্রন্থ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য অথবা বিলুপ্ত।

কান্যকুব্জ হইতে রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগ, বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধি, ভরদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথি ও সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি গৌড়ে আনীত হন। এবং তাহাদের পঞ্চপুত্র ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ রাজা আদিশূরপুত্র ভূশূর সহ রাঢ়ে আগমন করেন।

কিন্তু বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে ভিন্নরূপ লিখিত আছে। ডিল্লিচত্বর হইতে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, ঔড়ম্বর হইতে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ, কোলাঞ্চ হইতে কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষ, তাড়িতদেশ হইতে বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড় এবং মদ্রদেশ হইতে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ বরেন্দ্রদেশে আগমন করেন।

"ভট্টনারায়ণস্তত্রশাণ্ডিল্য ডিল্লিচত্বরাৎ।
ঔড়ম্বরস্তরদ্বাজঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
কোলাঞ্চাৎ কাশ্যপোদক্ষস্তাড়িদ্দেশান্মহাতপাঃ॥

বাৎস্যগোত্রঃ সমুৎপন্নশ্ছান্দড়োঃ মুনিসত্তমঃ।
বেদগর্ভশ্চ সাবর্ণোমদ্রদেশাৎ সমাগতঃ ॥"

(বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা)

আবার কোন কোন বারেন্দ্রঘটক প্রমাণ দেখান—

"নরায়ণস্তু শাণ্ডিল্য স্মুষেণঃ কাশ্যপস্তথা।
বাৎস্যো ধরাধরো জ্ঞেয়ঃ ভরদ্বাজস্তু গৌতমঃ ॥
পরাশরশ্চ সাবর্ণঃ এতে পঞ্চ সমাগতাঃ ॥

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজগোত্রীয় গৌতম ও সাবর্ণগোত্রীয় পরাশর এই পঞ্চজন আসিয়াছিলেন কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশধর। তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে, যে সুষেণ দক্ষের ভ্রাতা, ধরাধর ছান্দড়ের ভ্রাতা, গৌতম শ্রীহর্ষের ভ্রাতা পরাশর বেদগর্ভের ভ্রাতা, ইহাঁরা রাজা ভূশূরের সহিত বরেন্দ্র ভূমি ত্যাগ করেন নাই। (২৫ এর পৃষ্ঠা দেখ।) নারায়ণ বোধ হয় ভট্টনারায়ণ তিনি রাঢ়ে আসিয়াছিলেন, ইহাঁর ভ্রাতা দামোদর বরেন্দ্রভূমে ছিলেন, কিন্তু বারেন্দ্র ঘটকেরা নারায়ণের পুত্র আদিগাঞি নাম উল্লেখ করিয়া শাণ্ডিল্যগোত্রের বারেন্দ্রব্রাহ্মণের আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করেন। ভট্টনারায়ণ রাঢ়ে আসিলে পর তাঁহার ১৬টী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বরেন্দ্রভূমে বাসকালে ভট্টনারায়ণের কোন পুত্র হইয়াছিল কিনা, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভট্টনারায়ণের ভ্রাতা দামোদর বরেন্দ্র ভূমে

ছিলেন। আদিগাঁঞি দামোদরের পুত্র এবং ভট্টনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র হইবেন; কিন্তু বারেন্দ্রঘটকেরা দামোদরের নাম উল্লেখ করেন না।

এইরূপ প্রমাণ দেখাইয়া বারেন্দ্রঘটকেরা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র যে একেরই সন্তান তাহা দেখাইতে চাহেন না। কিন্তু ইহারা একেরই সন্তান। এমন কি পূর্ব্বে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে আদানপ্রদান প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহেশের নির্দ্দোষকুলসারাবলীতে বন্দ্যঘটী বর্ণনে ও মুখৈটী কুলবর্ণনে দৃষ্ট হয়, যথা—

১। "রত্নেশ্বরস্য ন্যান মুখ মচরণ তৎসুতাঃ
ভুবন-নয়ন-অনন্ত-রঘু-রমাকান্তাঃ।
ভুবনস্য ব্রহ্মচারিণঃ কন্যা বিবাহ বারেন্দ্রঃ॥

২। "কৃষ্ণস্যোচিতং রাঘব পুনঃ পুনর্লভ্যা বন্দ্যষষ্ঠীদাস গ্রহণাচ্চ ততঃ পশ্চাৎ কন্যাপুত্র রূপনারায়ণেন আত্মসাৎকৃতা, অতএব লভ্যা চট্টনারায়ণ ইতি হেতুর্মহান বারেন্দ্র বিশমাদি সম্পর্কঃ। তৎসুতাঃ বাবাকান্ত-রূপনারায়ণ-রামচন্দ্রাঃ।......রূপনারায়ণস্য পোরাড়ী-বিবাহঃ হেতোহস্য লভ্যা চট্ট. দুর্গারাম বলাৎ বিবাহং চ দুর্গারামেন গুরুচক্রবর্ত্তিনঃ কন্যা বিবাহিতা ইতি হেতো বারেন্দ্র রঘুরামোহকৃতী হেতো ও পশ্চাৎ চট্টনারায়ণস্য কন্যা বিবাহঃ।"

৩। "ঘনশ্যামস্য ক্ষেমা বারেন্দ্র কন্যাদ্বয় প্রদানাৎ।"

রাজা বল্লালসেনের পূর্ব্বে এইরূপ রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল; এবং তৎকালে কেহ বরেন্দ্রভূম হইতে

রাঢ়ে আসলে তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা রাঢ়ী হইয়া যাইতেন। কিন্তু বল্লালসেনের সময় হইতে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে পৃথক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া গণিত হইতে থাকেন এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদান রহিত হইয়া যায়।

বারেন্দ্রশ্রেণীর শাণ্ডিল্যগোত্রের আদিগাঁইঞিবংশ সম্ভূত অধস্তন একাদশ পুরুষ বিন্দুসাগরের দুইপুত্র দুই শ্রেণী। পুত্র জয়সাগর বারেন্দ্র ও পুত্র মণিসাগর রাঢ়ী। এইরূপ কাশ্যপ গোত্রের সুষেণের বংশে অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ শিক্ষাশিরোমণির একপুত্র স্বর্ণরেখ বারেন্দ্র, অন্যপুত্র ভবদেব রাঢ়ী। বাৎস্য গোত্রের ধরাধরের অধস্তন তৃতীয়পুরুষ শিবওঝার এক পুত্র বেদান্তাচার্য্য বারেন্দ্র ও অন্য পুত্র দামোদর রাঢ়ী।

রাজা বল্লালসেন এইরূপ প্রথা উঠাইয়া দেন। যে যে দেশে বাস করুন না কেন, বারেন্দ্রর পুত্ররা বারেন্দ্র ও রাঢ়ীর পুত্ররা রাঢ়ী নামে গণ্য হইবেন। দেশত্যাগ হেতু আর ভিন্ন শ্রেণী হইতে পারিবেন না।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিত ও রাজা মহারাজা পদবাচ্য অনেক ভূম্যধিকারী ছিলেন।

রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের অনেকেই, পূর্ব্বপুরুষের পাণ্ডিত্যবলেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক অর্জ্জিত ব্রহ্মোত্তর জমি প্রাপ্তে, (বিদ্যাশিক্ষায় সেরূপ মনযোগী না থাকায়,) কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ; যাজকতাকে প্রাধান্য দেওয়ায় এবং পাচকাদি কর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করায়, বারেন্দ্রশ্রেণী অপেক্ষা

তাহাদের অনেক হীনতা ঘটে। বারেন্দ্রব্রাহ্মণের মধ্যে এমন কি যাঁহারা পাঁচুড়িয়া দোষগ্রস্ত পতিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও কেহ রাঢ়ীর ব্রাহ্মণের কাষ্য করেন না।)

এই সকল কারণে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ীশ্রেণীর প্রতি একটু অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি কল্পিত দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বারেন্দ্রগণ বলেন রাঢ়ীয়গণ কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের পরিণীতা সপ্তশতীকন্যার গর্ভজাত, আর তাঁহারা নিজে ব্রাহ্মণ পঞ্চকের পূর্ব্ব পরিণীতা পত্নীর সন্তান। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয়গণ বারেন্দ্রদিগের প্রতি ঠিক এইরূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা নহে; রাঢ়ী বা বারেন্দ্র কেহই সপ্তশতী কন্যার গর্ভজাত নহেন। ইঁহারা সকলেই কাণ্যকুব্জদেশীয় পূর্ব্বপরিণীতা কন্যার গর্ভজাত।

এক্ষণে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীতেই সপ্তশতী সম্পর্ক ঘটিয়াছে। তিন গাঁই সপ্তশতী বারেন্দ্রে ও দুইগাঁই রাঢ়ীতে মিশিয়া গিয়াছে।

এরূপ বিবাদের বৃথা কল্পনাত্যাগ করিয়া, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয়ের আপন আপন বংশাবলী সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থের আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

অষ্টম অধ্যায়

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈদিকশ্রেণী।

পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য ভেদে বৈদিক ব্রাহ্মণ দুই প্রকার।

পশ্চিমদেশ অর্থাৎ কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থান হইতে যাঁহারা বঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহারা পাশ্চাত্য, আর যাঁহারা দক্ষিণাপথ অর্থাৎ দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

পাশ্চাত্য অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যবৈদিকগণের পরে বঙ্গে আগত কেহ কেহ এই অর্থ করেন, ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। দাক্ষিণাত্যবৈদিকেরা পাশ্চাত্যবৈদিকগণের পরবর্ত্তীকালে বঙ্গে আসিয়াছেন এই রূপ দেখা যায়। বঙ্গের নবাব হোসেনসাহেব মন্ত্রী রূপ ও সনাতন দ্রাবিড়ী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাস্ত্রালোচনামানসে তাঁহাদিগের স্বদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে এদেশে আনাইয়াছিলেন এবং বসতি করাইয়াছিলেন; আবার গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে (জগন্নাথক্ষেত্রে) অবস্থিতি করায়, উড়িষ্যার সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে; অনেক উৎকলী বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন

করিতে থাকেন এবং বসতি আরম্ভ করিয়া দেন। এই দ্রাবিড়ী ও উৎকলী ব্রাহ্মণেরা পরে দাক্ষিণাত্যবৈদিক বলিয়া গণ্য হন; সেকারণ দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণী মধ্যে আমরা দ্রাবিড়ী ও উৎকলী দুইটী শাখা দেখিতে পাই। ইহাতে পাশ্চত্যবৈদিকগণ দাক্ষিণাত্যবৈদিকগণের পরে আগমন করেন নাই‍ই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য অর্থাৎ পশ্চিমদেশ হইতে আগত এই অর্থ সমীচীন।

পাশ্চাত্যবৈদিক—কুলপ্রথা।

গৌড়ে পালবংশীয় রাজগণের পরে ও সেনবংশীয় রাজাগণের পূর্ব্বে শ্যামলবর্ম্মা নামে একজন ভূপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন সময়ে তাহার প্রাসাদে শকুন পতিত হইয়া রাজ্য মধ্যে নানারূপ অশান্তি উৎপাদন করে। রাজা শ্যামলবর্ম্মা এদেশীয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক শান্তিস্বস্ত্যয়ন সম্পন্ন করান, কিন্তু তাহাতে উপদ্রবের শান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর উপদ্রব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন রাজ্ঞার পরামর্শে ভূপতি পশ্চিম দেশস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী কর্ণাবতী নামক নগরী হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করান, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা শাকুনিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করান। ১০০১ শকাব্দে কর্ণাবতী সমাজ হইতে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচ জন ব্রাহ্মণ রাজা শ্যামলবর্ম্মার এই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদিগের নাম ও গোত্র পর পৃষ্ঠায় লিখিত হইল।

	বৈদিক কুলদীপিকার নাম	বৈদিক কুলমঞ্জরীর নাম
শুনক	যশোধর	যশোধর
শাণ্ডিল্য	বেদগর্ভ	বেদগর্ভ
বশিষ্ঠ	গোবিন্দ	রত্নগর্ভ
সাবর্ণ	পদ্মনাভ	শ্রীমান্
ভরদ্বাজ	চিন্তামণি (অন্যমতে বিশ্বজিৎ)	বেদান্তবাগীশ

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আদিপুরুষের নাম ২খানি কুলগ্রন্থে এইরূপ পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয়।

যজ্ঞসমাপনান্তে রাজা শ্যামলবর্ম্মা শুনকগোত্রীয় যশোধর ও শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বেদগর্ভকে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন, পরে অপর তিন গোত্রীয় তিন জনকে ও সম্মানিত করেন। এই পাঁচ জন পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ পঞ্চগোত্রি কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন

রাজা শ্যামলবর্ম্মা যশোধরকে সামন্তসার নামক স্থান বসতি করিবার জন্য প্রদান করেন।

পরবর্ত্তীকালে এই পঞ্চগোত্রি ভিন্ন, যে সকল গোত্রের বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ষষ্ঠগোত্রি নামে অভিহিত হন। পঞ্চগোত্রিরা কুলীন, ষষ্ঠগোত্রিরা কুলীন নহেন।

শুনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পঞ্চগোত্র সম্ভূত সমাজস্থানবাসী, সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণই কুলীন। যে গ্রামে পঞ্চগোত্রীয়গণ বংশ পরম্পরাক্রমে বাস করেন সেইগ্রাম সমাজ বলিয়া পরিগণিত। এইরূপে গ্রামের নামানুসারে বৈদিককুলীনগণের চৌদ্দসমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। চৌদ্দ-সমাজের নাম, যথা সামন্তসার, জোয়ারি, পানকুণ্ড, আখরা, গৌরালি, আলাদি, মধ্যভাগ দধীচ, মরীচি, শান্তালি (শাঁতৈর), ব্রহ্মপুর, চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ ও কোটালিপাড়া।

স্থান ও কালানুসারে কুলীনের কুল নষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়; অর্থাৎ সমাজ ভিন্ন অন্যস্থানে বাস, বিবাহে পণ গ্রহণ অথবা কন্যাপরিবর্ত্ত প্রভৃতি পাশ্চাত্যবৈদিকসমাজবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে কুল নষ্ট হয়। কুল কন্যাগত, কেহ হীনকুলে কন্যাদান করিলে তিনি কৌলীন্য হইতে বঞ্চিত হন। আবার নীচকুলে কন্যাদান করিলে সমাজে সেইরূপ ঘৃণিত হন। কিন্তু চিরকালের জন্য তাঁহার কৌলীন্যবিচ্যুতি ঘটে না, পুনরায় কুলসম্বন্ধ করিলে তিনি মার্জ্জিত হন।

অকুলীনের সম্পর্কে কুলীনের কুলহানি হয় না। সত্য কিন্তু পাশ্চাত্য যবনবিদ্যা সংসর্গে সেই কুল দূষিত হয়। (যেমন পবিত্র পঞ্চগব্য সুরাসম্পর্কে অপবিত্র হয়।) কুলীনগণের মধ্যে অঙ্গহীন অপেক্ষা অষ্টাঙ্গলক্ষণাক্রান্ত কুলীন শ্রেষ্ঠ; অষ্টাঙ্গলক্ষণ, যথা—"বেদো বিত্তঞ্চ সম্বন্ধো ভূমিবহ্নি পরিগ্রহঃ। ধর্ম্মং সত্যং তপশ্চৈবমষ্টাঙ্গং কুলমুচ্যতে।"—অকুলীনগণের

মধ্যে কুলসম্বন্ধবিশিষ্ট অকুলীন শ্রেষ্ঠ। যে সকল অকুলীন বৈদিকসমাজ বন্ধনে থাকিবেন, তাঁহারা অসামাজিক অকুলীনগণের নিকট সম্মানিত হইবেন।

দোষগুণ ভেদে কুল পাঁচ প্রকার; উজ্জ্বল আচ্ছাদিত, আহার্য্য, পশু ও মাৰ্জ্জিত। যিনি অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট তিনি উজ্জ্বল কুল নাম প্রাপ্ত। অপ্রাপ্তিহেতু যিনি কুলসম্বন্ধ বঞ্চিত, তিনি আচ্ছাদিত কুল নামে অভিহিত। কুলীনত্যাগ করিয়া অকুলের সহিত সম্বন্ধ করিলে আহার্য্য কুলপ্রাপ্ত হন। আর যিনি অকুলীনের সহিত ক্রমশঃ বহুসম্বন্ধ করেন তিনি পশুকুল নাম প্রাপ্ত হন। আচ্ছাদিত, আহার্য্য ও পশুকুল কুলসম্বন্ধ-বশে মাৰ্জ্জিতকুল নাম প্রাপ্ত হন।

উজ্জ্বল হইতে মাৰ্জ্জিত, মাৰ্জ্জিত হইতে আচ্ছাদিত, আচ্ছাদিত হইতে আহার্য্য ও আহার্য্য হইতে পশুকুল পর পর হীন। কুল উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠসম্বন্ধ দ্বারা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইতে পারে।

কুলীনের সহিত যাহার ধারাবাহিক সম্বন্ধ আছে সে ব্যক্তি বিদ্যাহীন হইলেও সমুজ্জ্বল কুল সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হন।

ষষ্ঠগোত্র।

বঙ্গে পঞ্চগোত্র আগমনের পর ১১০২ শকে অপর ছয়টা গোত্র কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয়, গৌতম, অগ্নিবেশ্য, ঘৃতকৌশিক ও কৌশিক আগমন করেন। এই ছয়টা গোত্র উত্তম ষষ্ঠগোত্র নামে অভিহিত।

পরবর্ত্তীকালে রথীতর, পরাশর, সঙ্কষণ, কাত্যায়ন, মঞ্জুঋষি

(মৌদ্গায়ন) প্রভৃতি অপর কয়েকটী গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন। তঁহারাও ষষ্ঠগোত্র নামে পরিচিত হন। ইহাঁদের কোন কোন গোত্র মধ্যম, কোন কোন গোত্র নিকৃষ্ট ষষ্ঠগোত্র বলিয়া অভিহিত।

পঞ্চগোত্রীয়গণ ঋক্‌বেদী ও সামবেদী। ষষ্ঠগোত্রীয়গণ ঋক্, যজু: ও সাম এই তিন বেদী। শুনক গোত্রীয় ঋগ্বেদী ও অপর চারিগোত্রীয়গণ সামবেদী। শুনকগোষ্ঠীর বংশাবলী ফরিদপুরের কোটালীপাড়া, ঢাকাজেলায় বিক্রমপুরপরগণার: অন্তর্গত ধলছত্র ও আমতলা গ্রামে এবং ২৪ পরগণার ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানে বাস করেন, ইহাঁরা ঋগ্বেদী। সামন্তসারের সৌনক গোত্রের সমাজপতিগণ ঋগ্বেদী। (সৌনকগোত্রের বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য) আখড়া ও পানকুণ্ডার শাণ্ডিল্যগণ কেহ কেহ সামবেদী, কেহ কেহ ঋগ্বেদী। জোয়াড়ীর বশিষ্ঠগোত্রীয় সমাজপতিগণ ও ভাটপাড়ার বশিষ্ঠগোত্রীয়গণ যজুর্ব্বেদী। কাশ্যপগোত্রীয়গণ যজুর্ব্বেদী তবে বাকলার কাশ্যপগণ সামবেদী, উজীপুর, স্বীকারপুর, দেহরগুতি ও ফরিদপুর জেলার ধাবকার কৃষ্ণাত্রেয়গণ সামবেদী, ধানুকানিবাসী কৃষ্ণাত্রেয়গণ যজুর্বেদী। বাৎস্য ও বৎস্য, অন্যত্রের, কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃতকৌশিক ও কৌশিকগণ দ্বিবেদী অর্থাৎ ঋক্ ও সামবেদী ইহাদিগকে ঋক্-সামে বলে। গঙ্গাতীরবাসী গৌতমগোত্রীয়গণ সাম ও ঋক্‌বেদী। সঙ্কর্ষণ, কাণ্বায়ন ও মঞ্জুঋষি প্রভৃতি গোত্রীয়গণ সামবেদী।

নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী, কৃষ্ণনগর, দোগাছি, ভালুকা,

কলিয়াড়া, ভাটপাড়া, মেহেরপুর, কোন্নগর, অম্বিকা (কালনা), মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বড়িয়া ও মহেশপুর নিবাসী পাশ্চাত্য বৈদিকগণ পরস্পর বৈবাহিকসম্বন্ধে সামাজিকতায় সাম্যভাবাপন্ন;

সৌনকগোত্র।—ইহাঁরা শুনক গোত্র হইতে বহির্গত হইয়াছেন এইরূপ মনে হয়। এরূপ একটি প্রবাদ আছে যে আখরাবাসী শাণ্ডিল্যগণ হাজিদ্বারা জাতিভ্রষ্ট হন এবং হাজি ভয়ে আখরা পরিত্যাগ করিয়া ভোজেশ্বরে পলায়ন করেন।—"আখরাবাসিনঃ সর্ব্বে হাজিনা যবনীকৃতাঃ। হাজিভয়ে সমুৎপন্নে ভয়াদ ভোজেশ্বরগতাঃ॥" শাণ্ডিল্যগণ শুনক গোত্রের যশোধর বংশীয় হরিহর চক্রবর্ত্তীর পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞাপন করেন যে আখরার মুসলমানগণ প্রবল হইয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করায় এবং তাঁহাদের মধ্যে হরিদেব নামা জনেক ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করায়, তাঁহারা আখরা পরিত্যাগ করিয়া ভোজেশ্বরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু সপ্তগোত্রীয়গণ তাঁহাদের সমাজদারগণ ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন। তখন হরিহরের পিতা তাঁহাদিগকে বাস্তবিক নির্দ্দোষ জানিয়া সমাজে গ্রহণ করেন। এবং নিজপুত্র হরিহরের সহিত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সৃষ্টিধরের কন্যার বিবাহ দেন। সেই বিবাহে চোদ্দসমাজের কুলীন পঞ্চগোত্রীয়গণ উপস্থিত ছিলেন কেবল সৃষ্টিধরের অপবাদ রটনাকারী সমাজদারগণ নিমন্ত্রিত হন নাই। সমবেত পঞ্চগোত্রীয়গণ মিলিত হইয়া হরিহরকে গোষ্ঠীপতি বা সমাজপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই হইতে সমাজদারগণ

নিজদিগকে সৌনক বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। সৌনক ও শুনক গোত্রে বিবাহ হয় না। ইহাঁরা উভয়ে এক গোত্র বলিয়া বোধ হয়। সোনকগোত্রীয়গণ শুনকগোত্রীয় যশোধরের ভ্রাতা বংশীধরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন।

পাশ্চাত্য বৈদিকেরা প্রায় সকলে শাস্ত্রব্যবসায়ী। রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও স্বশ্রেণীর গুরুত্ব ও পৌরহিত্য করিয়া আসিতেছেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণগণের একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহারা স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে গুরু বা পুরোহিত রূপে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত পাশ্চাত্যবৈদিক ব্রাহ্মণকে গুরু পুরোহিতের পদে বরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

পাশ্চত্য বৈদিকগণের বঙ্গে আগমন করার পর দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ দ্রাবিড় ও উৎকল দেশ হইতে বঙ্গে আগমন করেন।

গৌতম কাশ্যপ, বাৎস্য, কাত্যায়ন, ঘৃতকৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় ও কৌশিক এই অষ্টগোত্র ব্যতীত ভরদ্বাজ, জাতূকর্ণ ও সাবর্ণ

গোত্র আছে। কৃষ্ণাত্রেয় ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিকের সংখ্যা অত্যল্প। জাতুকর্ণ ও সাবর্ণ প্রভৃতি গোত্রীয়গণ আপনাদিগকে দাক্ষিণাত্য বলিয়া পরিচয় দেন।

এই শ্রেণীর মধ্যে যজুর্ব্বেদীর সংখ্যাই অধিক, সামবেদীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। ঋকবেদীর সংখ্যা তদপেক্ষা কম। অথর্ব্ববেদী যৎসামান্য, এমন কি আজকাল এ বেদী আর দৃষ্ট হয় না।

আচার্য্য, ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী ও মিশ্র ইহাঁদিগের উপাধি। ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা উৎকল হইতে আগত, তাঁহাদিগের ভদ্র, কর, নন্দী, পতি প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়।

কুলপ্রথা।

কুলীন, বংশজ ও মৌলিক ত্রিবিধ বিভাগ আছে।

কুলীনকন্যার জন্মমাত্র যাঁহারা বাগদান করেন অর্থাৎ যাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বাগদান প্রথা প্রচলিত তাঁহারাই কুলীন। কুল কন্যাগত, সুতরাং কন্যার আদানপ্রদান দ্বারা কুলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কুলীনগণ মধ্যে যাঁহারা কুলীন দৌহিত্রে কন্যার বাগদান করিতে পারেন এবং যাঁহাদের ক্রমাগত সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বংশজ ও মৌলিক সংস্রব ঘটে নাই তাহারাই মুখ্য বা প্রধান কুলীন।

বংশজাদি সংস্রব ঘটিলেও মুখ্য কুলীনগণের সহিত যাঁহাদের কুটুম্ব সংস্রব আছে তাঁহারা মধ্যম কুলীন।

অন্যপূর্ব্বার গর্ভজাত কন্যাকে যিনি বিবাহ করেন সেই

কুলীন অধম বলিয়া গণ্য। একারণ দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরা সহজে অন্যপূর্ব্বার গর্ভজাত কন্যা গ্রহণ করেন না।

কুলীনদিগের মধ্যে আদানপ্রদানের গুণদোষানুসারে ঢক্কাকৃতি মৃদঙ্গাকৃতি ও ধুস্তুরাকৃতি ত্রিবিধ ভাব আছে, এতদ্ভিন্ন আর্ত্তি, উচিত ও ক্ষেম্য তিন প্রকার ভেদ আছে। স্বঘর হইতে উৎকৃষ্ট পাত্রে কন্যায় বাগ্‌দান করিলে আর্ত্তি, সমান সমান ঘরে সম্বন্ধ হইলে উচিত এবং স্বঘর অপেক্ষা নিকৃষ্ট পাত্রে কন্যায় বাগ্‌দান হইলে ক্ষেম্য হয়। আর্ত্তি কুলসম্বন্ধে প্রশস্ত, উচিত মধ্যম, ক্ষেম্য (ক্ষমা) কুলদূষক।

যদি কোন কুলীন, নিজ পুত্র বা কন্যার বাগ্‌দান সম্বন্ধপ্রথা তুলিয়া দিয়া বিবাহ দেন বা অন্যপূর্ব্বাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহার কৌলীন্য নষ্ট হইবে এবং তিনি অতিশয় নিন্দিত হইবেন। বাগ্‌দত্তা কন্যার মৃত্যু ঘটিলে বংশজ কন্যার পাণিগ্রহণ প্রশস্ত। মৌলিক কন্যা গ্রহণ করিলে কুল দুর্ব্বল হইবে। যাহার সাতপুরুষ পর্য্যন্ত অবিরোধে কুলক্রিয়া চলিতেছে ও মৌলিক সম্বন্ধ ঘটে নাই সেই কুলই পবিত্র। যদি সাতপুরুষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত মৌলিকক্রিয়া চলে, তাহা হইলে শূদ্রকন্যা বিবাহবৎ কুল নষ্ট হয়। অন্যপূর্ব্বাগর্ভজাতা, টাকা দিয়া যে কন্যা ক্রয় করা হইয়াছে, রজঃস্বলা, রোগিনী ও নীচকুলজাতা এই পঞ্চবিধা কন্যা কুলাধমা। কুলীন অন্যপূর্ব্বা কন্যা মৌলিকে দান করিবে, কিন্তু তাহার হস্তে অন্নগ্রহণ করিবে না।

বংশজ—যাঁহারা কুলীনের দ্বিতীয় পুত্রে কন্যাদান করেন

পর্য্যন্ত যাঁহাদের আর্ত্তি দান, তাঁহারাই প্রকৃত মৌলিক। মৌলিক, আবার দুই প্রকার সম্মৌলিক ও অসম্মৌলিক (পচা)। কুলবিধিকালে যাহারা মৌলিক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন তাঁহারাই আদি মৌলিক। গঙ্গাধর [illegible], জটাধর ভাণ্ডারি কবি সুভুঙ্গ ও গাড়ু মিশ্র এই চারিজন আদিমৌলিক। ইঁহাদের বংশধরগণ সম্মৌলিক নামে খ্যাত। এ ছাড়া অন্য যাহারা তাঁহারা অসম্মৌলিক অর্থাৎ পচামৌলিক।

মৌলিকগণ [illegible] কুলীনের পুত্রের ও কন্যার আর্ত্তি [illegible] সম্বন্ধ করেন। [illegible] মধ্যে কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তার [illegible] পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন [illegible] প্রায় সকল বিবাহ নিষ্পন্ন করেন [illegible] সমর্পণ ও [illegible]। এই সম্বন্ধের পর বর পক্ষত্ব প্রাপ্ত হইলে কন্যা [illegible] অন্যপূর্ব্বা হয়, সেইরূপ কন্যা পক্ষত্ব প্রাপ্ত হইলে, আর [illegible] কুলীনের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন না। অন্যপূর্ব্বা কন্যাকে কোন কুলীন বিবাহ করেন না, পচা মৌলিকের ঘরে বিবাহ দিতে হয়। সেইরূপ বরকে বংশজের ঘরে বিবাহ করিতে হয়। যদি বর কোন কুলীন কন্যা বিবাহ করেন তাহা হইলে কন্যার পিতার কুল নিম্ন হয়। অন্যপূর্ব্বা কন্যার হাতে কোন কুলীন জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন না, এমন কি তাহার জন্মদাতা পিতা পর্য্যন্ত সেই কন্যার শ্বশুর গৃহে জলগ্রহণ করেন না। কুলীনের বাড়ীতে কোন কর্ম্ম উপলক্ষে উক্ত কন্যাকে রন্ধন-

শালায় প্রবেশ, এমন কি তৎসম্বন্ধীয় কোন কর্ম্ম পর্য্যন্ত করিতে দেওয়া হয় না।

কুলীনেরা আবার দোজবরেকে অর্থাৎ যে বরের একবার বিবাহ হইয়াছে, তাহাকে কন্যাদান করেন না। অন্যপূর্ব্বা কন্যার পিতা যদি কুলীনপাত্র না পাইয়া মৌলিকে বিবাহ দেন এবং উক্ত কন্যার সম্বন্ধ হয় নাই বলিয়া গোপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরা রাঢ়ীশ্রেণীর কৌলীন্য প্রথার নুসরণে পাত্রাভাব দৃষ্টে কুলীনদিগের মধ্যে শৈশবে বাগ্‌দান প্রথা প্রচলিত করিয়া থাকিবেন।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ নিজদিগকে দ্রাবিড়া ও উৎকলা বলিয়া পরিচয় দেন। এই দ্রাবিড়ারা উৎকলাদিগের সহিত আদান প্রদান, এমন কি সমাজিক আচার ব্যবহার ও করেন না।

নবম অধ্যায়।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আচার্য্য ব্রাহ্মণ।

বঙ্গদেশে গ্রহবিপ্রেরা আচার্য্যব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রহবিপ্রেরা দুইভাগে বিভক্ত। শাকদ্বীপী বা শাকলদ্বীপী, ও সরযূপারী।

শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালা-সমাজ ও সরযূপারী ব্রাহ্মণেরা নদীয়া বঙ্গ-সমাজ বলিয়া খ্যাত।

শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণের দশটী গোত্র। যথা—কাশ্যপ, ঘৃত-কৌশিক, গৌতম, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, পরাশর, শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, জামদগ্নি ও আলম্যান।

সরযূপারী ব্রাহ্মণের দ্বাদশটী গোত্র। যথা—কাশ্যপ, কৌশিক, গৌতম, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, পরাশর, শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, জামদগ্নি, আলম্যান, মৌঞ্জায়ন ও গর্গ।

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের উপাধি; যথা—বৃহজ্জ্যোষী, কাস্পটী ওঝা, পাঠক, ঘটক, উপাধ্যায়, মিশ্র ও আচার্য্য।

সরযূপারী ব্রাহ্মণগণের উপাধি। যথা—উপাধ্যায়, আচার্য্য, মিশ্র, বৃহজ্জ্যোষী ও দীক্ষিত।

"ব্রহ্মসিদ্ধান্ত" নামক গ্রন্থে গ্রহবিপ্রদিগের একবিংশতি নাম দৃষ্ট হয়।

১। সাম্বৎসর ২। জ্যোতিষিক ৩। দৈবজ্ঞ ৪। গণক ৫। গ্রহ-বিপ্র ৬। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ৭। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ আচার্য্য ৮। ব্রাহ্মণেন্দ্র ৯। ঘটক ১০। সর্ব্ববৈদিক ১১। সুখা ১২। শাখী ১৩। নমস্ক ১৪। অগ্নি ১৫। ঘটকস্থা ১৬। গ্রহভূপূর ১৭। মৌহূর্তিক ১৮। মোহন্ত ১৯। জ্ঞানী ২০। কার্ত্তান্তিক ২১। গ্রহাংশ ব্রাহ্মণ।

গ্রহযামলের ১৪শ অধ্যায়ে ইহারা কোথায় কি নামে পরিচিত তদসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

"শরদ্বীপে চ বেদাগ্নিঃ শাকদ্বীপে চ সিদ্ধকঃ।
ভূমধ্যে চ ব্রহ্মচারী দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে॥
দ্রাবিড়ে মৈথিলে চৈব গ্রহবিপ্রেতি সংজ্ঞকঃ।
অঙ্গদেশে ধর্ম্মবক্তা পাঞ্চালে শাস্ত্রসংজ্ঞকঃ॥
সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্রপণ্ডিতঃ।
ভারহোত্রে তিথিবিপ্রো নাটকে ঋক্ষসূচকঃ॥
উদ্যানে জ্যোতিষবিপ্রো ব্রহ্মণে বিধিকারকঃ।
কন্নাটে যোগবেত্তা চ নিটানে দেবপূজকঃ॥
রাঢ়দেশে উপাধ্যায়ো গয়ায়াং শস্ত্রধারকঃ।
কলিঙ্গে জ্ঞানবিপ্রঃ স্যাৎ আচার্য্যো গৌড়দেশকে॥"

শরদ্বীপে বেদাগ্নি, শাকদ্বীপে সিদ্ধক, ভূমধ্যে ব্রহ্মচারী, দ্বারকাপুরে দৈবজ্ঞ, দ্রাবিড় ও মিথিলায় গ্রহবিপ্র, অঙ্গদেশে

ধর্ম্মবক্তা, পাঞ্চালে শাস্ত্রী, সারস্বতে শুভমুখ, গান্ধারে চিত্রপণ্ডিত, ক্ষীরকোরে তিথিবিপ্র, নাটকে ঋক্ষসূচক, উজ্জ্বানে জ্যোতিষী, ব্রহ্মাণে বিধিকারক, বভ্রাটে যোগবেত্তা, নিটানে দেবপূজক, রাঢ়দেশে উপাধ্যায়, গয়ায় তন্ত্রধারক, কলিঙ্গে জ্ঞানবিপ্র, গৌড়দেশে আচার্য্য এই নামে খ্যাত।

গ্রহবিপ্রগণের একটি নাম মগব্রাহ্মণ। ভবিষ্যপুরাণের ১৪৪ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে লিখিত আছে।

"মকারো ভগবান দেবো ভাস্করঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
গকারধ্যান যোগাচ্চমগাহ্যতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

শাকদ্বীপের প্রধান ব্রাহ্মণগণকে মগ-ব্রাহ্মণ বলিত, ইহারা অতি প্রাচীনকালে মধ্যদেশে আসিয়া বাস করেন, ইহাঁদের নামানুসারে মগধদেশ নাম হইয়াছে এবং মগধে গ্রহবিপ্ররা সাধারণতঃ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত।

গ্রহবিপ্রগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মযামলে এইরূপ লিখিত আছে।

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন ঃ—

"প্রিয়ে সহস্রবক্ত্রস্য ব্রহ্মণো মুখতঃ পুরা।
গ্রহাংশৈগ্রহবিপ্রাঃ স্যুঃ সপাদ শতসংখ্যায়া॥
গ্রহানাং অর্চ্চনাদ্ধেতোঃ শাকদ্বীপে সমুদ্ভবঃ।
ব্রহ্মবক্ত্রাদ্ভবেৎজন্ম দৈবজ্ঞো ব্রাহ্মণো ধ্রুবং॥"

সহস্রমুখ ব্রহ্মার মুখ হইতে ১২৫ জন গ্রহবিপ্র সমুদ্ভূত

হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্য্য সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে আরোপিত আছে যে:—

"যজমানেষ্ট সিদ্ধার্থং গ্রহাণাং প্রীতিকারণম্।
পূজাযজ্ঞাদিকং ব্রহ্মন্ কুর্য্যাদেব গ্রহদ্বিজঃ॥
অন্যো যদি প্রকুর্য্যাত্তু কলমশ্রেয়সে ভবেৎ।
ব্রহ্মন্ গ্রহার্চ্চনং কুর্য্যাৎ গ্রহেকুর্য্যাচ্চ দক্ষিণাম্॥
গ্রহবিপ্রায় তদ্দদ্যাদন্যথা নরকং ব্রজেৎ।
গ্রহেদেয়ানি দানানি গ্রহেদেয়াচ দক্ষিণা॥
গ্রহবিপ্রায় দাতব্যমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।
লোভাৎ গৃহ্লাতি যো বিপ্রো জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপিবা।
ইহলোকে দরিদ্রঃ স্যাৎ মৃতে চণ্ডালযোনিজঃ॥"

গ্রহবিপ্রেরা গ্রহপূজা যজ্ঞাদি করিবেন। অপরে সে কার্য্য করিলে তাঁহার অমঙ্গল হইবে। গ্রহের দান গ্রহবিপ্রকে দিবে, অন্যকে দিলে নিস্ফল হইবে। যদি অন্য কোন ব্রাহ্মণ লোভ-বশতঃ জ্ঞানত হউক বা অজ্ঞানত হউক গ্রহবিপ্রের প্রাপ্য দানাদি গ্রহণ করেন, তবে ইহলোকে দরিদ্র ও অন্তে চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবেন।

এইরূপে জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রহবিপ্রদের আলোচ্য হয় এবং পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যফলে তাঁহারা বংশানুক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান থাকুক আর না থাকুক, গ্রহবিপ্রের সম্মানের দাবী করিতে গিয়া এবং জ্যোতিষবিদ্যাকে ব্যবসায়ীবিদ্যা করায় তাঁহারা সমাজের চক্ষে হেয়রূপে দৃষ্ট হইতে থাকেন।

বঙ্গে গ্রহবিপ্রগণ অতীব অনাদৃত হয়েন, এবং ১৯০১ সালের সেনসস্ রিপোর্টে পতিতব্রাহ্মণ শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন দেখিয়া, ইহাঁরা অনেকে মিলিত হইয়া সভা-সমিতি করেন। এবং নানা শাস্ত্র হইতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া সেন্সসকমিশনর গেট সাহেবের নিকট এক সুদীর্ঘ আবেদন করেন। উদ্দেশ্য, পরবর্ত্তী সেন্সস রিপোর্টে ও অন্যান্য রাজকীয় পুস্তকে তাঁহাদের স্থান (Status যেন সদব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হয়। ইহাঁরা এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

শাকদ্বাপী ব্রাহ্মণ বা বালা-সমাজ।

কোন সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইলে মহামুনি নারদের পরামর্শে মিত্রদেবের(সূর্য্যের) পূজা করেন এবং শাকদ্বীপ হইতে জম্বুদ্বীপে(ভারতবর্ষে) ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যদেবের পূজা ও স্বস্ত্যয়ন করিয়া শাম্বকে দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত করেন। তদবধি তাহারা শাম্বের স্থাপিত সূর্য্যদেবের নামে অর্পিত মিত্রবন নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। এই মিত্রবন পাঞ্জাব প্রদেশে। সূর্য্যের পূজা করিতেন বলিয়া ইহাঁরা মগব্রাহ্মণ নামে কথিত হন।

পঞ্জাব প্রদেশ হইতে ইহাঁরা মধ্যদেশে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের নামে মধ্যদেশ মগধদেশ বলিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

সরযূপারী বা নবদ্বীপ-সমাজ।

যে সময়ে বঙ্গের রাজা শশাঙ্কদেব (প্রায় ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে) পীড়িত হইয়াছিলেন, তখন গ্রহস্বস্ত্যয়ন মানসে সরযূ নদীর তীরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করান, তখন মগ ব্রাহ্মণদের কেহ কেহ বঙ্গে আসেন। এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা গ্রহপূজার জন্য গ্রহবিপ্র নামে প্রসিদ্ধ।

দৈবজ্ঞ সম্বন্ধে এমন সব কারিকা আছে, তাহা বড়ই নিন্দাহ'।

"দৈবজ্ঞের কথা শুন কিবা পরিপাটী।
বলে পিতা চন্দ্রকার, মাতা ব্রহ্ম নটী॥
সহোদরের বৃত্তি বাদ্যের বাদন।
নিজবৃত্তি জ্যোতির্বিবদ্যা গ্রহাদি গণন॥
পাইয়া সদবৃত্তি লয় দ্বিজের লক্ষণ।
ফলিত সিদ্ধান্তে গণে মুনির মতন॥
তিথ্যাদি শুনায় বিপ্রে, সুবা অভিধাদি।
ব্রাহ্মণ ইহে নহে কভু যে প্রতিবাদী॥
শান্তি স্বস্ত্যয়নে পায় গ্রহপূজা দ্রব্য।
মুনিসুত অপবাদ অকথ্য ও অশ্রাব্য॥"

কিন্তু ন্যায়পঞ্চানন এই কারিকার প্রতিবাদ করেন,—

"না হয় অনুমান অস্পৃশ্য ও অধম।
বরং দেখি ব্রহ্মবিদ্যা উচ্চারে গণক॥
প্রণব উচ্চারে যার আছে অধিকার।
না জানি কিসে তার ব্রহ্মাণ্যে অনধিকার॥
দ্বিজত্ব না থাকিলে কিসে হয় গণক।
উপবীত ধারে হয় দ্বিজ মানবক।
ষড়ঙ্গবেদ, জ্যোতিষ তার একখান।
সে জ্যোতিষজ্ঞ কেমনে হয় জ্ঞানবান॥
অতএব শুন তার নীচত্বকারণ।
মনুষ্যের গণনায় লোকের রঞ্জন॥
তাতে সত্য ছাড়ে হয় মিথ্যার রচনা।
নাক্ষত্রাদৈবজ্ঞ বলে অবাচ্য কথন॥
নক্ষত্রসূচক হয় শঠ প্রবঞ্চক।
নিজ নিত্য-কর্ম্মত্যাগী সর্ব্বত্র যাচক॥
শাঠ্য প্রবঞ্চনাদি মন্দ ক্রিয়া যতেক।
তাতে দ্বিজে দোষ জন্মে একেতে শতেক॥
লুব্ধ নীচপ্রকৃতি দ্বিজে দোষ অপার।
ন চকর্ম্মা বিপ্র কভু পায় সদাচার॥
যারা মূর্খ ভুলাইতে নক্ষত্র দেখায়।
মিথ্যাক বঞ্চক শঠ ব্রাহ্মণ্য না পায়॥

সত্য সারল্য ক্ষমা ব্রাহ্মণ লক্ষণ।
নির্লোভ হন বিপ্র, এ লুব্ধ সর্ব্বক্ষণ॥
পঞ্চানন মুলো কয় স্ব সত্ত্বগুণে দ্বিজ।
তমোগুণে শূদ্রবৎ না ভাব অন্ত্যজ॥"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ভট্ট বা ভাট্ ব্রাহ্মণ।

ভাটদিগকে অনেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। এ কারণ ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ইহাঁরা অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র লইয়াছেন এবং সভাসমিতি করিয়া শাস্ত্রাদির সাহায্যে ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভাট-দিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।* সে সকল দ্বেষপরায়ণব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পশ্চিমদেশে যে সকল ভাট আছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন এবং নিজেদিগকে ভট্ট বলিয়া পরিচয়

* বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য।

দিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গদেশীয় ভাটেরা নিজদিগকে 'ব্রহ্মভট্ট' বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দিয়া থাকেন। †

পশ্চিমদেশীয় ভাটদিগের মধ্যে অনেক রাজসভাসদ প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। বঙ্গদেশীয় ভাটের মধ্যে সেরূপ কোন নাম শোনা যায় না।

পূর্ব্বকাল হইতে পশ্চিমদেশীয় ভাট-কবিরা বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। আমরা রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় বেতাল-ভট্টের নাম শুনিতে পাই। ইনি রাজার 'নবরত্ন' মধ্যে এক রত্ন ছিলেন।

দিল্লীপতি পৃথ্বীরায়ের সভায় চন্দ্রভট্ট, ভোজরাজ সভায় পুষ্প কবি, হাম্বিরদেব চৌহানরাজ সভায় সারঙ্গ কবি, মহারাজ রতন পালের সভায় দেবদত্ত কবি, কেশরীসিংহের সভায় চন্দনরায়, হুমায়ন বাদশাহের সভায় ক্ষেত্রনাথ ভট্ট, সম্রাট আকবরের সভায় বীরবল ভাট ও নরহরি ভার্গব, রাঠোররাজ অজয়সিংহের সভায় কর্ণকবি প্রভৃতি কবিগণের নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। মারওয়ার রাজ্যের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকপণ্ডিত বেণীদাস ভট্ট ও উদয়পুরের

† উৎপত্তি ও ব্রহ্মণত্ব সম্বন্ধে শ্রীঅনুলাবন রায়ভট্ট বিরচিত ব্রহ্মভট্ট পরিচয় নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

এই সকল কিম্বদন্তী ত্যাগ করিয়া যদি ইহাদিগের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা লইয়া অনুমান করা যায় তাহা হইলে বোধ হয় যে ইহারা উৎকৃষ্ট বর্ণ হইতে সমাজচ্যুত হইয়া নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদিগের কার্য্য শ্রাদ্ধাদিতে দানগ্রহণ ও রাজা গমনকালে স্তুতিপাঠ।

"ভট্টে রায় বার পড়ে নাচে নটগণ।
বাজনা বাজায় কত না যায় গণন॥"

বৈষ্ণবকবি নরোত্তমঠাকুরের "স্মরণমঙ্গল" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"কৃষ্ণ বলরাম নন্দ কোলেতে করিল।
গুণিজন নৃত্য গীত করিতে লাগিল॥
নানাযন্ত্র তাল বাদ্য শুনিতে মধুর।
ভট্ট লোক ছন্দে পড়ে অমৃতের পুর॥"

আবার ঘটক হরিমিশ্রের বর্ণব্রাহ্মণের অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে দেবীবর ঘটক রাঢ়দেশের কিছুর ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের পরিচয়ে অভক্তি দেখিয়া সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণকে 'দেবীবর ছাটা ব্রাহ্মণ' বলে।

এই ব্রাহ্মণের কিয়দংশ হইল দেবল
দেবালয়েতে দেবপূজা করয়ে কেবল।
কিছু হইল তারা নানা বর্ণ পুরোহিত
কিয়দংশে অগ্রদানে হইল পতিত।

এই সকল ব্রাহ্মণ ভাট [illegible] বিবরণী স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন [illegible] বল্লালসেনের [illegible] আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের [illegible] বঙ্গদেশে বসতি লাভ করিবার পূর্বে, বাঙ্গলায় যে সকল যাগযজ্ঞবিহীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহারা তাঁহাদিগের [illegible] শাখা। ঘটকতা বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহাদিগের ঘটকতা বৃত্তি লোপ পাওয়ায় এবং বল্লালসেনের নিকট হতাদৃত হওয়ায়, বাঙ্গলার সীমান্ত প্রদেশে নিরুপায় অবস্থায় আসিয়া বাস করেন। ক্রমশঃ শ্রাদ্ধাদি হেয় দানগ্রহণে বাধ্য হইয়া, নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিছু তার অংশ মধ্যে ভাটে মিশাইল।
এইমত সূত্রক্রমে বঙ্গে আগে গেল॥"

বঙ্গের ভাটেরা যে কোথা হইতে কবে এদেশে আসিয়া বসতি করিয়াছেন তাহার কাল জানা যায় না। ইহারা পঞ্চগৌড়, পঞ্চদ্রাবিড়ী ও শাকদ্বীপী কোন পর্য্যায়ের ব্রাহ্মণের অন্তর্গত তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

এদেশীয় ভাটেরা বলেন, যে, তাঁহারা বল্লালসেনের রাজত্ব-কালের পূর্ব্বে এদেশে বাস করিতেছেন। যখন রাজা বল্লালসেন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুলপ্রথা নির্দ্ধারণ করেন, তখন ভাট্ ব্রাহ্মণগণেরও কুলপ্রথা স্থির করিতে মনস্থ করেন, এবং তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিত রাজভট্টকে আহ্বান করেন। তেজস্বী রাজভট্ট, 'আপনি বৈদ্যবংশজাত, ব্রাহ্মণের কুলপ্রথা নির্ণয়ে আপনি কিরূপে অধিকারী,' এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। রাজা বল্লালসেন, রাজভট্টের এইরূপ প্রগল্‌ভ বাক্যশ্রবণে অতীব ক্রুদ্ধ হন; এবং সমস্ত ভাটগণকে পণ্ডিতরাজভট্টসহ তাঁহার রাজমধ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। যিনি রাজার একবার কুনজরে পড়িতেন,

এখনও শ্রীহট্টের রাঢ়ায় ব্রাহ্মণগণ ভাটদিগের সহিত একত্র পান ভোজন করেন, কিন্তু ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চলে ইহারা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য। সেখানে ইহাদিগকে ছত্রাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

ভাটেরা নয়টা শাখায় বিভক্ত—ভরদ্বাজ, বিবম, দশৌন্ধি, গজভীম, যাগ, কেলিয়, মহাপাত্র, রায়, রাজভাট।

কাহার ও কাহার মতে সাতটী শ্রেণী—আটশৈল, কেলিয়া, মৈনপুরীবাল, জজির, ভটর, মহাপাত্র ও দশৌন্ধি।

তিনি ও তাঁহার জাতির সমাজে কিরূপ অবস্থা ঘটিত, যাঁহারা, পতিতব্রাহ্মণ, সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকার জাতির বিবরণ জানেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে, ভাটেদের তখন কিরূপ অবস্থা ঘটিল। ভাটেরা ব্রাহ্মণ হইয়াও সমাজে ঘৃণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, ভাটেরা নিরুপায় অবস্থায় নানাস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিল এবং সমাজে নগণ্য হইয়া, ছানবৃত্তি ও শ্রাদ্ধাদিতে দানগ্রহণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

আমরা বঙ্গদেশে দুইশ্রেণীর ভাটের কথা শুনিতে পাই। একশ্রেণীর নাম ব্রহ্মভট্ট বা ভট্টরাব, অপর শ্রেণী রাঘবভট্ট বা রেওভট্ট। উভয়শ্রেণীর ভাটই শ্রাদ্ধাদিতে দান গ্রহণ করিয়া থাকেন। উভয়ের সামাজিক আচার বিচার ও আদান প্রদান প্রচলিত নাই, ভাটেরা এই কথা বলিয়া থাকেন।

১। ব্রহ্মভট্ট বা ভট্টরাব।

বঙ্গে ইহাদের তিনটী সমাজ।

(১) হিন্দুস্থানী ভট্টসমাজ—ইহারা যজুর্ব্বেদী। গর্গ, মৌদ্গল্য, ঘৃতকৌশিক, গৌতম, আঙ্গিরস ও আলম্যান প্রভৃতি গোত্র

উপশাখা বুলন্দ সহরে সপহর; মথুরায় নজবার, এত্তাবার, আটশৈল ও [illegible] কানপুরে লাহোরি; আলাহাবাদে [illegible]ঙ্গবর, গাজীপুরে—বন্দীজন; আজমগড়ে লাখৌড়িয়া; উন ও সাতপুরে কনৌজিয়া; রায়বরেলিতে—আমলখিয়া; কৈজ দক্ষিণবার; [illegible] শেরিয়া; সুলতানপুরে—[illegible], মধুরিয়া ও রাণা; প্রতাপগড়ে, জুনাইন; বারবঙ্কিতে—বসোদায়া।

মানভূম অঞ্চলে ইহাদের সমাজস্থান। ইহারা ভাটেদের মধ্যে সম্মানার্হ।

(২) রাঢ়ীয় ভট্টসমাজ ইহারা সামবেদী। শাণ্ডিল্য বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ ইহাদের গোত্র। লালগড় ও রামগড় অঞ্চলে ইহাদিগের সমাজ।

(৩) বারেন্দ্র ভট্টসমাজ—রাঢ়ীয় সমাজের ন্যায় ইহারাও সামবেদী এবং রাঢ়ীর ন্যায় শাণ্ডিল্যাদি গোত্রে। শান্তিপুর ও খুলনা অঞ্চলে ইহাদের সমাজ।

এই তিনসামাজী ভাটেরা গোত্রের ভিন্নতা দ্বারা নিজ নিজ সমাজে বিবাহাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এক্ষণে তিন সমাজে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিতেছে শুনিয়াছি।

ইহাদের মধ্যে কোলীন্যাদি কোন বিভাগ নাই, তবে শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদিতে বাৎস্য ও গর্গ গোত্রীয়েরা মালাচন্দন বরণ পাইয়া থাকে। বাৎস্য ও গর্গ গোত্রীয়ের অভাবে অন্যগোত্রীয়ও সাধারণের একমতে সম্মানিত হইয়া থাকেন।

এই তিন শ্রেণীর ভাটেরা একসঙ্গে আহারাদি করিয়া থাকেন।

ইহাদিগের অধিকাংশ শাক্তমতাবলম্বী, কিয়দংশ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাশ্রিত। যাহারা বৈষ্ণব, তাহারা কেহ কেহ শ্রীনিবাস আচার্য্যের ঘরের শিষ্য, কেহ কেহ শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামি-প্রভুদের শিষ্য আর কেহ কেহ শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের ঘরের শিষ্য।

রাজপুতনা ও দিল্লী অঞ্চলের সন্নিস্থানে গঙ্গাতীরবর্ত্তী দ্বারনগর ও অযোধ্যার উত্তরাংশে ইহাদিগের প্রধান বাসস্থান।

ইহাদিগের পুরাণপাঠ বৃত্তি ছিল বলিয়া অনেকে কথকথা করিত, এখন ভট্টকথক প্রায়ই দেখা যায় না। যৎকালে ব্রাহ্মণ সমাজে (কুলাচার্য্যের) ঘটকের সম্মান হ্রাস হইয়া পড়ে, তখন ভাটেরা ঘটকতা বৃত্তি অবলম্বন করে। এক্ষণে দুই একজন ভাট ঘটক আছে। তাহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে ঘটকতা করে। এক্ষণে অনেকে রামায়ণগান করিয়া থাকে এবং গানা-ঠাকুর বলিয়া পরিচিত। অধিকাংশ ভাটেরই শ্রাদ্ধের দানগ্রহণেই প্রধান বৃত্তি হইয়াছে। বিবাহাদি শুভকার্য্যেও ইহারা দান পাইয়া থাকে। শ্রাদ্ধের দানগ্রহণ হীনবৃত্তিবোধে ব্রহ্মভট্ট জাতির প্রায় সকলেই দানগ্রহণ ছাড়িয়া দিয়া, কৃষি, বাণিজ্য ও চাকুরী অবলম্বন করিতেছে। অনেকে কলিকাতা অঞ্চলে যাজকতা করে এবং চক্রবর্ত্তী উপাধি দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে। যাহারা এই সকল বৃত্তি অবলম্বনে অসমর্থ, তাহারাই শ্রাদ্ধাদিতে দানগ্রহণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

রাহিলখণ্ডে গৌড়ব্রাহ্মণেরাই ভাটের কার্য্য করিয়া থাকেন।

ভাটিয়া—রাজপুত প্রভৃতি জাতি ব্যবসাহেতু ভাটসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এই শ্রেণীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

তুরুকভাট—যে সকল ভাট মুসলমান প্রাদুর্ভাবে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহারা তুর্কভাট নামে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে তাহারা মুসলমানের ন্যায় ক্রিয়াশীল হইলেও পূর্ব্বপুরুষোচিত বংশানুকীর্ত্তন প্রথা পরিত্যাগ করেন নাই। ইহারা ক্রিয়াকর্ম্মে হিন্দু ও মুসলমান দুই পদ্ধতি অনুসরণ করে। ত্বকচ্ছেদ ও মৃতদেহ প্রোথিত করিলেও ইহারা হিন্দুদিগের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। ধনীদিগের গৃহে গানবাদ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ইহাদিগের সাধারণ উপাধি ভট্ট ও রায়ভট্ট। কাহার কাহার চৌধুরী, হালদার, মজুমদার, ভৌমিক, মল্লিক ও মুন্সী উপাধি শোনা যায়। আবার কেহ কেহ মহারাজ, মহাপাত্র, চক্রবর্ত্তী, অধিকারী ও গোস্বামী উপাধি ধারণ করিয়াছে।

অধিকারী ও গোস্বামী উপাধিধারী ভাটেরা মেদিনীপুর ও পাবনা অঞ্চলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগের গুরুগিরি করিয়া থাকে।

২। রাঘবভট্ট বা রেওভাট।

ব্রহ্মভট্টরা শ্রাদ্ধের দানগ্রহণ হেয় বোধে ত্যাগ করিতে আরম্ভ করায়, রেওভাটেরাই ইহাকে প্রধান বৃত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াছে। এবং এই বৃত্তিদ্বারাই ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কুমিল্লা, ঢাকা ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর অঞ্চলে ইহাদিগের সমাজ। ইহারা নিজদিগকে ভাট্ বামুন বলিয়া পরিচয় দিলেও ব্রহ্মভট্টরা ইহাদিগের সহিত কোন সামাজিক ব্যবহার রাখে না, এমন কি 'হুকা' পর্য্যন্ত দেয় না।

কোন স্থানে কোন লোকের শ্রাদ্ধ হইতেছে, সেই রব শুনিয়া, দানগ্রহণ করিবার জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ বিনা নিমন্ত্রণ উপস্থিত হয়

হিন্দুভাটগণ শৈব ও বৈষ্ণব দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত প্রচলিত হিন্দুদেবদেবী ভিন্ন তাহারা বড়বীর, মহাবীর ও শারদার— আরাধনা করে।

বৈশাখ সংক্রান্তিতে রন্ধনশালায় লাড্ডু ও হোমদ্বারা গৌরীপতি অর্থাৎ শিবের অর্চনা করে। বৈশাখ মাসের মঙ্গলবারে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক লাড্ডু, উপবীত, পুষ্পমালা প্রভৃতিদ্বারা মহাবীরের অর্চনা করে। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবে ভবানীদেবীর আরাধনা করে। (বিশ্বকোষ হইতে সংগৃহীত)

তাহাদিগকে রবাহুত বা রেওভাট্ বলে। এই রেওভাটেরা আপনাদিগকে রাঘবভট্ট বলিয়া পরিচয় দেয়। রাঘবভট্ট নাম কিরূপে হইল বলিতে পারি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পশ্চিমে ব্রাহ্মণ।

বঙ্গদেশে কতিপয় পশ্চিমেব্রাহ্মণ বাঙ্গালীভাবাপন্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ইহাঁরা এদেশীয় রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণীর ন্যায় কোন শ্রেণীবদ্ধ হন নাই, এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের ন্যায় কুলপ্রথার প্রচলনও ইহাঁদের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই। ইহাঁরা যে কবে কাঁহার কর্ত্তৃক এদেশে আনীত হইয়াছেন, তাহা স্থিরনির্ণয় করা কঠিন, তবে যে ইহাঁরা নিজেই কর্ম্ম (চাকুরী) ও ব্যবসা উপলক্ষে, মুসলমান রাজত্বের শেষসময়ে ও ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় এদেশে আসিয়া ক্রমে বসতি স্থাপন করিয়াছেন তাহার আর ভুল নাই।

ইহাঁরা নিজদিগকে জঝোতিয়া অর্থাৎ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদিগের মধ্যে কনোজিয়া, মৈথিলী, সারস্বত ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন।

কনোজিয়া বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদিগের উপাধি ত্রিবেদী (তেওয়ারি), শুক্লবেদী (শুকুল), পাণ্ডা (পাঁড়ে) ও মিশ্র।

এই কনোজিয়া বাঙ্গালীভাবাপন্ন ব্রাহ্মণেরা এদেশের ত্রিবেদী, শুকুল ও পাঁড়ে উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের সহিত আদান প্রদান করেন।

যেমন রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও পাশ্চাত্য বৈদিক অনেকদিন হইতে কনোজিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পৃথকাকৃত হইয়াছেন, ইহারাও এই অল্পদিনেই সেইরূপ পৃথক হইয়া গিয়াছেন।

কয়েক ঘর মৈথিলীব্রাহ্মণও আছেন, তাহাঁদিগের উপাধি মিশ্র, পাঠক, ঠাকুর ও ওঝা প্রভৃতি। ইহাঁরাও এদেশীয় বাঙ্গালীভাবাপন্ন মৈথিলা ব্রাহ্মণদের মধ্যে আদান প্রদান করেন। কনোজিয়া অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা আর ও অল্প।

ঐরূপ কয়েক ঘর কাশ্মিরা ব্রাহ্মণও আছেন। ইহাঁদিগের উপাধি সুন্দর ও পণ্ডিত. ইহাঁরাও নিজ নিজ ঘরে আদান প্রদান করেন।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায় না। মধ্য-শ্রেণী ব্রাহ্মণগণের সহিত সংমিলিত হইয়া গিয়াছেন। মহা-রাষ্ট্রীয়েরা যখন বঙ্গ আক্রমণ করিতে আসেন, তখন দুই একজন এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে কয়েক ঘর মহারাষ্ট্রীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ মেদিনীপুর অঞ্চলে আসিয়া বসতি-স্থাপন করেন, এবং মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া যান।

এ কারণ অনেকে মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণকে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলেন, কিন্তু তাহা নহে। (পঞ্চমধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখ)।

বঙ্গদেশে এই সকল ব্রাহ্মণেই পশ্চিমেব্রাহ্মণ বলিয়া সাধারণে পরিচিত। বর্দ্ধমান, হুগলী ও নদীয়া অঞ্চলে ইহাদিগের বাস।

উচ্চ ইংরাজীশিক্ষিত পণ্ডিত ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নাট্যামোদী মনমোহন পাঁড়ে, ম্যাজিষ্ট্রেট সূর্য্যকুমার অগস্তি, এবং হাইকোর্টের জজ ৺ শম্ভুনাথ পণ্ডিত এই বাঙ্গালীভাবাপন্ন পশ্চিমেব্রাহ্মণ। ইহাঁদিগের নাম শিক্ষিতবাঙ্গালার প্রায় সকলেই জানেন।

এই পশ্চিমেব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যল্প ও সীমাবদ্ধ। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেতিহাস আলোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, এই পশ্চিমেব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে গোত্র প্রভৃতির সমতার সুযোগ বুঝিয়া অনেকে রাঢ়ী বারেন্দ্র ও সাতশতীর সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ এরূপ বলেন এমন কি, এদেশীয় কুলাচার্য্যগণকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া ইহাঁরা কান্যকুব্জগত দক্ষ প্রভৃতির বংশধর বলিয়া কল্পিত বংশাবলী ঘটকদিগের কুলজীতে লিপিবদ্ধ করাইছেন। পরে অর্থবলে এদেশীয় কুলীনের নিকট কন্যাদান করিয়া শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হইয়াছেন। এবং কুলীন ও ঘটকদিগকে বাসস্থানাদি দ্বারা প্রতিপালন করিতেছেন।

নবগ্রহ শ্রোত্রিয়, উত্থাপিত শ্রোত্রিয় ও আধুনিক বংশজের

মধ্যে এইরূপ পশ্চিমেব্রাহ্মণের মিশ্রণের অভাব নাই। এইরূপ স্বারস্বত বা সাতশতী ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশ্রণ হইয়াছে।

এই পশ্চিমে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা কনোজিয়া বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা সকলে যে কনোজিয়া তাহা নহেন। কেহ কেহ বলেন অনেকে ভূঞিহার (বাভন) ব্রাহ্মণের বংশ-সম্ভূত। এই ভূঞিহারেরা স্বদেশে সমাজে মর্য্যাদা পান না বলিয়া, কেহ কেহ বঙ্গে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণে কৃষিকর্ম্মরূপ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া ভুমিহার নামে পরিচিত হইয়াছেন। কনোজিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত ইহাদিগের সামাজিকতা ও আহারাদি নাই। ইহারা সাধারণতঃ ধনী, ব্যবসা উপলক্ষে এদেশে আসিয়াছিলেন এইরূপ মনে হয়।

অধুনা আমাদের দেশের কোন্ পশ্চিমেব্রাহ্মণ কনোজিয়া আর কোন্ পশ্চিমেব্রাহ্মণই বা ভূঞিহার, তাহারা স্বয়ং তাহা ব্যক্ত না করিলে আমাদের জানিবার উপায় নাই।

সমাপ্ত

১ম পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বংশাবলী।

(বল্লালসেন কৃত কৌলীন্য প্রথা হইতে। [illegible] পৃষ্ঠায় পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে দ্রষ্টব্য।)

রাঢ়ীশ্রেণী—শাণ্ডিল্যগোত্র।

বামদেব (কান্যকুব্জবাসী)

ক্ষিতীশ (আদিশূর কর্তৃক গৌড়ে আনীত)

→ ভট্টনারায়ণ, দামোদর, শৌরি, বিশ্বেশ্বর, শঙ্কর

ভট্টনারায়ণ (ইনি আদিশূর পুত্র ভূশূর সহ রাঢ়ে আগমন করেন। ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

(দামোদরাদি ৪ ভ্রাতা বরেন্দ্রভূমে রহিলেন। ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ভট্টনারায়ণ (রাঢ়)
→ বরাহ (বন্দ্যঘাটী গাঁই)
→ সুবুদ্ধি
→ বৈনতেয়
→ বিবুধেশ
→ আউ, গাউ, ধীর, হংস, সুভিক্ষ

(ভট্টনারায়ণের বরাহাদি ১৬টী পুত্র জন্মে, ১৬টী পুত্র ১৬টী গাঁই অর্থাৎ উপাধি প্রাপ্ত হন। ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বারেন্দ্র শ্রেণী—শাণ্ডিল্য গোত্র।

বামদেব
|
ক্ষিতীশ
|
দামোদর (বারেন্দ্র) (ভট্টনারায়ণ ভ্রাতা। ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
|
আদি গাঞি ওঝা (ইঁহাকে কেহ কেহ ভট্টনারায়ণের পুত্র বলেন)
|
জয়মণি ভট্ট
|
হরিকৃষ্ণ
|
বিদ্যাপতি
|
রঘুপতি
|
শিবাচার্য্য
|
সোমাচার্য্য
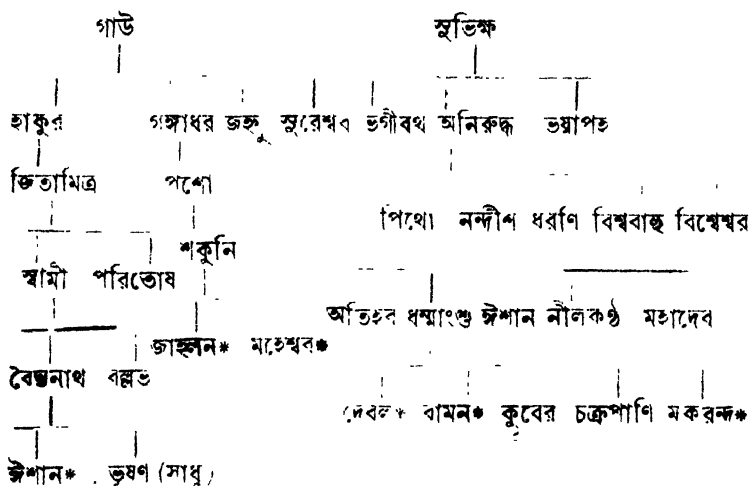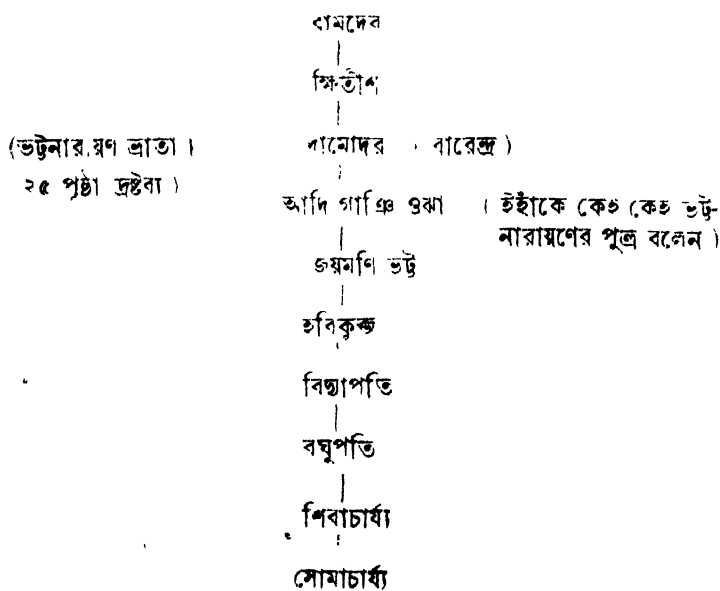
সোমাচার্য

|

উগ্রমণি

|

তপোমণি

|

সিন্ধুসাগর

বিন্দুসাগর

জয়সাগর (বারেন্দ্র)   মণিসাগর (রাঢ়ী)

মাধব (চম্পটী) মৌনভট্ট (নন্দনাবাসী) স্বর্ণরেখ সিংহরি পীতাম্বর (লাহেড়ি)

* সাধু (বাগছি) *রুদ্র (বাগছি) *লোকনাথ (লাহেড়ি)

রাঢ়ীশ্রেণী—ভরদ্বাজ গোত্র।

দিণ্ডী (কান্যকুব্জবাসী)

|

মেধাতিথি (আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত)

শ্রীহর্ষ গৌতম শ্রীধর কৃষ্ণ শিব দুর্গা রবি শশী

(ইনি আদিশূর পুত্র ভূশূর সঙ্গে রাঢ়ে আসিয়াছিলেন। ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) (গৌতমাদি ৭ ভ্রাতা বরেন্দ্রভূমে রহিলেন)

শ্রীহর্ষ (রাঢ়ী)

|

শ্রীগর্ভ (মুখোটী)

|

শ্রীবাস (শ্রীনিবাস)

|

মেধাতিথি

(শ্রীহর্ষের শ্রীগর্ভাদি ৪টী পুত্র জন্মে, ৪ পুত্র ৪ গাঁই উপাধি প্রাপ্ত হন। ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)
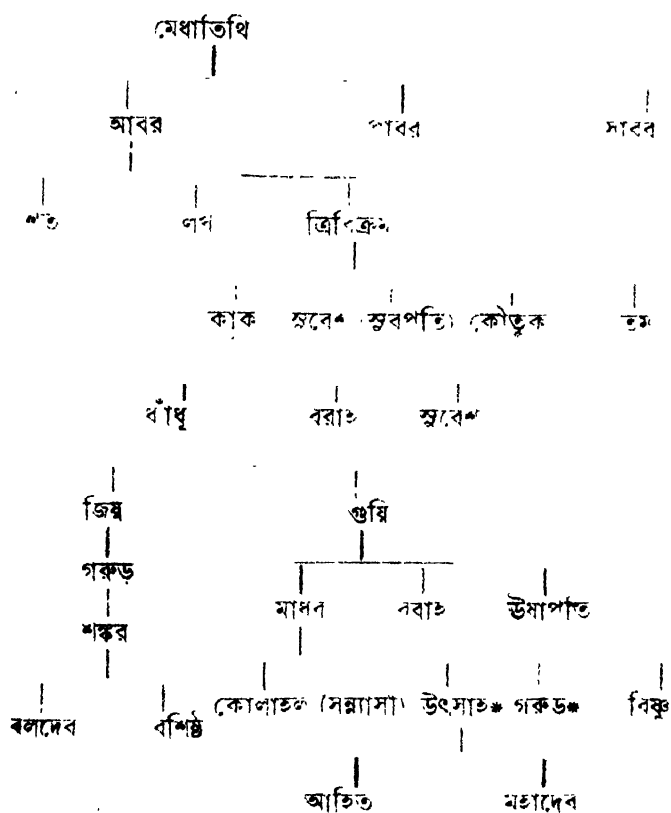
বারেন্দ্রশ্রেণী—ভরদ্বাজ গোত্র :
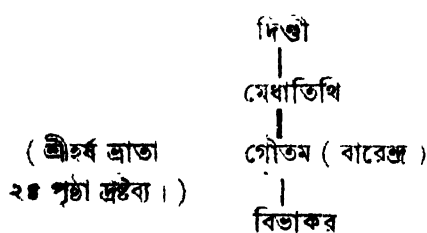
দিণ্ডী
|
মেধাতিথি
|
গৌতম (বারেন্দ্র) (শ্রীহর্ষ ভ্রাতা ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)
|
বিভাকর

পরিশিষ্ট।

দিবাকর
|
প্রভাকর
|
শঙ্কু মিশ্র
|
[illegible]
|
[illegible] গুরু
|
বাচস্পতি গুরু
|
গুণাকরাচার্য্য
|

নারায়ণ	পঞ্চতপা	বর্দ্ধমান অগ্নিহোত্রী

বর্দ্ধমান অগ্নিহোত্রী
|
পৃথ্বীধর
|
শর[illegible]াচার্য্য
|
মাতঙ্গাচার্য্য
|
জিষ্ণানি আচার্য্য
|
ভাস্কর বেদান্তী
|

কর্ণ	ধন	সুকাশী	*সায়ন	ভুবনেশ্বর	বিনায়ক
(গোচ্ছাসি)	(গোগ্রামী)	(গোসালস্থি)	(ভাদড়)	(আতুথি)	(উচ্ছরথি)

রাঢ়ীশ্রেণী—কাশ্যপগোত্র।

রত্নাকর (কান্যকুব্জবাসী)
|
বীতরাগ (আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত
|
দক্ষ | সুষেণ | জন্নু | কৃপানিধি

(ইনি আদিশূর পুত্র ভূশূর সহ রাঢ়ে আসিয়াছিলেন। ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) (সুষেণাদি ৩ ভ্রাতা বরেন্দ্রভূমে রহিলেন।)

দক্ষ (রাঢ়ী
|
সুলোচন (চট্ট
|
বাসুদেব

(সুলোচনাদি ১৪টী পু: জন্মে, ১৪টী পুত্র ১৪ গাঁই উপাধি প্রাপ্ত হন। ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বাসুদেব
|
নায়িকদেব | রূপকদেব | ধরাদেব | মহাদেব

নায়িকদেব
|
হার | নাথ

নাথ
|
বরাহ | শ্রীকর | শ্রীধর

শ্রীকর
|
বহুরূপ | পশুপতি | সোম

রূপকদেব
|
গরুড়
|
শ্রীকণ্ঠ | হিরণ্য | সুমতি
|
বাঙ্গাল*

মহাদেব
|
মহীধর | চলহ | সভা | সামন্ত

চলহ
|
আভ | অলঙ্কার | লৌকিক | সুকার

আভ / অলঙ্কার / সুকার
|
উমাপতি | শুচ* | অরবিন্দ*

বারেন্দ্রশ্রেণী—কাশ্যপগোত্র।

রত্নাকর
|
বীতরাগ
|
সুষেণ (দক্ষের ভ্রাতা। ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)
|
ব্রহ্ম ওঝা
|
দক্ষ
|
পীতাম্বর
|
হিরণ্যগর্ভ
|
বেদগর্ভ
|
জিষ্ণাণি (জিগনি) মহামুনি
|
স্বর্ণরেখ (বারেন্দ্র) ভবদেব (রাঢ়ী)
|
সিন্ধু ওঝা (অপুত্রক গরুড়কে দত্তকগ্রহণ করিয়াছিলেন।)
|
ক্রতু (ভাদুড়ি)* মত্ত মৈত্রেয়*

রাঢ়শ্রেণী—বাৎস্যগোত্র।

উমাপতি (কান্যকুব্জবাসী)

সুধানিধি (আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত)

ছান্দড় (ইনি আদিশূর পুত্র ভূশূর সহ রাঢ়ে আসিয়াছিলেন। ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ধরাধর (বরেন্দ্রভূমে রহিলেন।)

রণেশ্বর
প্রাণেশ্বর
হিঙ্গল
বরাহ
কালু*
কুতূহল*
ছান্দড় (রাঢ়ী)
ধীর (পূতিতুণ্ড গাঁই)
জৈমিনি
শাস্ত
পদ্মাক্ষ
তমোপহ
লক্ষ্মীধর
শ্রীকণ্ঠ
বনমালী
গৌতম
মৎসল
বৎসল
বর্দ্ধন
পুণ্ডরীকাক্ষ
উৎসাহ
বল
শম্বর

বারেন্দ্রশ্রেণী—বাৎস্যগোত্র।

উষাপতি
|
সুধানিধি
|
(চান্দড়ের ভ্রাতা) ধরাধর (বারেন্দ্র)
|
বেদ
|
শিবওঝা
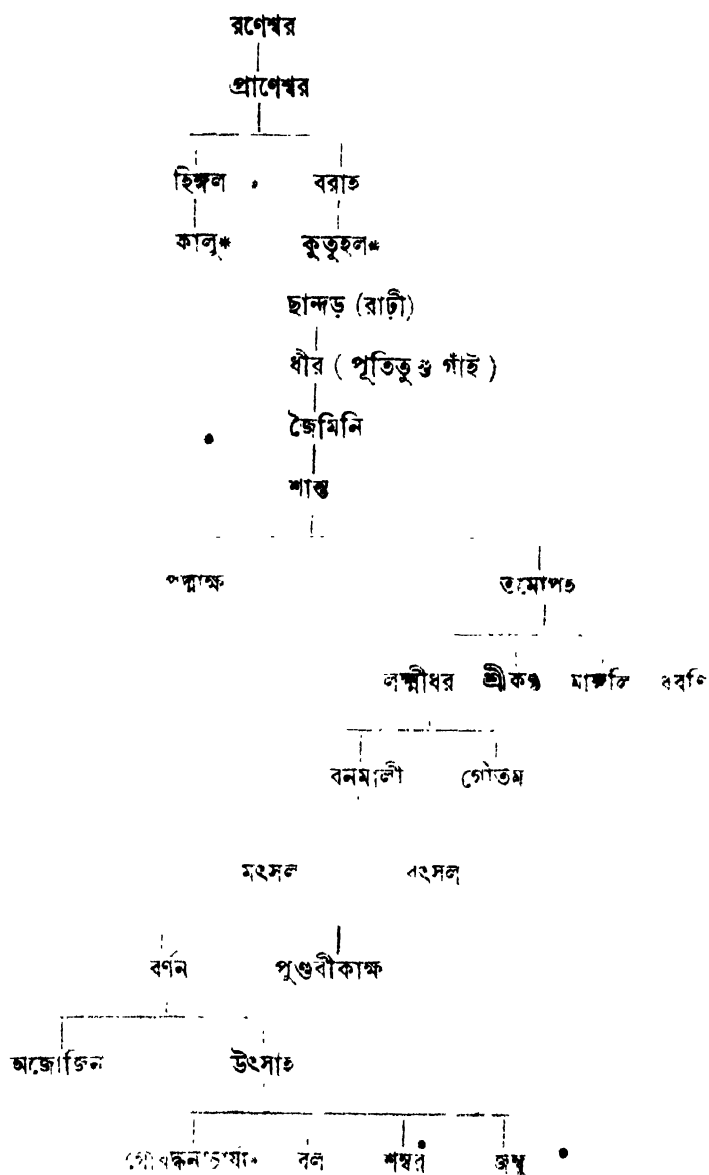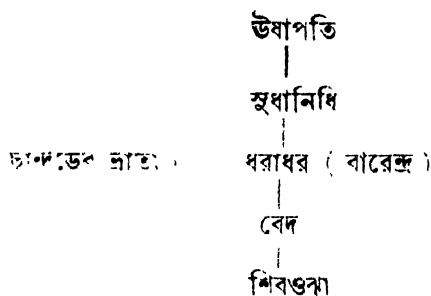
বেদান্তাচার্য্য (বারেন্দ্র) দামোদর (রাঢ়ী)

হরিহর (কুড়মুড়ি) লক্ষ্মীধর* (সান্যাল) জয়গানমিশ্র (ভীমকালীহাই) দিবাকর (ভাড়িয়াল) শশিধর*

রাঢ়ীশ্রেণী—সাবর্ণগোত্র।

প্রিয়ঙ্কর (কান্যকুব্জবাসী)
|
সৌভরি (আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে আনীত)

বেদগর্ভ রত্নগর্ভ পরাশর মহেশ্বর

ইনি আদিশূর পুত্র ভূশূর সহ রাঢ়ে আগমন করিলেন। (রত্নগর্ভাদি ৩ ভ্রাতা বরেন্দ্রভূমে রহিলেন)

বেদগর্ভ (রাঢ়ী)

|

হলায়ুধ (গাঙ্গুলী গাঁই)

|

গুণাগ্নি

|

হরি

|

সুবিক্রম

|

বিশাগ্নি

|

বলাগ্নি

|

হেরম্ব

| | |

গৌরি কাপাড়ি হড় শান্ত অপরেশ

|

| |

জগন্নাথ পীতাম্বর রবি

|

কুলপতি

|

শিশু*

বেদগর্ভ (রাঢ়ী)
|
রাজ্যধর (কুন্দলালগাঁই)
|
রত্নগর্ভ
|
বিশ্বম্ভর
|
হেরম্ব
|
মঙ্গল
ব্রহ্মচারী
রোষাকর*
|
গিরিধর
এড়ু মিশ্র ঘটক

বারেন্দ্রশ্রেণী—সাবর্ণগোত্রে কেহ বল্লালসেন কর্তৃক কৌলীন্য মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হন নাই।

* তারকাচিহ্নিত ব্যক্তিগণ বল্লালসেন কর্তৃক কুলীনরূপে পূজিত।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

সমীকরণ। (৫১ পৃষ্ঠা দেখ।)

সমীকরণ

১। মথবংশজ—বিকর্ত্তন, সিয়, সর্ব্বজ্ঞ।
চট্টবংশজ আহিত।
ঘোষালবংশজ আভ।

২। চট্টবংশজ বামদেব, গুণাকর, সর্ব্বেশ্বর, শ্রীকর।
ঘোষালবংশজ শুভ।
কাঞ্জিবংশজ তেয়ী।

৩। বন্দ্যবংশজ আভ।
পূতিবংশজ পীতাম্বর, বাসুদেব।
মুখবংশজ গঙ্গাধর, বিশো।

৪। বন্দ্যবংশজ লেঙ্গুড়ী, ভেঙ্গুড়ী, কেশব, উচলি।
চট্টবংশজ দ্যাকর, পুরুষোত্তম।
গাঙ্গলীবংশজ আয়ু।

৫। চট্টবংশজ তায়, অভ্যাগত।
মথবংশজ—ভব, গোপী, বম্মী।

৬। বন্দ্যবংশজ অনন্ত, হরি, নারায়ণ, সঙ্কেত।
মুখবংশজ নারায়ণ, জনার্দ্দন।

৭। চট্টবংশজ রুদ্র।
মুখবংশজ নরসিংহ, রাঘব।
বন্দ্যবংশজ—আখণ্ডল।
কাঞ্জিবংশজ জনার্দ্দন।
ঘোষালবংশজ—গদাধর।

৮। বন্দ্যবংশজ—ভাস্কর।
মুখবংশজ—দ্যাকর, রাম।
ঘোষালবংশজ—মার্কণ্ডেয়, পশুপতি, সোম।
কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ ভব, ভীম।

৯। অবসথী চট্টজ তেকড়ি, দোকড়ি।
চট্টবংশজ নন্দন, অর্ক।
খনিয়াচট্টজ—সুদর্শন, নিশানাথ।
মখজ—বিশো।
পূতিজ—উমাপতি, বাম।

১০। চট্টজ—মন।
অবসথীচট্টজ—অচ্যুত।
খনিয়াচট্টজ উষাপতি।
বাবলাবন্দ্যজ গঙ্গাধর, লখায়ী।
উন্দুরাবন্দ্যজ—বিষ্ণু, দাস, পশুপতি।
পূতিজ ডমন, মাধব।

১১। চট্টজ—বিভাকর।
কুন্দজ—উষাপতি।
গাঙ্গলীয় বিনায়ক।
বাবলাবন্দ্যজ—সোম।
নপাড়াবন্দ্যজ—ঈশান।

১২। চট্টবংশজ—প্রভাকর, ধনেশ, স্বপন, ভীম।
মুখবংশজ—পশু, নীলকণ্ঠ, বিভু, ধনঞ্জয়।
বন্দ্যবংশজ—সুয়, মায়ু, কুলেশ।
নপাড়াবন্দ্যজ—নীলাম্বর

গঙ্গবড়বন্দ্যজ নন্দন।

১৩ বাবলাবন্দ্যজ -- উৎসাহ, বৎস, উদয়ন, পীতাম্বর।

আড়িয়ামুখজ রুদ্র।

বিশোমুখজ- শুঙ্গ।

কাঞ্জিজ- গঙ্গাধর।

১৪। মুখজ --ক্ষেম।

ফুলিয়ামুখজ গঙ্গেশ্বর।

বিশোমুখজ কৃষ্ণ।

চট্টজ ধনঞ্জয়, উমাপতি শিবহরি।

ঘোষালজ হরি, সুদর্শন।

কাঞ্জিজ- তপন, ভীম।

১৫। বন্দ্যজ ঈশ্বর।

ঘোষালজ হিঙ্গল, তেয়ী, রুদ্র।

ফুলিয়ামুখজ সুজন।

স্বল্পফুলিয়ামুখজ দুখো, গাড়ো।

১৬। বিশোমুখজ ধনঞ্জয়, শূলপাণি, সুবোধন।

কাচনামুখজ- হল, সারঙ্গ।

কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ মাধব,হরি।

ঘোষালজ হলধর।

কাঞ্জিজ --রবি, ধীর।

১৭। পাটুলিচট্টজ - কৃষ্ণ, বলভদ্র।

খনিয়াচট্টজ পঞ্চানন।

অবসথীচট্টজ -বিদ্যাপতি, সিদ্ধেশ্বর, গোবর্দ্ধন।

কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ -- দুখো, প্রিয়।

বিশোমুখজ- -আয়ু।

১৮। পূতিজ চক্রপাণি।

খনিয়াচট্টজ লক্ষ্মণ,বিকর্ত্তন।

অবসথীচট্টজ নন্দন, প্রভাকর, গোপাল, ঈশান, পালু, উদয়ন।

১৯। উন্দরাবন্দ্যজ মধু,ছায়াপতি।

বিশোমুখজ মকরন্দ।

খনিয়াচট্টজ বামন।

পূতিজ রাজো, পাজো, বিজো, তেজো।

২০। পূতিজ আদিত্য।

বাবলাবন্দ্যজ মুরারি।

বিশোমুখজ নীলাম্বর।

খনিয়াচট্টজ কামদেব।

অবসথীচট্টজ মদন।

নান্দাচট্টজ মধুসূদন, দৌবারিক, জগন্নাথ, গোপাল।

বঙ্গভূষণচট্টজ গোবিন্দ, বুড়ন, দুর্য্যোধন, গদাধর।

গাঙ্গলিজ শূলপাণি, কেশব, শিব।

২১। বাবলাবন্দ্যজ নন্দন।

নপাড়াবন্দ্যজ রাম, লক্ষ্মণ।

কুন্দজ উদ্ধব।

বিভোচট্টজ নৃসিংহ।

২২ বিশোমুখজ-- কৃষ্ণ।

গঙ্গঘড়বন্দ্যজ চক্রপাণি।

ধনোচট্টজ রঘুপতি, শ্রীপতি, গণপতি।

২৪। চট্টজ - চৈতলি।

পয়নড়ুবন্দ্যজ শ্রীপতি, বনমালী।

বাবলাবন্দ্যজ অনিরুদ্ধ।

জনোমুখজ মধু।

বিশোমুখজ বশিষ্ঠ।

২৫। বাবলাবন্দ্যজ কন্দর্প, রঘুপতি।

সাগরদিয়াবন্দ্যজ সন্তোষ, মুরারি।

আড়িয়ামুখজ রুদ্র।

২৬। বাবলাবন্দ্যজ – মার্কণ্ডেয়, রঙ্গ, বশিষ্ঠ, মধুসূদন, জনার্দ্দন।

সাগরদিয়াবন্দ্যজ পণ্ডিত, মাধব, গুণী।

স্বল্পবাবলাবন্দ্যজ - শ্রীমান, রঙ্গ, থাটু।

জনোমুখজ বৎস।

২৭। ফুলিয়ামুখজ মুরারি।

জনোমুখজ গোবিন্দ।

কাঞ্জিজ আনন্দ, বনমালী, গণপতি।

২৮। ঘোষালজ কৃষ্ণ।

স্বল্পফুলিয়ামুখজ দৌবারিক, জয়পতি, লক্ষ্মীপতি, উমাপতি।

কাঞ্জিজ কৌতুক, ব্যাস।

২৯। কাচনামুখজ -- বিজয়, ধর্ম্ম।

স্বল্পফুলিয়ামুখজ—কানু।

ঘোষালজ সূর্য্য, উদয়ন, বনমালী।

৩০। কাচনামুখজ -- মহেশ্বর, শক্তিধর।

কাঁটাদিয়াবন্দ্যজ- রুদ্র, সূর্য্য, দিগম্বর, বসুন্ধর, মধু, আদিত্য, গঙ্গাধর।

৩১। দেহাটাচট্টজ বাপী।

অবসাথীচট্টজ কুবের, অনন্ত, গোবিন্দ, জনার্দ্দন, ঈশ্বর, শূলপাণি, তপন, গণনায়ক, লক্ষ্মীপতি, সুরানন্দ, গোপাল, লক্ষ্মণ মার্কণ্ডেয়।

৩২। পূতিজ ব্যাস, বশিষ্ঠ, শম্ভু, ভূধর।

৩৩। অবসথীচট্টজ দিবাকর, কৌতুক, নারায়ণ, নৃসিংহ, বশিষ্ঠ, দামোদর, সন্তোষ।

৩৪। খনিয়াচট্টজ - বিভাকর, গণপতি, বশিষ্ঠ, কেশব।

৩৫। উন্দুরাবন্দ্যজ—বাসুদেব, পৃথু।

বাবলাবন্দ্যজ- রঘু।

পূতিজ শ্রীমান্, হর, শ্রীকণ্ঠ, নিধু।

বঙ্গভূষণচট্টজ -- মধুসূদন।

৩৬। বাবলাবন্দ্যজ - প্রজাপতি, মাধব।

বঙ্গভূষণচট্টজ -- শ্রীকণ্ঠ, চন্দ্র, শঙ্কর।

নান্দাচট্টজ ত্রিলোচন।

কুন্দজ- পৃথু।

গাঙ্গলিজ—পরমেশ, মুরারি,

তেকায়ি, পুরুষোত্তম, রাম দেব, পশুপতি, নরহরি।

৩৭। নপাড়াবন্দ্যজ হরি, পীতাম্বর, অনন্ত।

বিভাচট্টজ বাসুদেব, কালু ও শ্রীকর।

৩৮। ধনোচট্টজ - নিধু, সিধু, মধু।

৩৯। ধনোচট্টজ — ব্রহ্ম, নিশাপতি, ব্যাস, নারায়ণ, নৃসিংহ।

৪০। বিশোমুখজ মহেশ্বর।

ময়গড়বন্দ্যজ দিবাকর, গৌরীপতি, জনার্দ্দন

৪১। বাবলাবন্দ্যজ - পৃথীধর।

ময়গড়বন্দ্যজ উমাপতি, পদ্মনাভ

সাগরদিয়াবন্দ্যজ জটাধর।

আড়িয়ামুখজ লক্ষ্মণ, শ্রীকর

৪২। চৈতলিচট্টজ কুশধ্বজ, মহেশ, রঘুনাথ, বিশ্বম্ভর।

৪৩। বাবলাবন্দ্যজ লক্ষ্মণ, কাক, নিত্যানন্দ, নিধি, লম্বোদর।

সাগরদিয়াবন্দ্যজ- বিষ্ণু।

আড়িয়ামুখজ বিশ্বম্ভর, বিজয়, নিধি, বিষ্ণু।

৪৪। বাবলাবন্দ্যজ দিগম্বর, পশুপতি, শুক্লাম্বর, লক্ষ্মীপতি, দুর্গাবর।

স্বল্পবাবলাবন্দ্যজ জনার্দ্দন।

সাগরদিয়াবন্দ্যজ শ্রীনিবাস, দিগম্বর, ব্যাস।

৪৫। বাবলাবন্দ্যজ গোপাল, নারায়ণ।

৪৬। ফুলিয়ামুখজ বনমালী অনিরুদ্ধ।

সাগরদিয়াবন্দ্যজ কৈতন।

স্বল্পবাবলাবন্দ্যজ নিত্যানন্দ, কৃত্তিবাস, গৌতম।

৪৭। কাঞ্জিলালজ দুর্গাবর, বাসুদেব।

ঘোষালজ শূলপাণি।

স্বল্পফুলিয়ামুখজ গদাধর।

৪৮। কাঞ্জিলালজ - নরোত্তম, দশরথ।

ঘোষালজ - বাণ, উমাপতি।

স্বল্পফুলিয়ামুখজ স্কন্দ, দিগম্বর, রত্নাকর।

৪৯। কাচনামুখজ কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভরত, ভাস্কর, পৃথীধর।

পালটী। সমীকরণে উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণ সমতা লাভ করিলেন, অর্থাৎ সমপর্য্যায় হইলেন। সমপর্য্যায়ে আদান-প্রদান করার নাম 'পালটী ঘরে' ক্রিয়া। তৎকালে ঘটকগণ কর্তৃক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ঘোষাল, পূতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল ও কুন্দলাল বংশের উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে সমতা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তখন বেগের গাঙ্গুলী বা কলিকাতার ঘোষাল সংজ্ঞা হয় নাই।

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

ঘটক।

ঘটকেরা যে কেবল পাত্রপাত্রীর সংবাদ রাখিতেন তাহা নহে। তাঁহারা ব্রাহ্মণের কুলাচার্য্য। তাঁহারা যেরূপ কুলপ্রথা স্থির করিয়া দিতেন, ব্রাহ্মণগণকে সেই অনুযায়ী চলিতে হইত; ঘটকদিগকে সম্মান করিতে হইত এবং তাঁহাদিগের প্রতিপালনের ভার, গুরু পুরোহিতের ন্যায় বহন করিতে হইত। নবধা কুললক্ষণের 'বিনয়' ও 'প্রতিষ্ঠা' তৎকালে কিরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল (পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ) তাহা পাঠে বোঝা যাইবে, যে ঘটকেরা ব্রাহ্মণের কুলের চাবিকাটি হাতে রাখিয়াছিলেন। যেহেতু কুলাচার্য্যে নম্রতা না দেখাইলে এবং কীর্ত্তি কুলাচার্য্য কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত না হইলে, কুলীন বিনয় ও প্রতিষ্ঠা লক্ষণযুক্ত হইতে পারিতেন না। সেকারণ ঘটকপ্রতিপালন কুলীন ও শুদ্ধশ্রোত্রিয়গণের একটা অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়াছিল।

যে সময় ব্রাহ্মণেরা রাজার সাহায্যে যাহাকে কুলাচার্য্যপদে বরণ করিলেন, তিনি সর্ব্বেশিক্ষা হইতে[illegible] কুলাচার্য্যেরাই বংশজ সংজ্ঞা প্রবর্ত্তিত করেন। ঘটকদিগের কুলগ্রন্থানুসারে যখন যাহারা হেয় হইয়া পড়িতেন, তখন ঘটকেরাই আবার তাঁহাদিগকে শুদ্ধশ্রোত্রিয়ে পরিণত করিয়া দিতেন। নাদার বন্দ্যঘাটীদের মাশ্চটক, খড়দহের নিত্যানন্দবংশীয় বন্দ্যঘাটীদের বটব্যাল, কোন্নার মুখটীদিগকে ডিংসাই শ্রোত্রিয় করিয়া দিয়াছেন। সেই অবধি তাঁহারা শুদ্ধশ্রোত্রিয় পর্য্যায়ভুক্ত। (দ্বাদশ পরিচ্ছেদের বংশজ ও শ্রোত্রিয় বিবরণ দেখ।)

সৎকুলীনবংশজাত, সুপণ্ডিত, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিই কুলাচার্য্যপদে বরিত হইতেন, তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী থাকিত। কুলাচার্য্যেরা, কে কি কারণে এক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য বাসস্থান গ্রহণ করিল, কাহার বংশে কি দোষ হইল ইত্যাদি সকল সন্ধান রাখিতেন। এই কুলাচার্য্যেরা আবার বংশজব্রাহ্মণকে দিয়া ব্রাহ্মণবংশাবলী লেখাইতেন এবং তাঁহাদিগকে ঘটকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; এইরূপে ঘটকের বৃত্তি বংশজ মধ্যে আসিয়া পড়ে। ঘটকবিশারদ দেবীবর বংশজব্রাহ্মণ ছিলেন। পরবর্ত্তী-কালে অনেক বংশজব্রাহ্মণ ঘটকের কার্য্য আরম্ভ করেন।

বংশজব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে ঘটকালি ভাটদিগের হস্তে গিয়াছিল। ভাটেরা ব্রাহ্মণগণের কুলপ্রথা সম্বন্ধে সেরূপ অভিজ্ঞ নয় বলিয়া, ব্রাহ্মণের ঘটকালি রক্ষা করিতে পারে নাই। কাজেই তাহারা শূদ্রজাতির ঘটকালি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। এক্ষণে ভাটেদের মধ্যে কেহ ঘটকের কার্য্য করে কি না, বলিতে পারি নাই।

ঘটক ও কুলগ্রন্থ।

১। মহেশ্বর শর্ম্মা।—বন্দ্যোপাধ্যায় বংশোদ্ভব বল্লালসেন পূজিত প্রথম কুলীন। ইনি ঘটক হরিমিশ্রের প্রপিতামহ। ইঁহার সময়ে কুলীনগণ মেলবদ্ধ হন নাই। ইনি 'কুলপঞ্জিকা' রচনা করেন।

২। হরিমিশ্র। মহেশ্বর শর্ম্মার পুত্র মহাদেব, তৎপুত্র ত্রিবিক্রম, তৎ-পুত্র হরি। ইঁহা হইতে সাগরদিয়াবন্দা পরিচয় আরম্ভ হয়। ইনি ফুলে মেলভুক্ত হন। 'বংশাবলী' ইঁহার রচিত।

৩। ধ্রুবানন্দ মিশ্র। হরিমিশ্রের পুত্র উদয়ন, তৎপুত্র মুরারি, তৎপুত্র ধ্রুবানন্দ। ইনি দেবীবরের মেলবন্ধকালে কুলীনদিগের পরিচয়ার্থ 'মহা-বংশাবলী' রচনা করেন।

৪। সর্ব্বানন্দ মিশ্র। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র। ইনি 'কুলতত্ত্বার্ণব' রচনা করেন।

৫। সর্ব্বানন্দ ঘটক।—ইনি দেবীবর ঘটকবিশারদের পিতা। ইঁহার রচিত কোন কুলগ্রন্থের নাম শোনা যায় না।

৬। দেবীবর ঘটক। উক্ত সর্ব্বানন্দ ঘটকের পুত্র। হরিমিশ্রের ভ্রাতা সঙ্কেতের বংশোদ্ভব। সঙ্কেতের পুত্র উৎসাহ, তৎপুত্র অনন্ত, তৎপুত্র লক্ষ্মীকান্ত, তৎপুত্র সর্ব্বানন্দ, তৎপুত্র দেবীবর। ইনি ব্রাহ্মণগণের মেলবন্ধ করেন এবং ইঁহার সময় হইতে কৌলীন্যমর্য্যাদা বংশানুক্রমিক হয়। দেবীবর নিজে বংশজ ছিলেন। ইনি 'মেলপর্য্যায়' রচনা করেন।

উক্ত ছয়জন কুলাচার্য্য শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্যবংশজাত।

৭। হরিমিশ্র। ভরদ্বাজগোত্রীয় মুখটী বংশসম্ভূত, যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা। ইনি নিজে গড়গড়ি বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রেরা খড়দহমেলভুক্ত। ইনি 'সারাবলী' রচনা করেন।

৮। নুলোপঞ্চানন। চৈতন্যের পুত্র রঘুনাথ চট্টর প্রপৌত্র। দেবীবর ঘটকের ইনি সমসাময়িক। প্রথম বয়সে হাতে শক্তি না থাকায় নুলো নামে খ্যাত হন। পরে নুলো তাঁহার গৌরবজনক উপাধি হয়। ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পদ্যে "গোষ্ঠীকথা" রচনা করেন। ইনি বড়ই স্পষ্টবক্তা ছিলেন। মেলবন্ধ হওয়ার পর ব্রাহ্মণের কৌলীন্য বংশানুক্রমিক হইলে ইনি লিখিয়াছেন

"দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীনপুত্র কুলে হয় সার॥"

এইরূপ বঙ্গদেশের আচার্য্যব্রাহ্মণ বিরুদ্ধে যে অপবাদ আছে, তাহারও প্রতিবাদ করেন।

৯। এঁড়ু মিশ্র। সাবর্ণগোত্রীয় কুন্দলালি গাঞি রোষাকরের পৌত্র।

এঁড়ুদ্বীপ বা এঁড়িয়াদহগ্রামবাসী বলিয়া এঁড়ুমিশ্র নামে খ্যাত হন। ইনি 'কুলার্ণব' গ্রন্থ রচনা করেন।

১১। বাচস্পতি মিশ্র। কাশ্যপগোত্রীয় (পর্কটী) পাকড়াশী গাঁই শ্রোত্রিয় হরিদেব ন্যায়ালঙ্কারের বংশীয়। ইহাঁর নাম শ্রীপতি বাচস্পতি পরে ইনি বাচস্পতি মিশ্র নামে খ্যাত হন। ইনি 'কুলরমা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

পরবর্ত্তী ঘটকগণের তালিকা :--

	নাম	গ্রাম	কুলগ্রন্থ
১।	রামহরি তর্কালঙ্কার	নবদ্বীপ	মেলমালা
২।	রামচাঁদ শিরোমণি	ভাজনঘাট	দোষপ্রকাশ
৩।	গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	গোবরডাঙ্গা	কুলতত্ত্ব
৪।	কুলচন্দ্র শিরোমণি	যশোহর	মহাবংশাবলী
৫।	রামগোপাল সার্ব্বভৌম	শান্তিপুর	কুলার্ণবকারিকা
৬।	চন্দ্রনাথ ন্যায়রত্ন	সুবর্ণপুর	কুলচন্দ্রিকা
৭।	রামধন বিশারদ	উলা বীরনগর	ফুলিয়াকুলগণনা
৮।	বংশীবদন বিদ্যারত্ন	নবদ্বীপ	
৯।	হরচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত	ভাজনঘাট	
১০।	কৃষ্ণানন্দ শিরোমণি	খাগড়া	
১১।	কেশবচন্দ্র শিরোমণি	নপাড়া	
১২।	ভৈরবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	বর্দ্ধমান	
১৩।	প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার	হরিনাভি	
১৪।	জগদ্বন্ধু বিদ্যালঙ্কার	নৈহাটী	
১৫।	উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	বলাগড়	
১৬।	শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ	মহেশপুর	

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিবেদন	৫	জিজ্ঞসা	জিজ্ঞাসা
সূচীপত্র ৵০	১৬	কুলাচন	কুলাচল
ঐ ।৵০	১০	সম্বন্ধে	সম্বন্ধে
১৪	ফুটনোট ১	কলিঙ্গেবু	কলিঙ্গেষু
১৫	১৩	বীপরীত	বিপরীত
৩৩	১৭	পূতিতণ্ড	পূতিতুণ্ড
৫৬	ফুটনোট শেষ ছত্র	কুলাচর্য	কুলাচার্য্য
৬২	১৬	পণ্ডিরত্নী	পণ্ডিতরত্নী
৭৯	১১	সন্দগ্ধবান্	সন্দিগ্ধবান্
৮০	১৪	ঘোষেে	ঘোষে
৮২	৩	২২।	১।
১০১	১৯	এশ্বর্য্যশালী	ঐশ্বর্য্যশালী
১০২	১৫	শত শত লাক	শত শত লোক.
১০৪	১৪	বব্যাল	বটব্যাল
১০৮	৩, ৪	শ্যামচরণ	শ্যামা-চরণ
১১০	১০	সাতশটী	সাতশতী
১২৮	ফুটনোট ৪	চ দক্ষিণে	মালদহদক্ষিণে
১৪১	ফুটনোট ১	বংণীয়	বংশীয়
	” ২	পুয়োহিত	পুরোহিত
১৬৩	১৭	ঔড়ম্বরন্ডরদ্বাজঃ	ঔডম্বরাভরদ্বাজঃ
১৬৪	১৩	শ্রীইর্ষের	শ্রীহর্ষের
১৬৫	৮	মহোশের	মহেশের
১৭৩	১৮	অন্যত্রের,	কমা হইবে না
১৭৪	৯	ভোজেশ্বরগতাঃ	ভোজেশ্বরগতাঃ
১৮৯	ফুটনোট ৩	কিম্বদণ্ডী	কিম্বদন্তী
১৯৬	১৬	নিমন্ত্রণ	নিমন্ত্রণে
”	ফুটনোট ২	শারদার—	ড্যাস হইবে না
১৯৯	১৪	ব্রহ্মণগণের	ব্রাহ্মণগণের
১ম পরিশিষ্ট	৮	দামেদর	দামোদর

পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ এই যে যে পুস্তকে হরফ পড়িয়া গিয়াছে কিম্বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বা ছাপা উঠে নাই, সেই সেই স্থানে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নের লিখিত বিষয় যোজনা করিয়া পাঠ করিবেন।

পৃষ্ঠা	ছত্র	যাহা হইবে।
২৫	২১	রাটীর পূর্ব্বে বন্ধনী (চিহ্ন বসিবে।
৩৩	২১, ২২, [illegible]	কাজিলালোপাধ্যায়, পূতিতুণ্ডোপাধ্যায় ও ঘোষালোপাধ্যায় বলিয়া পরিচিত করিতেন।
৩৫	২২, ২৩	অন্য কোন রাজা আর ব্রাহ্মণদিগের কুলপ্রথা লইয়া কোনরূপ বিভাগাদি করেন নাই।
৩৬	শেষ ছত্র	সহিত হইবে।
৪৭	ফুটনোট	শ্রোত্রিয়াম্ হইবে।
৫২	শেষ ছত্র	ছিলেন হইবে।
৬৫	ফুটনোট ৮	মনোহর তৎসূত দৈবকীনন্দন।
৬৬	৩	ঘটকদিগের কারিকা। } পড়িয়া গিয়াছে
”	১১	১৩। চন্দ্রাপতি। } পড়িয়া গিয়াছে
”	১৩	১৯। } পড়িয়া গিয়াছে
৬৯	৫	২৪ পরগণায় হইবে।
৭১	শেষ ছত্রের প্রথমে	পুত্র উঠে নাই।
৭৪	১৪	বিজয়ের হইল কুল॥ পড়িয়া গিয়াছে।
৭৮	৩	পৌত্রবাসু ভাঙ্গা হরফ।
৭৮	৩	শ্রীবর্দ্ধন হইবে।
৭৯	ফুটনোটের শেষ ছত্র	মন্তের পূর্ব্বে শ্রী বসিবে।
৯৪	[illegible]	হরি মজুমদারী ম পড়িয়া গিয়াছে।
১০৫	১৬, ১৭, ১৮	হরধাম, হবিব্‌পুর ও বাদকুল্লা, হুগলী সুখ-সাগর; ভাঙ্গা। বর্দ্ধমান জেলায় রায়গ্রাম; ভাঙ্গা।
১১১	১৩	ত্রিকুলীর ি পড়িয়া গিয়াছে।
১৫৩	৪	বলিয়া আশা করা ভাঙ্গা।
”	৫	উল্লেখ ভাঙ্গা।
১৬৪	২য় শ্লোকের শেষে	কোটেশন ” বসিবে।
১৬৫	১ম ”	ঐ
১৬৯	৩ ছত্রের শেষে	উৎকলীর উৎ- ছাপা উঠে নাই।
১৮৫	৭ ছত্র	status পর বন্ধনি) হইবে।

ভূমিকা

পরম পূজ্যপাদ পিতামহ দেবের যত্নে ৺ হরিদেব-বংশ বিবৃতি নামক পুস্তিকা ১২৯৯ সালে মুদ্রিত হয়। তৎপর ১৪ বৎসর গত হইয়াছে। এই সময় মধ্যে ঐ পুস্তিকার অনেক পরিবর্দ্ধন আবশ্যক হওয়ায় তাহার পুনঃসংস্করণ করিলাম। পূর্ব্ব মুদ্রিত পুস্তিকা অপেক্ষা ইহাতে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করা হইল।

স্থল বসন্তপুর,

অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ সাল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার শর্ম্মা।

মুখবন্ধ

আত্মাভিমান না থাকিলে লোকের অসৎকার্য্যে মনোনিবেশ হয়। কিন্তু আত্ম গৌরব, বংশ মর্যাদা ও সমাজের মধ্যে সম্মানাদি থাকিলে নীচ প্রবৃত্তি জন্মে না। প্রত্যুত উদার প্রকৃতির কার্য্যে সদা অভিলাষ হইয়া থাকে। আভিজাত্য অনুসারে যখন অধিকাংশ সদ্‌গুণ জন্মে তখন তাহার মূলস্বরূপ বংশাবলীর শিক্ষা হওয়া বিধেয়। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে তাহা হয় না। শিক্ষক স্বয়ং অসিদ্ধ, তিনি কি শিক্ষা দিবেন?

পূর্ব্বে পূর্ব্বে বংশপরম্পরায় সকলেই মৌখিক বংশাবলীর পরিচয় শিক্ষা করিতেন, এক্ষণে সে প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় অনেকেই পিতা কিম্বা পিতামহের পরিচয় পর্য্যন্ত দিতে পারেন, তাহার উপরে উঠিতে হইলেই চক্ষুস্থির। উক্তরূপ বংশ পরিচয়ে অনভিজ্ঞ লোক হরিদেব বংশে অত্যন্ত বিরল হইলেও এই বিস্তৃত বংশের পরবর্ত্তিদের সুবিধার জন্য তদ্বংশবিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

রাজা বল্লাল সেনের সময় হইতে সমাজে কুলীনগণ শ্রোত্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পদমর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিতেছেন। যে যে শ্রোত্রিয়ের কন্যাগণ বংশপরম্পরায় কুলীনপাত্রে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছেন তাঁহারাই সমাজে সম্মান লাভ করিয়াছেন। সুতরাং হরিদেব বংশজাত কন্যাগণ যে যে কুলীনে অর্পিত হইয়াছেন সেই সকল বংশের স্থূল বিবরণও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল।

এই ক্ষুদ্র বিবরণী পাঠে হরিদেব বংশধরগণ যদি স্বীয় বংশ এবং সমাজ মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য স্থাপন পূর্ব্বক আত্ম গৌরব এবং উদার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন তবেই পরিশ্রম স্বার্থক বিবেচনা করিব।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার শর্ম্মা।

উৎসর্গ পত্র

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ পাকড়াশী পিতামহদেব

শ্রীচরণাম্বুজেষু

ঠাকুর দাদা,

মদীয় ভক্তিসূত্রে গ্রথিত এই বংশমালা আপনারই আদর্শানুশরণে বিরচিত। সুতরাং ক্ষুদ্র হইলেও পরম রমণীয় এবং সৌরভময় এই মালা ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করিলাম। এই অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য ও রাজীব চরণে স্থান প্রাপ্ত হইলেই জীবন সার্থক জ্ঞান করিব।

আমার এ জাগতিক লীলাবসানের অধিক বিলম্ব নাই। আমার সবই ফুরাইল, কিন্তু মানব জীবনের সমুদয় কর্ত্তব্যই অকৃত রহিল! আমি অধম সন্তান, আপনাদের কিছুই করিবার অবসর পাইলাম না। মনের আশা মনেই মিলাইয়া গেল। নৈবেদ্যাদি উপচারে যথারীতি পূজা করা দূরে থাকুক, সচন্দন বিল্বপত্র দ্বারা আরাধনা করাও আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আমার মহাপ্রস্থানের কাল অতীব সন্নিকট, আর সময় নাই। গঙ্গোদকে গঙ্গা পূজার ন্যায় এই সামান্য বনকুসুমেই ও শ্রীচরণসরোজ পূজা করিতে বাধ্য হইলাম। সুক্ষেত্রে পতিত অণুমাত্র বীজকণা হইতে যেরূপ মহামহীরুহ উৎপন্ন হয়, তেমনি মম ভক্তিরস-সিক্ত হৃদ্‌পদ্ম অণুমাত্র হইলেও যুষ্মৎচরণে পতিত হইবা মাত্র উহা আমার পক্ষে কল্পতরু হইবে। এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা, যদি জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়, তবে যেন দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ঐ শ্রীচরণ যথোচিত পূজা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনের যথারীতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে অবসর পাই।

প্রণত শ্রীচরণ সেবক

শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাকড়াশী।

মহারাজাধিরাজ অশোকের সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই এ দেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান লোপ পায়। এমন কি এককালে ব্রাহ্মণ্য রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাত্মা আদিশূরের প্রভাবে যখন পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান হয়, তখনও সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে সাত শত ঘরের অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ইঁহাদিগের বংশধরগণ এখন সপ্তশতী নামে অভিহিত। যে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে ছিলেন তাঁহারাও বৌদ্ধদিগের প্রভাবে এমন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিলেন যে, মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যাগের প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে অজ্ঞ ও অক্ষম বলিয়া রাজার নিকট পরিচয় দিলেন। তাঁহাদেগের মূর্খতা নিবন্ধন রাজাকে ক্ষুব্ধ হইতে হইল বটে, কিন্তু উক্ত যাগ সিদ্ধি বিষয়ে একবারে হতাশাস হইলেন না। কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট পঞ্চ গোত্রের পাঁচজন সচ্চরিত্র, সাগ্নিক, বেদজ্ঞ, যজ্ঞনিপুণ ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

কান্যকুব্জাধীপতি মহারাজ বীরসিংহ গোত্র প্রবর্ত্তক মুনিদিগের মধ্যে যে পঞ্চগোত্র অগ্রগণ্য দেখিলেন সেই পঞ্চগোত্র হইতে বিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন, সুকায, সৎক্রিয়াশালী মুনিবিশেষ এবং বাক্‌সিদ্ধ পঞ্চ ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। যথা :—

ভট্টনারায়ণো দক্ষঃ বেদগর্ভোথছান্দড়ঃ।
ততঃ শ্রীহর্ষনামাচ কাণ্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥

রাজা নির্দ্ধারিত শুভদিবসে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ সম্পন্ন করাইলেন। তাঁহাদিগের যাগ প্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী ও কালক্রমে পুত্রবতী হইলেন। ইহা দেখিয়া মহারাজ অতীব প্রীত হইলেন এবং পরম শ্রদ্ধা সহকারে পূজাপূর্ব্বক দ্বিজ পঞ্চককে বিদায় দিলেন। দ্বিজগণ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেই অযথা দান পরিগ্রহাপবাদে জ্ঞাতিবর্গ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন; সুতরাং কান্যকুব্জে বাস করা অসুবিধাজনক বোধ করিয়া পুনরায় মহারাজ আদিশূরের নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা মহা যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যেই সংস্থাপিত করেন। মহারাজের অগ্রহাতিশয্যে এতদ্দেশীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ মধ্য হইতে সর্ব্বসুলক্ষণা পাঁচটী কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিজগণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ইঁহাদিগের বাসের জন্য পঞ্চকোটী, কানকোটী, হরিকোটী, কঙ্কগ্রাম এবং বটগ্রাম এই পাঁচখানি গ্রাম রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। এই পঞ্চ গ্রাম অনুগাঙ্গ দেশের মানভূম, বীরভূম, বর্দ্ধমান, সিংভূম ও বাঁকুড়া এই পাঁচ প্রদেশের অন্তর্গত।

কিছুকাল পরে দ্বিজ পঞ্চকের পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রী এবং পুত্রগণও কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আইসেন। ইঁহাদিগের আগমনের সংবাদ শ্রবণে দ্বিজগণ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন এবং অতীব তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণী এবং মুণিসোত্তম পুত্রগণ হইতে শাপগ্রস্ত হইবার আশঙ্কায়, দ্বিতীয় পরিণীতা দারা এবং তদুৎজাত পুত্রগণকে কিরূপে স্থানান্তরিত করিবেন, সেই চিন্তায় মহাব্যাকুলিত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মহারাজের শরণাপন্ন হন। রাজা তখন ইঁহাদিগের বাসের জন্য গঙ্গার উত্তরভাগ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সেই স্থানে ইঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করেন। সেই হইতেই দ্বিজ পঞ্চকের দ্বিতীয় পরিণীতা সপ্তশতী-জাত বংশধরেরা এই বরেন্দ্রভূমে বাস করিয়া আসিতেছেন এবং

বারেন্দ্র নামে অভিহিত। কান্যকুব্জাগতা সহধর্ম্মিণী এবং তত্তৎজাত পুত্রগণসহ দ্বিজগণ রাজদত্ত পঞ্চগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। ভাগীরথির পশ্চিমভাগে অর্থাৎ রাঢ়ভূমে বাস নিবন্ধন ইঁহাদিগের বংশধরেরা রাঢ়ি নামে অভিহিত।

কালক্রমে এই উভয় শ্রেণী হইতে একশত ছাপ্পান্ন পরিবার সমুদ্ভূত হয় এবং ইহাদিগের প্রত্যেক পরিবারের বসতির জন্য এক একখান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রাম নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই হইতে বারেন্দ্র শ্রেণী মধ্যে একশত এবং রাঢ়ি শ্রেণী মধ্যে ছাপ্পান্ন গ্রামীন বা গাঁই নির্দ্দিষ্ট হইল।

মহারাজ আদিশূরের পরবর্ত্তী রাজা বল্লাল সেনের সময়ে ইঁহাদিগের মধ্যে কুলমর্য্যাদার প্রবর্ত্তন হয়। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ এবং দান, এই নবগুণসম্পন্ন ব্যক্তি কুলীন এবং অবশিষ্ট শ্রোত্রীয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন। শ্রোত্রীয়গণ কেবল আবৃত্তি গুণে বর্জ্জিত, নতুবা কুলীনদিগের ন্যায় তাঁহাদিগেরও অন্য আটটী গুণ বিদ্যমান ছিল। আবৃত্তির অর্থ পরিবর্ত্ত। পরিবর্ত্ত চারি প্রকার—আদান, প্রদান, কুশত্যাগ এবং ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা। সমান বা উৎকৃষ্ট বংশ হইতে কন্যা গ্রহণকে আদান; সমান বা উৎকৃষ্ট বরে কন্যা সম্প্রদান করাকে প্রদান; কন্যার অভাব ঘটিলে কুশময়ী কন্যা দানকে কুশত্যাগরূপ পরিবর্ত্ত এবং উভয় পক্ষে কন্যার অভাব হইলে, ঘটকের সম্মুখে বাক্য মাত্র দ্বারা পরস্পর কন্যা প্রদান ও গ্রহণকে ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা কহে। শ্রোত্রীয়দিগের মধ্যে এইরূপ আবৃত্তি চতুষ্টয়ের বান্ধাবান্ধি ছিল না এবং আস্থাও ছিল না বলিয়া ঘটকেরা তাঁহাদিগকে শ্রোত্রীয় শব্দে নির্দ্দেশ করেন। কুলীনদিগের কুলভ্রংশ ঘটিবে বলিয়া তাঁহারা এই চারি প্রকার আবৃত্তি বিষয়েই সাবধান ছিলেন।

বারেন্দ্র শ্রেণীর একশত পরিবারের বিষয় এই গ্রন্থে আলোচ্য নহে। রাঢ়ি শ্রেণীর যে ছাপ্পান্ন পরিবার, তাহার ষোল পরিবার ভট্টনারায়ণ বংশে, ষোল পরিবার দক্ষবংশে, আট পরিবার ছান্দড় বংশে, চারি পরিবার শ্রীহর্ষ বংশে এবং দ্বাদশ পরিবার বেদগর্ভবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইঁহাদিগের নিবাস-গ্রাম অনুসারে উপাধি যথা ঃ—

শাণ্ডিল্য গোত্র ভট্টনারায়ণ বংশে—(১) বরাহ—বন্দ্যঘটী (২) রাম—গড়গড়ি (৩) নৃপ—কেশরকুলি (৪) নানো—কুসুম কুলি (৫) বাটু—পারিহাল (৬) গুঞ্জি—কুলভি (৭) গণো—ঘোষলী (৮) শান্তেশ্বর—সেয়ুক (৯) বুড়ো—মাশ্চরক (১০) বিকর্ত্তন—বটব্যাল (১১) নীলো—বসুয়ারী (১২) মধুসূদন—করাল (১৩) কোয়—কুশারী (১৪) বাসুক—কুলকুলী (১৫) মাধব—আকাশ (১৬) মহামতি—দীর্ঘগ্রামী, এই ষোল।

কাশ্যপ গোত্র দক্ষ বংশে—(১) সুলোচন—চট্টগ্রামী (২) ধীর—গুড়িগ্রামী (৩) নীর—অম্বুলী (৪) পালু—পলশায়ী (৫) রাম—পালধি (৬) কাক—হড় (৭) সুভ—ভুরিষ্টাল (৮) জন—কয়ারী (৯) জটাধর—পোষলী (১০) কৃষ্ণ—পোড়াড়ী (১১) কৌতুক—পীতমুণ্ডি (১২) শ্রীহরি—সিমলায়ী (১৩) শম্ভু—তৈলবাটী (১৪) বনমালী—পাকড়াশী (১৫) কেশব—মূলগ্রামী (১৬) শশীধর—ভট্টগ্রামী, এই ষোল।

বাৎস্য গোত্র ছান্দড় বংশে—(১) সুরভি—ঘোষাল (২) মহাযশ—বাপুলী (৩) রবি—মহিন্তা (৪) শ্রীধর—কাঞ্জিলাল (৫) নারায়ণ—কাঞ্জিয়ারী (৬) কবি—শিমলাই (৭) ধীর—পিপলাই (৮) শঙ্কর—পুতিতুণ্ড, এই আট।

ভরদ্বাজ গোত্র শ্রীহর্ষবংশে—(১) শ্রীগর্ভ বা ধাঁধু—মুখটী (২) জন—ডিংসাই (৩) লাল—সাহরি (৪) রাম—রাইগ্রামী, এই চারি।

সাবর্ণ গোত্র বেদগর্ভ বংশে—(১) হল—গাঙ্গুলী (২) বশিষ্ঠ—সিদ্ধল (৩) আজ্যধর—কুন্দগ্রামী (৪) কুমার—বালীগ্রামী (৫) বিশ্বরূপ—

নন্দীগ্রামী (৬) যোগী—সিয়ারীক (৭) গুণাকর—নায়াড়ী (৮) মদন—দায়ীগ্রামী (৯) মাধব—ঘণ্টেশ্বরী (১০) মধুসূদন—পারিহাল (১১) দক্ষ—শাটকগ্রামী (১২) রাম—পুংসিক, এই দ্বাদশ।

ইঁহাদিগের মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল, পুতিতুণ্ড, মুখটী, গাঙ্গুলী এবং কুন্দ, এই আট গাঁইয়ের উনিশ ব্যক্তি রাজা বল্লাল সেনের নিকট কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ বন্দ্য বংশের মহেশ্বর, জাহ্লণ, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয় জন; চট্ট বংশে বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচজন; ঘোষাল বংশে শিরো, কাঞ্জিলাল বংশে কানু ও কুতুহল; পুতিতুণ্ড বংশে গোবর্দ্ধনাচার্য্য; মুখটী বংশে উৎসাহ ও গরুড়; গাঙ্গুলী বংশে শিশু এবং কুন্দগ্রামী বংশে রোষাকর, এই উনিশ জন কুলীন।

মুখ কুলের প্রথম কুলীন উৎসাহ পৈতৃক উপাধি উপাধ্যায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইঁহাকেই আদি কারণ ধরিয়া সকল কুলের আদান প্রদানের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ হয়। দেবিবর যে সময়ে মেল বন্ধন করিয়াছিলেন, তৎকালেও গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ও যোগেশ্বর পণ্ডিত মুখোপাধ্যায়কে কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে মুখটীরা প্রকৃতি, অন্য বংশগুলি পাল্‌টী। সুতরাং গঙ্গানন্দাদির পূর্ব্বপুরুষের উপাধি উপাধ্যায়রূপ প্রকৃতিতে বন্দ্য, চট্ট ও গাঙ্গ প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদিগের সকলেরই উপাধি উপাধ্যায় হয়। সেই হেতু মুখটী, বন্দ্য, চট্ট ও গাঙ্গ এই চারি বংশ উপাধ্যায় সংজ্ঞা যোগপূর্ব্বক নিজ নিজ কুলমর্য্যাদার কীর্ত্তন করেন। যথা মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায়। কুলীনপদ বাচ্যে ইঁহারাই সমাজে বিশেষ সম্মানিত। ইঁহাদিগের সহিত পাকড়াশী বংশের সংশ্রব থাকায় তাঁহাদের বংশাবলী পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

হরিদেব বংশ

হরিদেব ভট্টাচার্য্য স্থলের পাকড়াশী বংশের আদি পুরুষ। ইনি কাশ্যপ গোত্র মহাত্মা দক্ষের সন্তান সিদ্ধ শ্রোত্রীয়। দক্ষ হইতে অধঃস্তন ত্রয়োবিংশ পুরুষে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা ৺গৌরীদাস তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আদি বাসস্থান বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত সোরগুনা গ্রামে ছিল। গৌরীদাস তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তিন পুত্র; হরিদেব, রুদ্রদেব ও রামদেব। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাল্য জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে, বাল্যকালে যে তিনি সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। তৎকালে এদেশে সংস্কৃত বিদ্যারই সমধিক আদর ছিল, সুতরাং তর্কালঙ্কার মহাশয় যত্নের সহিত আপন পুত্রগণকে সংস্কৃত শাস্ত্রই শিক্ষা দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ হরিদেব সংস্কৃত অন্যান্য শাস্ত্রে যেরূপ পণ্ডিত হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার সমধিক পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। এই সময়ে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-গণ সকলের নিকটেই বিশেষ সমাদৃত হইতেন এবং হিন্দু রাজা ও জমিদার মাত্রেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে পারদর্শিতানুসারে বাৎসরিক ও মাসিক বৃত্তি স্বরূপ অর্থ প্রদান করিতেন।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে নাটোরের সুবিখ্যাত মহারাজা রামজীবনের লোকান্তর হইলে তৎপুত্র রাজা রামকান্ত রাজ্যাধিকার লাভ করিলেন। কিন্তু রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ দয়ারাম। স্বর্গীয় মহারাজার সময়াবধি দয়ারাম

সামান্য ভাণ্ডারীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ক্রমে স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে রাজার বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। রাজা রামকান্তের রাজত্ব-কালে তাহার আর তত প্রতিপত্তি থাকিল না। সুতরাং সে ঈর্ষা পরবশ হইয়া রাজা রামকান্তকে বিপদাপন্ন করিতে কৃতসংকল্প হইল। সঙ্কল্প সাধনার্থ দয়ারাম মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে গমন করিয়া রাজার যথেষ্ট নিন্দা, দুর্নাম ও তিনি রাজকার্য্যের অনুপযুক্ত বলিয়া নানা কুকথা রটনা করিল। অপরিণামদর্শী নবাবও দয়ারামের কথায় বিশ্বাস করিয়া রাজা রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। রাজা কোনরূপ উপায়ান্তর না দেখিয়া গোপনভাবে নৌকাপথে মুর্শিদাবাদ গমন পূর্ব্বক জগৎ শেঠের আশ্রয়ে উপনীত হইলেন। শেঠজি রাজার শোচনীয় অবস্থা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করতঃ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে অনেক আশ্বাসবাক্য প্রদান করিলেন এবং মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করণার্থ নবাব বাড়ীর অনতিদূরে একটী বাটী স্থির করিয়া দিলেন। বিপুল রাজত্বের অধিপতি মহারাজ কৃতঘ্ন দয়ারামের ষড়যন্ত্রে সামান্য কুটীরবাসী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ বৃত্তি বা বার্ষিক সাধনোদ্দেশে প্রতি বর্ষে এক একবার দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। এইরূপে হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদা তদানিন্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদ উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, নাটোরের মহারাজা রামকান্ত নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া মুর্শিদাবাদেই অবস্থিতি করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলেন এবং দৌবারিক প্রমুখাৎ স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন করতঃ রাজদর্শন প্রার্থনা জানাইলেন। তৎকালে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণের প্রায় সর্ব্বত্রই, বিশেষ হিন্দুরাজ সন্নিধানে একরূপ অবারিতদ্বার ছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজ সন্নিধানে

নীত হইয়া যথাযোগ্য আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে, রাজা তাঁহাকে শাস্ত্র সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমধিক ব্যুৎপত্তি আছে জানিয়া সবিশেষ আগ্রহ সহকারে স্বীয় অবস্থা এবং ভবিতব্যতা সম্বন্ধে নানাবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নসমূহ সম্বন্ধে গণনা করায় জানিতে পারিলেন যে, অচিরাৎ মহারাজের শুভ গ্রহ উদয়ে বর্ত্তমান দুরবস্থার অপনয়ন হইয়া সত্বরেই পূর্ব্ববৎ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এতৎ শ্রবণে রাজা সাতিশয় সন্তোষ লাভ করতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কিছুদিন মুর্শিদাবাদেই অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং গণনা যথার্থ হইলে বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরেই নবাব দরবারে জগৎ শেঠের কৃতকার্য্যে, রাজা রামকান্ত সর্ব্ববিষয়ে নিরপরাধ সাব্যস্ত হওয়ায় পূর্ব্ববৎ স্বীয় অধিকারে পুনঃস্থাপিত হইলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে স্বীয় রাজধানী নাটোর যাত্রাকালীন মহারাজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সমভিব্যাহারে লইলেন এবং রাজধানীতে পৌছিয়া, নিম্নলিখিত দ্বাদশ মৌজা অতি সামান্য মাত্র বার্ষিক জমা অবধারণ করতঃ তাঁহাকে মৌরশী তালুকের সনন্দ প্রদান করিলেন। অধিকন্তু বার্ষিক বৃত্তি অবধারণ পূর্ব্বক প্রতি বর্ষে রাজধানীতে আগমন নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করিলেন। উক্ত দ্বাদশ মৌজার নাম যথা—স্থল, গুয়ারেখী, দিঘীবাড়ী, পাথাইলকান্দী, কোণাবাড়ী, মিশ্রীগাঁতি, কোণাবাড়ীশ্রী, বারবয়লা, গোবিন্দবাটী, থরপোতাজিয়া বেতিলসাতআনী এবং অর্জ্জুনদিয়াড়।

রাজধানী হইতে দুইজন পদাতিক সমভিব্যাহারে ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীয় তালুকের সন্ধানোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। নাটোর হইতে

পূর্ব্বাভিমুখে তিন চারি দিবস গমন করতঃ বর্ত্তমান যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে স্বীয় তালুকের গ্রাম সকলের সন্ধান পাইলেন এবং রাজ-নির্দ্দিষ্ট পদাতিকগণকে সন্তুষ্ট করতঃ বিদায় দিয়া অপাততঃ তথায়ই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন একত্র অবস্থানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সদ্‌গুণাদিতে প্রজাগণও বিশেষ উপকৃত ও আপ্যায়িত হইতে লাগিল এবং নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে, এই তালুক মধ্যে ভদ্রাসন বাটী নির্ম্মাণ করতঃ সপরিবারে বাসের জন্য তাঁহাকে নানারূপ অনুরোধ করিতে লাগিল। প্রজাদিগের ব্যবহারে তিনি এরূপ বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সপরিবারে এ দেশে বাস করিতে কোন মতেই অনভিমত প্রকাশ করিতে পারিলেন না। প্রজারাই ইচ্ছাপূর্ব্বক স্থল মৌজা মধ্যে ভদ্রাসনের স্থান নির্ণয় পূর্ব্বক বাসোপযোগী কয়েকখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিল এবং নিজেরা কেহ কেহ তদানিন্তন দূরদেশ সোরগুনা পর্য্যন্ত যাইয়াও, তাঁহার পরিবারবর্গকে উপযুক্ত মতে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া আসিল। সেই হইতেই স্বনামধন্য হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ দেশে বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই ভ্রাতা রুদ্রদেব সোরগুনা বাস করা নানারূপে অসুবিধা বোধ করিলেন এবং সপরিবারে এ দেশে আগমন পূর্ব্বক স্থল মৌজার লক্ত পশ্চিমে লাঙ্গলমুড়া গ্রামে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতে লাগিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা রামদেব অপুত্রক নিবন্ধন ভ্রাতৃগণের অনুগমন না করিয়া সহধর্ম্মিণীসহ অবশিষ্ট জীবন সোরগুনাতেই অতিবাহিত করিলেন।

হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা বা জমিদার দিগের ন্যায় সমৃদ্ধি সম্পন্ন না হইলেও, উপরোক্ত দ্বাদশ মৌজার আয়ের দ্বারা এবং প্রতি বর্ষে নাটোরাদি রাজধানী হইতে যাহা কিছু আয় করিতেন

তাহাতে তাঁহার তৎকালোচিৎ সাংসারিক অবস্থা কোনরূপেই অনুন্নত ছিল না। এই সময়ে তাঁহার নিজ বাটীতে ৺রাধাবল্লভ নামে ধাতুময়ী যুগলমূর্ত্তি এবং শিব ও নারায়ণ মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ এই বিগ্রহগণের নিয়মিত সেবা চালাইয়া আসিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে নিত্যই যেন অন্নসত্র হইত। প্রতিদিন তিনি কত দুঃখী দরিদ্র ও অসহায়কে অন্নদান করিতেন। তাঁহার বাটীতে আসিলে কেহ দুটী অন্ন পাইবে না এরূপ কখনও হইত না। তাহার পর বার মাসে তের পার্ব্বণে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, বিবাহে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে প্রায় নিয়ত তাঁহার ভবনে ভোজ হইত। কর্ত্রী ঠাকুরাণীগণ নিজেরাই মহা উৎসাহের সহিত রন্ধনাদি করিতেন এবং লোকজনকে আহার করাইয়াই বিশেষ প্রীতি অনুভব করিতেন। হায় সেকাল আর একাল! এইরূপ সুখসচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরম ভাগ্যবান হরিদেব পাঁচ পুত্র বিদ্যমানে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

পিতৃবিয়োগের পাঁচ ছয় বৎসর পরেই পুত্রগণ একান্নভুক্ত থাকা অসুবিধাজনক বোধ করিয়া পরস্পর পৃথকান্ন হইলেন। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠোত্তর সহ তালুকের চতুর্থাংশ ও অবশিষ্ট চারি ভ্রাতায় বার আনা অংশ পাইলেন এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের বাড়ী—বড়বাড়ী, দ্বিতীয় রাজারামের বাড়ী—দক্ষিণ বাড়ী, তৃতীয় বীরভদ্রের বাড়ী—মাঝার বাড়ী, চতুর্থ মনিভদ্রের বাড়ী—নয়াবাড়ী এবং কনিষ্ঠ তারাচাঁদের বাড়ী—ছোটবাড়ী বা উত্তর বাড়ী হইল। এই পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে দক্ষিণ বাড়ীর রাজারামের পৌত্র রামরতন ও কনিষ্ঠ তারাচাঁদের পুত্র শোভারাম সমধিক বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও কার্য্যকুশল ছিলেন। ইঁহাদিগের সোপার্জ্জিত অর্থে দক্ষিণ বাড়ীর ও উত্তর বাড়ীর সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভট্টাচার্য্য বা

পাকড়াশী বংশের অভ্যুদয়ের প্রধান কারণই ঐ দুই মহাত্মা বটেন। রামরতন ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাটোর রাজধানীতে ও শোভারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রসিদ্ধ জগৎশেঠের ভ্রাতা কলিকাতা নিবাসী কৃষ্ণমোহন শেঠের বাড়ীতে দীর্ঘকাল অতীব সুযশের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইঁহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাহার অধিকাংশই অন্যরূপে ব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা বিষয়াদিই ক্রয় করিতেন। সেকালে বিষয়াদির মূল্যও অতি সামান্য মাত্র ছিল। বর্ত্তমানে ভট্টাচার্য্য বা পাকড়াশীগণের যে সম্পত্তি বিদ্যমান আছে তাহার অধিকাংশই সেই সময়ে খরিদ হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তিগণও অবশ্য নিরস্ত ছিলেন না। সাধ্যানুসারে অনেকেই এই সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

হরিদেব বংশে শোভারামের ধারা পাকড়াশী এবং অন্যান্য ধারা ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত। এ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। শোভা-রাম-সুত ব্রজসুন্দর এবং রামকমল পিতৃ-উপার্জ্জিত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ভট্টাচার্য্য নামে জমিদারী শাসন সংরক্ষণ অসুবিধাজনক বোধ করিয়া ইঁহারা স্বীয় গাঁই পাকড়াশী আখ্যা গ্রহণ করেন। সেই হইতেই ইঁহাদের বংশধরেরা পাকড়াশী এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

উক্ত শোভারামের দ্বারা ৺গোবিন্দ দেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। ইঁহার বংশধরেরা এই বিগ্রহের সেবাইত। ব্রজসুন্দর-পত্নী দয়াময়ী দেবী অতীব পুণ্যবতী ও ধর্ম্মরতা ছিলেন। ইনি প্রস্তরময়ী কালিকা ৺দয়াময়ীর প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রজসুন্দর-বংশীয়েরা বিশেষ যত্নের সহিত এই দয়াময়ীর সেবা চালাইতেছেন। উত্তরকালে রামকমল-পৌত্রী গিরী-বালা মাতৃনামে প্রস্তরময়ী কালিকা ৺জয়কালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং দেবত্র দ্বারা এই জয়কালীর সেবার সুচারু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

আদিপুরুষ হরিদেবের সময় হইতেই তদ্বংশীয়েরা স্বধর্ম্মনিরত। এখনও ইঁহাদের প্রতিগৃহে নানাবিধ প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিত্য সেবা এবং বারমাসে তের পার্ব্বণের মহাধুম দৃষ্ট হয়।

শোভারামের বংশই সমধিক উন্নতিশীল। এই বংশে অনেক ক্রিয়াশীল মহাত্মার জন্ম হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদিতে দানসাগর এবং উদ্বাহ কার্য্যাদিতে কুলীন কুলাচার্য্য আমন্ত্রণরূপ নানাবিধ সামাজিক ক্রিয়ায় ইঁহারাই বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ। অতিথি অভ্যাগতের সৎকারে এবং নিত্য দানে ইঁহারা মুক্তহস্ত। পাশ্চাত্য রাজ সম্মানেও ইঁহারাই অধিকতর সম্মানিত। এই সকল গৌরবের মূলীভুত কারণ যে মহাত্মা তিনি এখনও জীবিত, সুতরাং ব্যক্তিগত সমালোচনা সম্প্রতি বিধেয় নহে বিবেচনায় তাহাতে নিরস্ত থাকিলাম।

হরিদেব (২৩)

সুত—রামচন্দ্র, রাজারাম, বীরভদ্র, মণিভদ্র ও তারাচাঁদ (২৪)

বড়বাড়ী

রামচন্দ্র (২৪) সুত—গঙ্গানারায়ণ (২৫) তৎসুত ব্রজমোহন ও সৃষ্টিধর (২৬) ব্রজমোহন-সুত নবীন (২৭) তৎসুত ভুবন (২৮) সৃষ্টিধর-সুত বিশ্বম্ভর (২৭) তৎসুত নীলাম্বর (২৮) সুতা ক্ষেমঙ্করী, শিবসুন্দরী ও শ্যামা। নীলাম্বর-সুত কালীপদ ও হরিপদ ইত্যাদি (২৯) শিবসুন্দরী নিঃসন্তান। ক্ষেমঙ্করী-সুত বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎসুত মনোরঞ্জন।

দক্ষিণবাড়ী

রাজারাম (২৪) সুত—ভবানীচরণ (২৫) তৎসুত গোবিন্দচরণ, কৃষ্ণশরণ, কেবলকৃষ্ণ ও রামরতন (২৬) গোবিন্দ-সুত কালীশঙ্কর (২৭) তৎসুত শিবশঙ্কর, গিরীশচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র ও কৈলাশচন্দ্র (২৮) সুতা মুক্তেশ্বরী। শিবশঙ্কর অপুত্রক সুতা মোক্ষদা। গিরীশচন্দ্র—সুত সতীশ দত্তক (২৯) সতীশ-সুত দেবেন্দ্র, বীরেন্দ্র ও জিতেন্দ্র (৩০) সুতা হেমন্তকালী, অভয়াকালী ও মহামায়া। হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান। কৈলাশচন্দ্র—সুত শ্রীশ, হেরম্ব, দিনেশ ও রাম (২৯) সুতা ত্রৈলোক্যময়ী, হৈমবতী, সৌদামিনী ও কুসুমকামিনী। শ্রীশ-সুত বৈদ্যনাথ ও নিকুঞ্জ (৩০) সুতা মনোরমা ও অনুপমা। হেরম্ব-সুত চারু, অবিনাশ ও সুধীর (৩০) সুতা নিরুপমা ও সুরুপমা।

কৃষ্ণশরণ (২৬) সুত ভৈরবচন্দ্র ও ভগবান (২৭) ভৈরব—সুত তারিণী চরণ (২৮) সুতা চন্দ্রমণি। ভগবান নিঃসন্তান। তারিণী—সুত নন্দলাল ও গোবিন্দলাল (২৯) সুতা প্রসন্নময়ী দ্রবময়ী ও স্বর্ণময়

নন্দলাল—সুত বেহারী, রাজেন্দ্র, রংলাল প্রভৃতি (৩০) সুতা যামিনী সুন্দরী, বসন্তকুমারী ও শরৎকালী।

কেবলকৃষ্ণ (২৬) সুত—কালাচাঁদ, কৃপানাথ ও শিবনাথ (২৭) কৃপানাথ-সুত সূর্য্যকুমার (২৮) সূর্য্যকুমার অপুত্রক সুতা ঈশানী। শিবনাথ-সুত আশুতোষ ও অনাদি (২৮) আশুতোষ-সুত কিশোরীমোহন ও দুর্গামোহন (২৯) সুতা নিস্তারিণী। কিশোরীমোহন-সুত সরোজ-মোহন (৩০) অনাদি-সুত বসন্ত ও বিজয় (২৯) সুতা অম্বুজাসুন্দরী। বসন্ত-সুত অশ্বিনী ও মিহির (৩০) বিজয়-সুত গণেশ (৩০) সুতা সুরেশ মোহিনী।

রামরতন (২৬) সুত—শিবচন্দ্র, কাশীচন্দ্র, কালীচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র (২৭) সুতা জয়দুর্গা, চিত্রমণী ও অন্নপূর্ণা। শিবচন্দ্র—সুত হেমচন্দ্র (২৮) নিঃসন্তান। কাশীচন্দ্র—সুত তারকচন্দ্র (২৮) সুতা মিঠু-মণি। তারকচন্দ্র—সুত মুকুন্দ, দিগেন্দ্র ও হিরালাল (২৯) সুতা কামিনী। মুকুন্দ—সুত কান্তিচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র (৩০) সুতা নিরদবালা ও চারুবালা দিগেন্দ্র—সুত সত্যপ্রিয় ও সুশীল (৩০) সুতা সুকুমারী ও সুরবালা হিরালাল—সুত শ্যামলাল (৩০) কালীচন্দ্র নিঃসন্তান। শম্ভুচন্দ্র—সুত ভরচ্চন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র (২৮) উভয়েই নিঃসন্তান। জগচ্চন্দ্র—সুত হরিচরণ ও তেজচন্দ্র (২৮) সুতা দিগম্বরী। হরিচরণ—সুত প্রিয়নাথ ও বামাচরণ (২৯) সুতা নিতম্বিনী, হেমাঙ্গিনী, মোহিনী ও ক্ষীরোদবাসিনী। প্রিয়নাথ সুত অমিয়লাল ও গোপাল (৩০) তেজচন্দ্র নিঃসন্তান।

মাঝার বাড়ী

বীরভদ্র (২৪) সুত রামধন, রামবল্লভ ও প্রাণবল্লভ (২৫) সুতা সুরধনী। রামধন-সুত নীলমণি, গুরুপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ (২৬) সুতা যমুনাসুন্দরী।

রামবল্লভ (২৫) সুত— রামলোচন, শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণগোবিন্দ ও শিবনারায়ণ (২৬) রামলোচন—সুত চন্দ্রমোহন ও বেহারী (২৭) চন্দ্রমোহন—সুত শ্যামাচরণ (২৮) তৎসুত ভগবতাচরণ (২৯) বেহারী নিঃসন্তান। শম্ভুচন্দ্র—সুত নিত্যানন্দ ও কালীচরণ (২৭) নিত্যানন্দ—সুত গিরীজানন্দ (২৮) তৎসুত কিশোরী (২৯) কালীচরণ নিঃসন্তান। কৃষ্ণ গোবিন্দ—সুত বিশ্বেশ্বর (২৭) তৎসুত গঙ্গাগোবিন্দ (২৮) তৎসুত গুরু-গোবিন্দ ও রামগোবিন্দ (২৯) শিবনারায়ণ—সুত রাজনারায়ণ (২৭) সুতা রাশমণি। রাজনারায়ণ—সুত হরেন্দ্র মহেন্দ্র ও গজেন্দ্র (২৮) সুতা অম্বিকা ও ঈশানী। হরেন্দ্র ও মহেন্দ্র নিঃসন্তান। গজেন্দ্র—সুত উপেন্দ্র (২৯)।

প্রাণবল্লভ (২৫) সুত—রমাবল্লভ (২৬) তৎসুত শীতল, কাশীকান্ত ও কমল (২৭) সুতা রুদ্রমণি ও জয়মণি। শীতল সুত গোপাল (২৮) তৎসুত শ্রীপতি ও শ্রীহরি (২৯) সুতা সৌদামিনী ও অম্বালিকা। শ্রীপতি —সুত যদুপতি রঘুপতি (৩০) সুতা বসন্তকুমারী ও হেমন্তকুমারী। কাশীকান্ত- সুত বৈকুণ্ঠ ও পরমানন্দ (২৮) সুতা কুললক্ষ্মী। বৈকুণ্ঠ —সুত হরপদ (২৯) সুতা বরদা ও মনোরমা। পরমানন্দ —সুত ত্রিলোচন (২৯) সুতা গুরুদাসী ও শঙ্করদাসী। কমল অপুত্রক সুতা স্বর্ণময়ী।

নয়াবাড়ী

মণিভদ্র (২৪) সুত—শ্রীনারায়ণ (২৫) তৎসুত শিবনারায়ণ ও গৌর-সুন্দর (২৬) সুতা ত্রিপুরা সুন্দরী।

শিবনারায়ণ (২৬) সুত—জন্মেজয় ও ধনঞ্জয় (২৭) জন্মেজয়-সুত জগ-চ্চন্দ্র, কেশব, মাধব ও দীননাথ (২৮) জগচ্চন্দ্র নিঃসন্তান। কেশব-সুত ক্ষীরোদ ও বসন্ত (২৯) ক্ষীরোদ-সুত নারায়ণ ও ভূপেন্দ্র (৩০) সুতা সৌদামিনী। বসন্ত-সুতা কিরণশশী। মাধব সুত যোগানন্দ (২৯) সুতা সরোজিনী। দীননাথ-সুতা শ্যামাকালী। ধনঞ্জয়-সুত কালীকমল (২৮) সুতা ত্রৈলক্য ও কামিনী। কালীকমল সুত-জগদীশ (২৯)

গৌরসুন্দর (২৬) সুত—গতিনাথ, জানকীনাথ ও দ্বারকানাথ (২৭) তিন ভ্রাতাই নিঃসন্তান। সুতা কাশীশ্বরী, মুক্তেশ্বরী ও চন্দ্রকালী।

উত্তরবাড়ী

তারাচাঁদ (২৪) সুত—সোনারাম, সর্ব্বেশ্বর, শোভারাম (২৫) সুতা কাত্যায়নী। সোনারাম-সুত রামগোপাল, নবকুমার, অমৃতকুমার, নন্দকুমার, রামকুমার ও আনন্দকুমার (২৬) সুতা পরেশমণি। রাম-গোপাল-সুত চন্দ্রকিশোর (২৭) সুতা অলঙ্গমণি। চন্দ্রকিশোর-সুত দীনতারণ, পতিতভাবণ ও কালীকিশোর (২৮) সুতা মহালক্ষ্মী। দীন-তারণ-সুত যোগেশচন্দ্র, রামচন্দ্র (২৯) সুতা গঙ্গাতারিণী। পতিতভারণ-সুত জগন্নাথ (২৯) কালীকিশোর-সুত হরকিশোর (২৯) অলঙ্গমণি-সুত রসিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎসুত জাহ্নবী, তৎসুত অভয়। নবকুমার-সুত হরকুমার (২৭) সুতা ভুবন দেব্যা। হরকুমার-সুত হেমন্ত, অনন্ত মধুসূদন (২৮) সুতা কালীতারা। হেমন্ত ও মধু নিঃসন্তান। অনন্ত-সুত চিন্তাহরণ (২৯) সুতা অন্তিমকালী। অমৃতকুমার-সুত রুদ্রকুমার ও শশীকুমার (২৭) সুতা ভবতারিণী ও দিগম্বরী। শশীকুমার নিঃসন্তান। রুদ্রকুমার অপুত্রক সুতা দক্ষিণাকালী, বিনোদিনী, কাত্যায়নী ও মেনকা। নন্দকুমার অপুত্রক, সুতা কাশীশ্বরী। রামকুমার অপুত্রক, সুতা চন্দ্রকালী ও ফটিকমণি। আনন্দকুমার অপুত্রক, সুতা উমাশঙ্করী ও ব্রহ্মময়ী।

সর্ব্বেশ্বর (২৫) সুত রামকৃষ্ণ, ঈশ্বরচন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র (২৬) ঈশ্বরচন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র নিঃসন্তান। রামকৃষ্ণ-সুত গুরুদাস, ঠাকুরদাস, দেবীচরণ, ইন্দ্রভূষণ ও চন্দ্রভূষণ (২৭) সুতা সারদা ও মুক্তা। গুরুদাস, ইন্দ্রভূষণ ও চন্দ্রভূষণ নিঃসন্তান। দেবীচরণ অপুত্রক সুতা কালীতারা। ঠাকুরদাস সুত ভবতারণ, কালীতারণ ও অভয়তারণ (২৮) সুতা কাদম্বিনী

ভবতারণ সুত কালীদয়াল, ননীলাল, কানাইলাল ও হিরালাল (২৯) সুতা বাসন্তি। কালীতারণ সুতা সরোজবাসিনী, বিজয়া। অভয়তারণ সুত ফণিভূষণ, মাখনলাল, সিদ্ধেশ্বর বলাই ও অভিরাম (২৯) সুতা কৈলাশবাসিনী।

শোভারাম (২৫) সুত ব্রজসুন্দর ও রামকমল (২৬) ব্রজসুন্দর সুত ঈশানচন্দ্র ও হরচন্দ্র (২৭) সুতা গোলকমণি ও জগদম্বা। রামকমল সুত তারিণী, কৃষ্ণলাল ও রামলাল (২৭) সুতা গোবিন্দমণি।

ঈশানচন্দ্র সুত কেদারনাথ, দুর্গানাথ ও রাজকুমার (২৮) সুতা শরৎকালী, জগৎকালী, শশীমুখী, সুখদা, অম্বিকা ও অন্নদা। কেদারনাথ সুত বিজয়, দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্র (২৯) সুতা যোগমায়া ও অনন্তকালী। বিজয় সুত হরিশ্চন্দ্র (৩০) সুতা জয়ন্তি, প্রফুল্ল ও অন্নপূর্ণা। হরিশ্চন্দ্র সুত ক্ষিতীশচন্দ্র (৩১) সুতা লবঙ্গলতা। দেবেন্দ্র সুত দ্বিজরাজ ও হেমচন্দ্র (৩০) দুর্গানাথ সুত প্রসন্ন, যামিনী, ভুবন, গণেশ ও কৃষ্ণচন্দ্র (২৯) সুতা বাসন্তি, সরোজা, ত্রিনয়নী ও শৈলবালা। প্রসন্ন সুত প্রফুল্ল, অমূল্য সত্যেন্দ্র ও সুরেন্দ্র (৩০) সুতা সিন্ধুবালা ও সত্যশীলা। যামিনী সুত শরিৎকুমার (৩০) সুতা উমাসুন্দরী কমলা ও কল্যাণী। ভুবন অপুত্রক, সুতা সুরবালা। রাজকুমার সুত গিরীজাকুমার, প্রিয়নাথ, জিতেন্দ্রকুমার, সুকুমার অজিৎকুমার ও প্রদ্যোৎকুমার (২৯) সুতা মনোরমা প্রভাবতী, সরলা ও যোগাম্বা। গিরীজা সুত প্রাণকুমার (৩০) সুতা তরুবালা ও আশালতা।

হরচন্দ্র সুত সারদাপ্রসাদ (২৮) সুতা বরদেশ্বরী ও ভবতারিণী। সারদা সুত সুরেশ, দিনেশ, দেবেশ, জ্ঞানেশ ও নরেশ (২৯) সুতা শৈলজাসুন্দরী, রাজরাজেশ্বরী, যজ্ঞেশ্বরী, হেমবরণী ও সুরেশ্বরী। সুরেশ সুত শিবেশ ও দ্বিজেশ (৩০) সুতা তরঙ্গিনী। দিনেশ সুত তারেশ (৩০) সুতা চারুপ্রভা।

তারিণী সুত প্রাণচন্দ্র, লালমোহন, মোহিনীলাল ও দুর্গামোহন (২৮) সুতা জয়কালী ও দাক্ষ্যায়নী। প্রাণচন্দ্র সুত অনুকুল প্রবোধ ও যোগীন (২৯) সুতা ষোড়শী, জগৎকামিনী ও কৈলাশবাসিনী। প্রবোধ সুত জগন্নাথ ও বলরাম (৩০) লালমোহন সুত পঞ্চানন ও লক্ষণ (২৯) সুতা উলঙ্গিনী ও নিতম্বিনী। মোহিনীলাল সুত নারায়ণ (২৯) সুতা পদ্মা। দুর্গামোহন সুত শিবপ্রসাদ (২৯) সুতা সুকুমারী।

কৃষ্ণলাল সুত বিনোদলাল (২৮) তৎসুত ক্ষীরোদলাল, অনন্ত, উপেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র, নিকুঞ্জ, যোগেন্দ্র ও গোপেন্দ্র (২৯) সুতা হেমজা। অনন্ত সুত অচিন্ত (৩০) উপেন্দ্র সুত ভুপেন্দ্র (৩০) ব্রজেন্দ্র সুত নরেন্দ্র (৩০)

রামলাল সুত দেবলাল (২৮) সুতা গিরীবালা। দেবলাল সুত অখিল (দত্তক) (২৯) অখিল সুত চারুচন্দ্র (৩০) সুতা সিদ্ধেশ্বরী।

রুদ্রদেব (২৩) সুত কৃষ্ণরাম (২৪) তৎসুত কাশীশ্বর ও রামচন্দ্র (২৫) কাশীশ্বর সুত বিশ্বেশ্বর (২৬) তৎসুত লোকনাথ ও কুড়ান (২৭) লোকনাথ সুত শ্রীনাথ (২৮) কুড়ান সুত হরিনাথ (২৮) তৎসুত দেবনাথ ও হৃদয়নাথ (২৯)

বড়বাড়ী

হরিদেব
রামচন্দ্র
রাজারাম
বীরভদ্র
মণিভদ্র
তারচাঁদ
গঙ্গানারায়ণ
ব্রজমোহন
সৃষ্টিধর
নবীন
বিশ্বম্ভর
ভুবন
নীলাম্বর
কালীপদ
হরিপদ

দক্ষিণবাড়ী

হরিদেব
রামচন্দ্র
রাজারাম
বীরভদ্র
মণিভদ্র
তারাচাঁদ
ভবানীচরণ
গোবিন্দচরণ
কৃষ্ণশরণ
কেবলকৃষ্ণ
রামরতন
কালীশঙ্কর

দক্ষিণবাড়ী

হরিদেব

রামচন্দ্র　রাজারাম　বীরভদ্র　মণিভদ্র　তারাচাঁদ

রাজারাম → ভবানীচরণ

ভবানীচরণ → গোবিন্দচরণ　কৃষ্ণশরণ　কেবলকৃষ্ণ　রামরতন

কৃষ্ণশরণ → ভৈরবচন্দ্র　ভগবান

ভৈরবচন্দ্র → তারিণীচরণ

তারিণীচরণ → নন্দলাল　গোবিন্দলাল

নন্দলাল → বেহারী　রাজচন্দ্র

দক্ষিণবাড়ী

- হরিদেব
  - রামচন্দ্র
  - রাজারাম
    - ভবানীচরণ
      - গোবিন্দচরণ
      - কৃষ্ণশরণ
      - কেবলকৃষ্ণ
        - কালাচাঁদ
        - কৃপানাথ
          - সূর্য্যকুমার
        - শিবনাথ
          - আশুতোষ
            - কিশোরী
              - সরোজমোহন
            - দুর্গামোহন
          - অনাদি
            - বসন্ত
              - অশ্বিনী
              - মিহির
            - বিজয়
              - গণেশ
      - রামরতন
  - বীরভদ্র
  - মণিভদ্র
  - তারাচাঁদ

দক্ষিণবাড়ী

রামরতন
শিবচন্দ্র
কাশীচন্দ্র
শম্ভুচন্দ্র
কালীচন্দ্র
জগচ্চন্দ্র
হেমচন্দ্র
তারকচন্দ্র
ভরচ্চন্দ্র
শরচ্চন্দ্র
হরিচরণ
তেজচন্দ্র
মুকুন্দ
দিগেন্দ্র
হিরালাল
প্রিয়নাথ
বামাচরণ
কান্তিচন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র
সত্যপ্রিয়
সুশীল
শ্যামলাল
অমিয়লাল
গোপাল

মাঝারবাড়ী

হরিদেব
রামচন্দ্র
রাজারাম
বীরভদ্র
মণিভদ্র
তারাচাঁদ
রামধন
রামবল্লভ
প্রাণবল্লভ
নীলমণি
গুরুপ্রসাদ

মাঝারবাড়ী

- হরিদেব
  - রামচন্দ্র
  - রাজারাম
  - বীরভদ্র
    - রামধন
    - রামবল্লভ
      - রামলোচন
        - চন্দ্রমোহন
          - শ্যামাচরণ
            - ভগবতীচরণ
        - বেহারী
      - শম্ভুচন্দ্র
        - নিত্যানন্দ
          - গিরীজানন্দ
            - কিশোরী
        - কালীচরণ
      - কৃষ্ণগোবিন্দ
      - শিবনারায়ণ
    - প্রাণবল্লভ
  - মণিভদ্র
  - তারাচাঁদ

মাঝারবাড়ী

মাঝারবাড়ী

- হরিদেব
  - রামচন্দ্র
  - রাজারাম
  - বীরভদ্র
    - রামধন
    - রামবল্লভ
    - প্রাণবল্লভ
      - রমাবল্লভ
        - শীতল
          - গোপাল
            - শ্রীপতি
              - যদুপতি
              - রঘুপতি
            - শ্রীহরি
        - কাশীকান্ত
          - বৈকুণ্ঠ
            - হরপদ
          - পরমানন্দ
            - ত্রিলোচন
        - কমল
  - মণিভদ্র
  - তারাচাঁদ

নয়াবাড়ী

- হরিদেব
  - রামচন্দ্র
  - রাজারাম
  - বীরভদ্র
  - মণিভদ্র
    - শ্রীনারায়ণ
      - শিবনারায়ণ
        - জন্মেজয়
          - জগচ্চন্দ্র
          - কেশব
            - ক্ষীরোদ
            - বসন্ত
          - মাধব
            - যোগানন্দ
          - দীননাথ
        - ধনঞ্জয়
          - কালীকমল
            - জগদীশ
      - গৌরসুন্দর
        - গতিনাথ
        - জানকীনাথ
        - দ্বারকানাথ
  - তারাচাঁদ

উত্তরবাড়ী

- হরিদেব
  - রামচন্দ্র
  - রাজারাম
  - বীরভদ্র
  - মণিভদ্র
  - তারাচাঁদ
    - সোনারাম
    - সর্ব্বেশ্বর
      - রামকৃষ্ণ
        - গুরুদাস
        - ঠাকুরদাস
          - ভবতারণ
            - কালীদয়াল
            - ননীলাল
          - কালীতারণ
          - অভয়তারণ
            - ফণিভূষণ
            - মাখন
            - সিদ্ধেশ্বর
        - দেবীচরণ
        - ইন্দ্রভূষণ
        - চন্দ্রভূষণ
      - ঈশ্বরচন্দ্র
      - জগচ্চন্দ্র
    - শোভারাম

উত্তরবাড়ী

(সাড়ে আটআনি বড় তরফ).

উত্তরবাড়ী

(সাড়ে আটআনি মধ্যম তরফ)
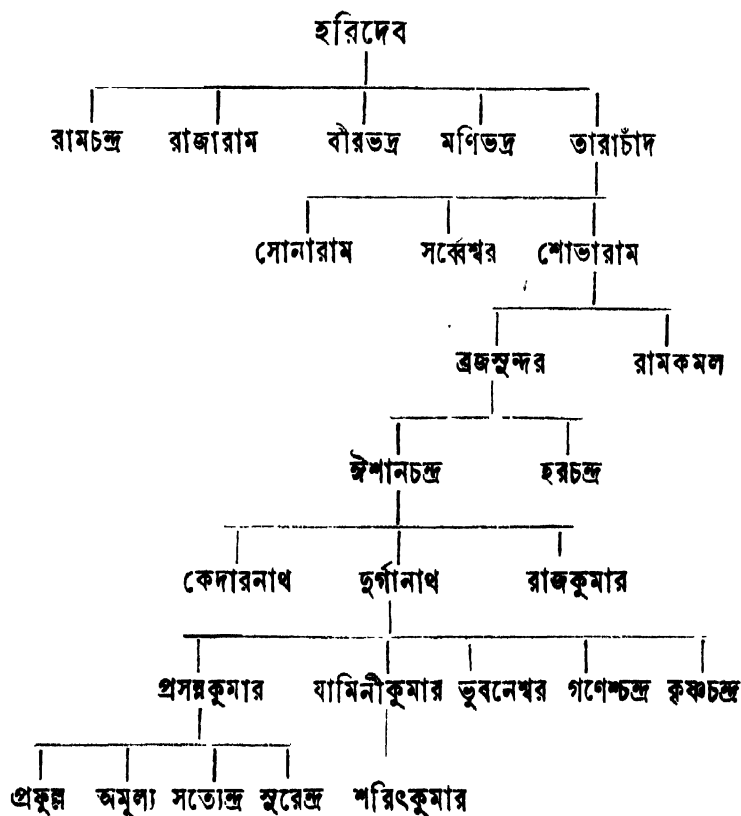
উত্তরবাড়ী

(সাড়ে আটআনি ছোট তরফ)

হরিদেব

রামচন্দ্র রাজারাম বীরভদ্র মণিভদ্র তারাচাঁদ

গিরীজাকুমার প্রিয়নাথ জিতেন্দ্রকুমার সুকুমার অজিতকুমার প্রদ্যোৎকুমার

প্রাণকুমার

উত্তরবাড়ী

(সাড়ে সাত আনি)

হরিদেব

রামচন্দ্র রাজারাম বীরভদ্র মণিভদ্র তারাচাঁদ

সোনারাম সর্ব্বেশ্বর শোভারাম

ব্রজসুন্দর রামকমল

ঈশানচন্দ্র হরচন্দ্র

সারদাপ্রসাদ

সুরেশ দীনেশ দেবেশ জ্ঞানেশ নরেশ

শিবেশ দ্বিজেশ তারেশ

উত্তরবাড়ী

(সাত আনি বড় তরফ)
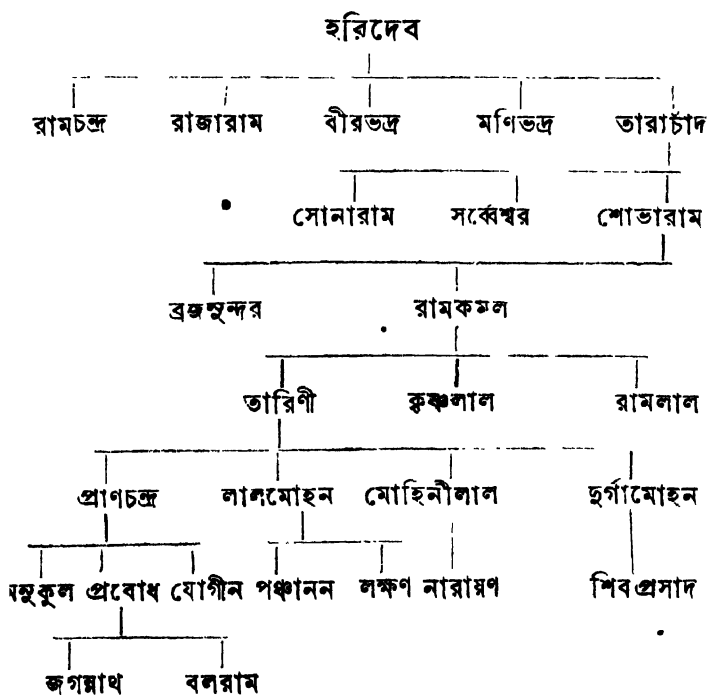
উত্তরবাড়ী

(সাত আনি মধ্যম তরফ)

উত্তরবাড়ী

(সাত আনি ছোট তরফ)

পরিশিষ্ট

ভট্টনারায়ণ
বরাহ বন্দ্য
বৈনতেয়
সুবুদ্ধি
বিবুধেয়
গায়ু
সুভিক্ষ
গঙ্গাধর
হাকুচ
উমাপত
অনিরুদ্ধ
সুহাস
পিতামিত্র
ধবল
পিথাই
শকুনি
স্বামী
মহাদেব
ধর্ম্মাংশু
জাহ্লন
মহেশ্বর
বৈদ্যনাথ
মকরন্দ
দেবল
বামন
বিনায়ক
মহাদেব
ঈশান
দাশু
বৈকুণ্ঠ
তিকু
পুতি
ভুর্বলী
বনমালী
ঈশান
অনন্ত
হরি
ভাস্কর
নারায়ণ
সঙ্কেত
ভীম
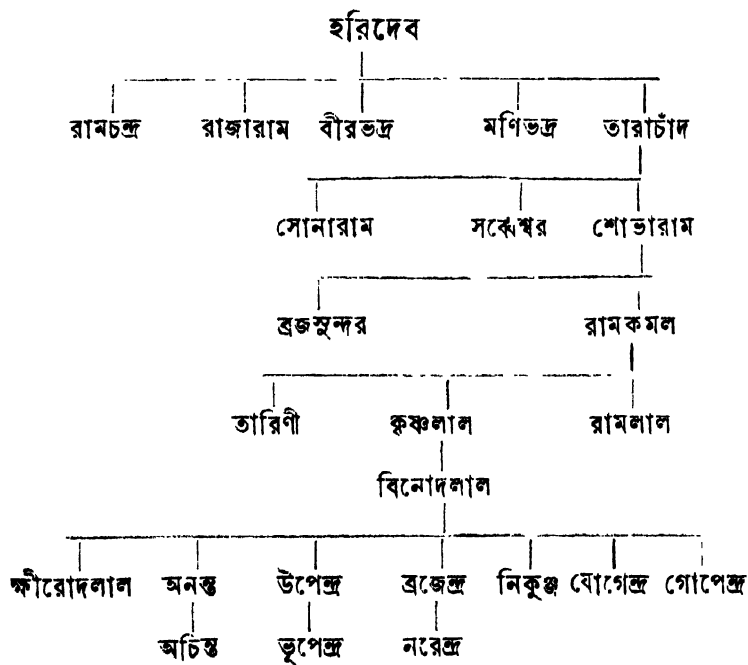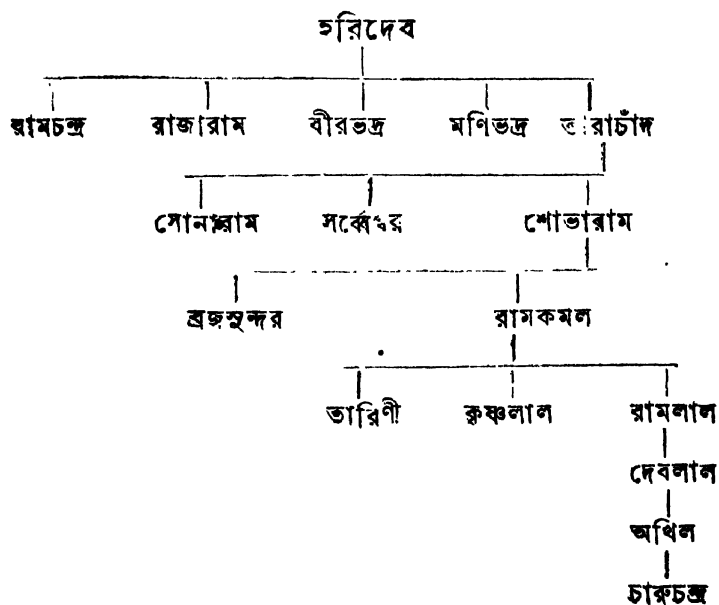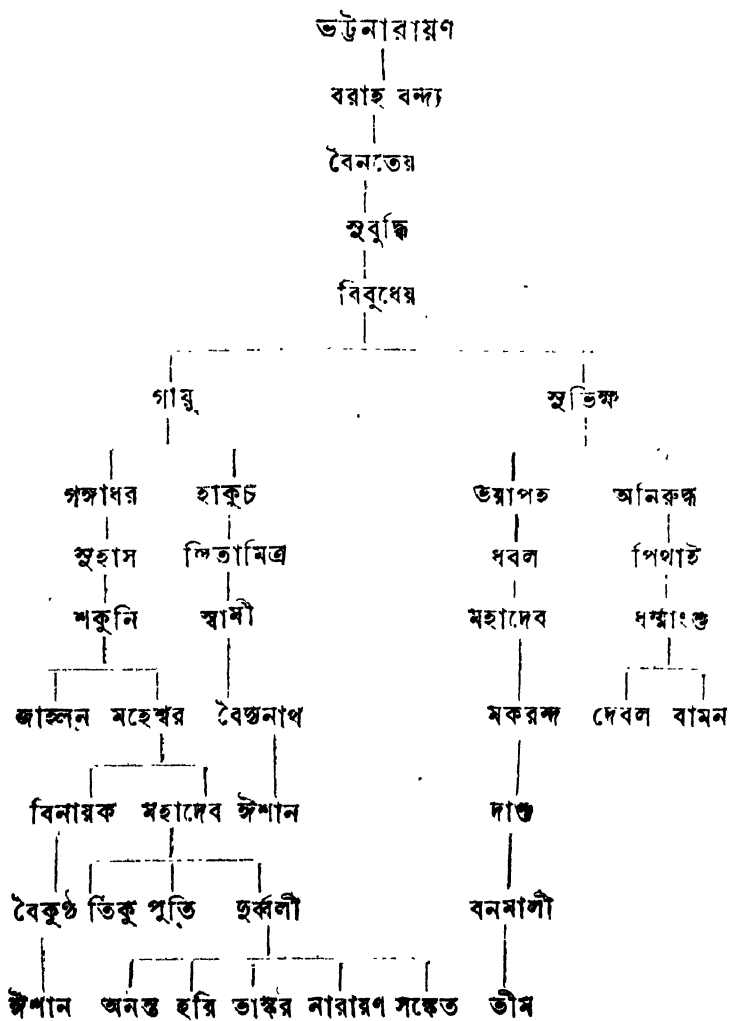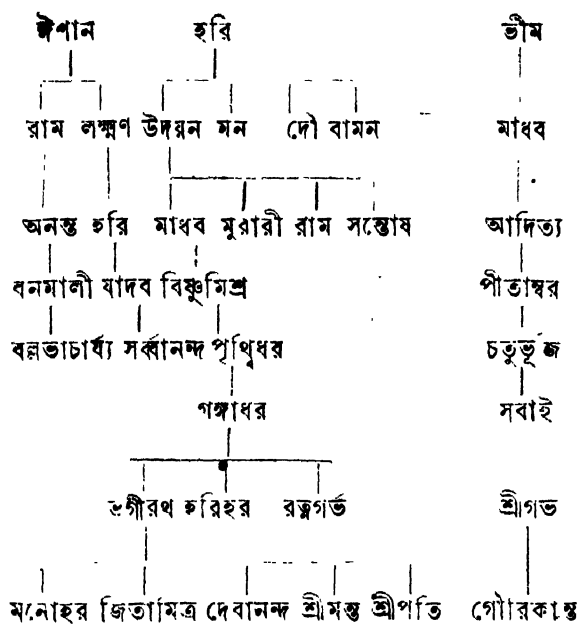
বন্দ্যবংশে জাহ্লন, মহেশ্বর, ঈশান, মকরন্দ, দেবল ও বামন এই ছয় ব্যক্তি রাজা বল্লাল সেনের নিকট কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। বল্লভাচার্য্য বল্লভী মেলের এবং সর্ব্বানন্দ সর্ব্বানন্দী মেলের মূল। জিতামিত্র ও শ্রীমন্ত খড়দহ মেল, শ্রীপতি ফুলিয়া মেল এবং গৌরীকান্ত বল্লভী মেল প্রাপ্ত।

- দক্ষ
  - সুলোচন চট্ট
    - বাসুদেব
    - মহাদেব
      - মহি
      - চহল
      - শ্যামল
      - হলধর
        - কৃষ্ণদেব
          - ভরত বসামন্ত
            - লৌকিক
              - শুচ
              - অরবিন্দ
                - আইত্ত
                  - গুাকর
                    - ধনো
                      - গণেশ
                        - ব্যাস
                          - আনাই
                          - জনাই
                        - বশিষ্ঠ
                        - নারায়ণ
              - উষাপতি বা হলায়ুধ
            - অলঙ্কার
        - নায়িদেব
          - হারো
          - লালো
          - বরাহ
            - শ্রীকর বা শ্রীধর
              - বহুরূপ
        - রূপদেব
          - গরুড়
            - শ্রীকণ্ঠ
              - বাঙ্গাল
            - হিরণ্য
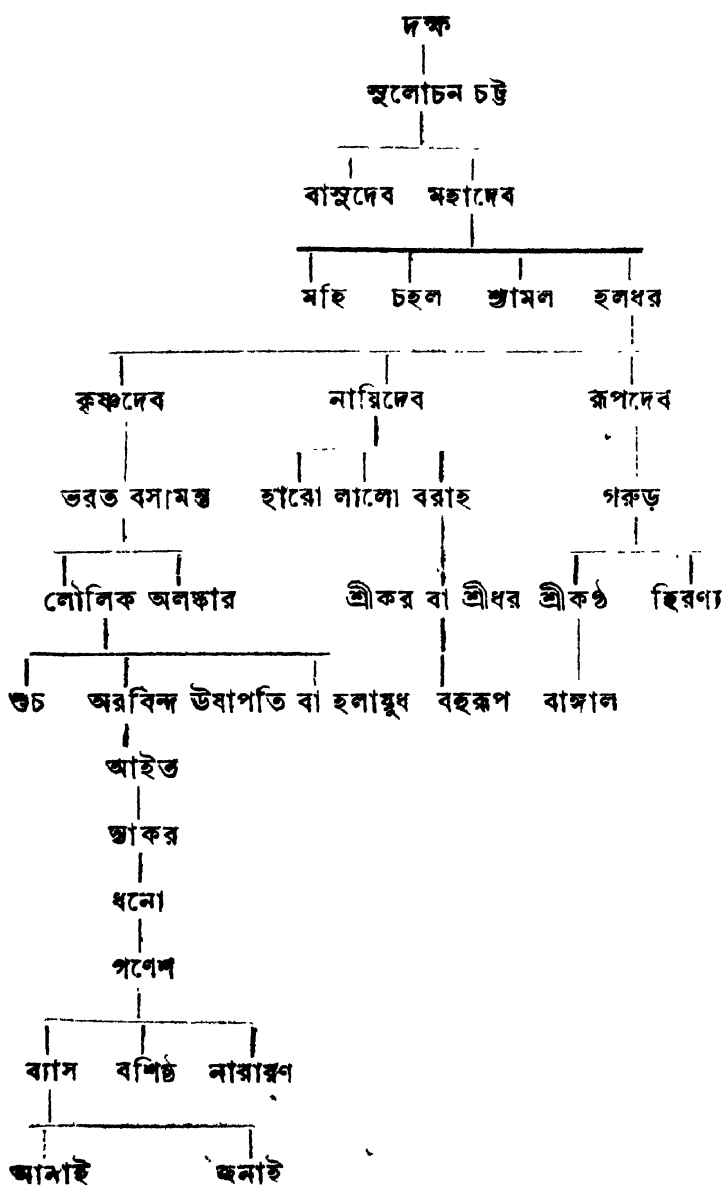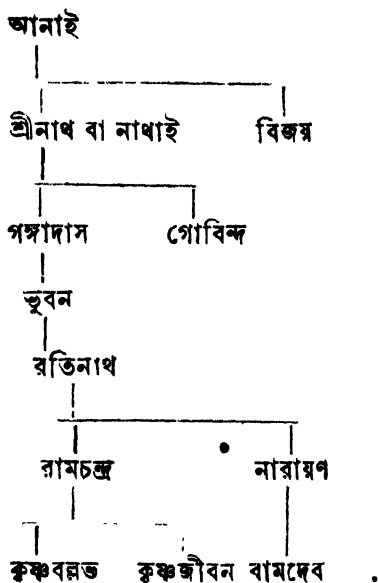
চট্টবংশে শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ বহুরূপ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ ব্যক্তি রাজা বল্লাল সেনের নিকট কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণবল্লভ কৃষ্ণজীবন, ও বামদেব ইঁহারা খড়দহ মেল প্রাপ্ত।

- ছান্দড়
  - সুরভি ঘোষাল
    - সাগর
      - মনোরথ
        - বিশ্বামিত্র
          - জিতামিত্র
            - ভগবান
              - পিঙ্গল
                - সুবুদ্ধি
                  - শিরো
                    - উধো
                      - কোঁচ
                        - আভো
                          - পশো
                            - ত্রিলোচন
                            - তেই
                            - রুদ্র
                            - হিঙ্গল
                          - পুয়ো
                          - নথ
                        - শুভো
                        - পণ্ডিত
                      - মার্কণ্ড
                    - বিসো
                    - সঙ্কেত
                  - পানু
                  - বিশ্বরূপ
                  - মদন

ত্রিলোচন

উদয়ন　কৃষ্ণ　সূর্য্য　বামন

(উদয়ন →) সুবান　তনু　জটাধর　বনমালী

(সুবান →) বিশ্বনাথ　সাবো　মাধব

(বিশ্বনাথ →) কংশারি মিশ্র　অরবিন্দ

(কংশারি মিশ্র →) ভবানন্দ মিশ্র
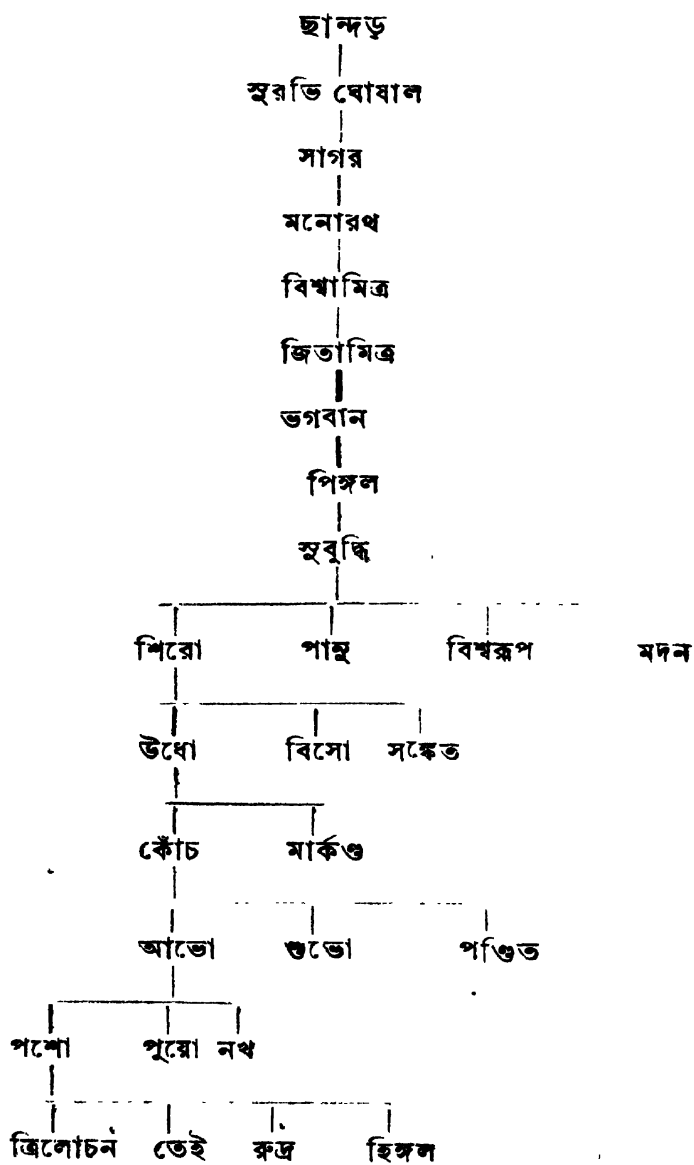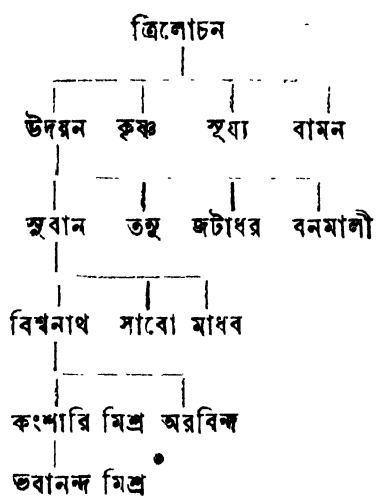
ঘোষাল বংশে শিরো রাজা বল্লাল সেনের নিকট কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। কংশারী মিশ্র ও অরবিন্দ ইহাঁরা আড়িয়াদহের ঘোষাল সর্ব্বানন্দী মেল প্রাপ্ত।

শ্রীহর্ষ
|
শ্রীগর্ভ বা ধাঁধু মুখটী
|
শ্রীনিবাস
|
জলাশয়
|
বানেশ্বর
|
শুচি
|
কাক
|
মাধবাচার্য্য
|
কোলাহল বা কোলাই সন্ন্যাসী

- কোলাহল বা কোলাই সন্ন্যাসী
  - উৎসাহ
    - আহিত
      - উদ্ধব
        - শির বা শিয়
          - নৃসিংহ
            - গর্ভেশ্বর
              - মুরারী ওঝা
      - লৌলিক
    - অভ্যাগত
    - মহাদেব
      - ঈশ্বর
      - বিশ্বেশ্বর
        - গোপী
        - গঙ্গাধর
        - ভব
          - পশুপতি
            - ধৃত
            - কৃষ্ণ
              - মহেশ্বর
  - গরুড়
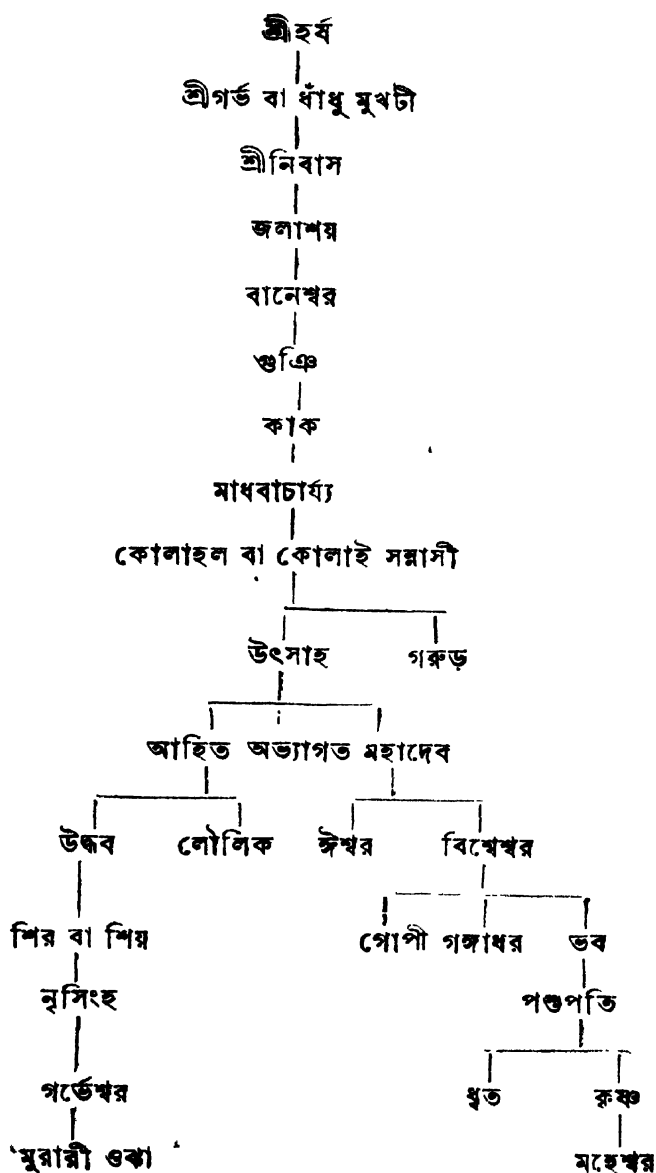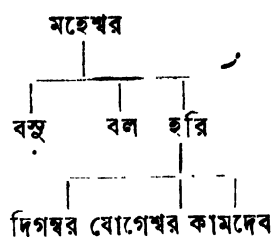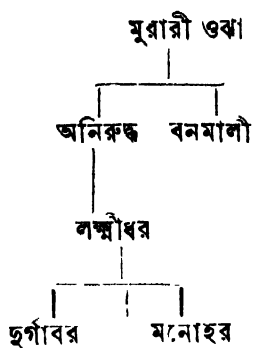
মুখবংশে উৎসাহ ও গরুড় রাজা বল্লাল সেনের নিকট কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। মনোহর ফুলিয়া মেলের এবং দিগম্বর, যোগেশ্বর ও কামদেব খড়দহ মেলের প্রকৃতি।

বেদগর্ভ
|
বীরব্রত বা হল গাঙ্গুলী
|
শোভন
|
সৌরী
|
পীতাম্বর
|
দামোদর
|
কুলপতি
|
শিশু | মুরারী | প্রভাকর | ভাস্কর

শিশু →
গদাধর বা গদ | পদ্মনাভ | মহী

গদাধর বা গদ →
হল

হল →
শ্রীকণ্ঠ | রাম | আয়ু | কুলো | মুরারী

আয়ু →
গণো | বাটু | বিনায়ক | বল

বিনায়ক →
শিব | শূলপাণি | কেশব

শিব →
পুরাই বা পরমেশ্বর

পুরাই বা পরমেশ্বর →
নিত্যানন্দ | ভৈরব | সৌরী

ভৈরব

শ্রীধর বিশ্বম্ভর রাঘাই বলভদ্র

নীলকণ্ঠ

রঘু কেশব শ্রীপতি যাদব

রামনাথ জানকীনাথ
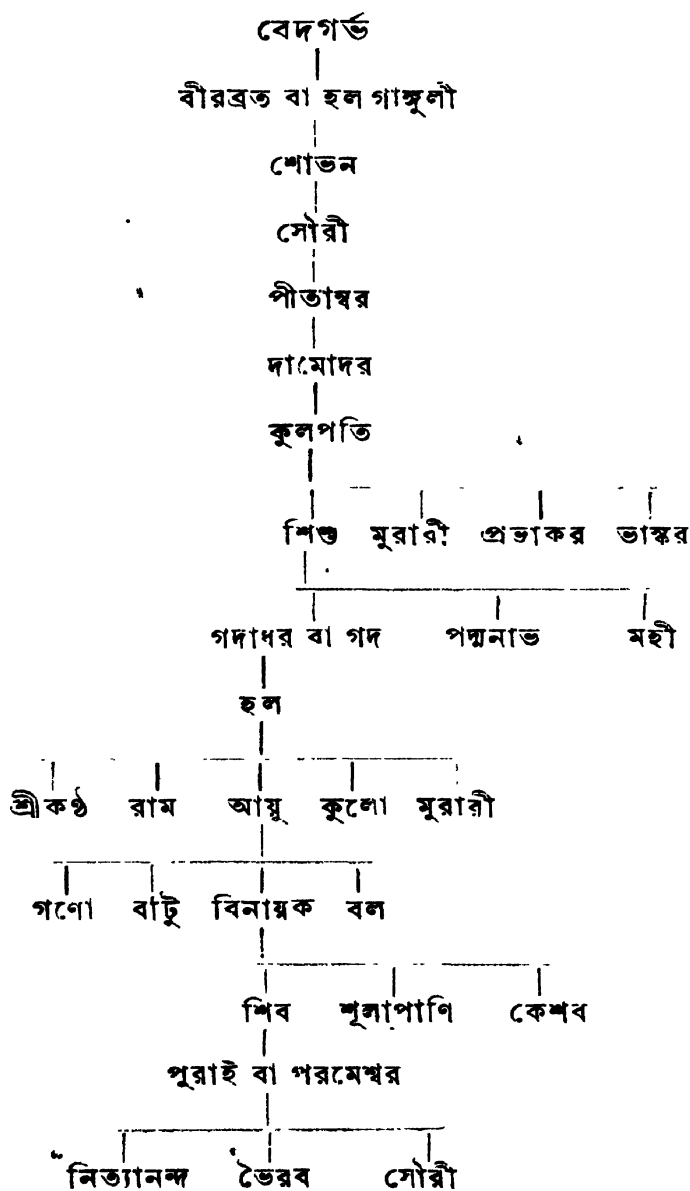
রাঘব
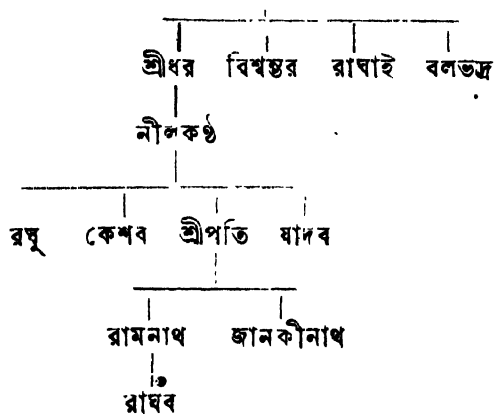
গঙ্গোবংশে শিশু রাজা বল্লাল সেনের নিকট কুলমর্যাদা প্রাপ্ত হন। নীলকণ্ঠ খড়দহ মেল প্রাপ্ত।

মুখবংশ

ফুলিয়া মেল

মনোহর (১৯)

গঙ্গানন্দ (২০) সুষেণ (২০)

রামাচার্য্য (২১)

রাঘবেন্দ্র (২২)

নীলকণ্ঠ (২৩)

বিষ্ণুঠাকুর (২৪)

রামদেব (২৫) নারায়ণ (২৫)

শ্যামসুন্দর (২৬) সীতারাম (২৬) কৃষ্ণজীবন (২৬) পঞ্চানন (২৬)

লক্ষ্মীধর সুত মনোহর। শ্রীহর্ষ হইতে অধঃস্তন উনবিংশ পুরুষে ইঁহার জন্ম।
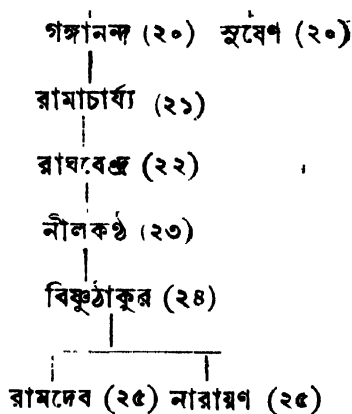
শ্যামসুন্দর (২৬) কালীশঙ্কর (২৭) শিবপ্রসাদ (২৮) মহেশ (২৯) ইনি রামরতন সুতা অন্নপূর্ণা দেবীকে বিবাহ করেন।

শ্যামসুন্দর (২৬) কালীশঙ্কর (২৭) শিবপ্রসাদ (২৮) ভুবন (২৯) আনন্দ চন্দ্র (৩০) প্রসন্ন চন্দ্র (৩১) ইনি রামকমল দৌহিত্রী বিধুমুখী, জগমন্নী ও দক্ষিণা দেবীকে বিবাহ করেন। বিধুমুখী সুত মন্মথ (৩২)।

সীতারাম (২৬) শঙ্কর (২৭) কমল (২৮) উদয়চাঁদ (২৯) তারিণী (৩০) রাসবিহারী (৩১) বিপিন (৩২) মুকুন্দ (৩৩) ইনি বিজয় চন্দ্র সুতা প্রফুল্ল দেবীকে বিবাহ করেন।

সীতারাম (২৬) রাজচন্দ্র (২৭) হরগোবিন্দ (২৮) ভারত চন্দ্র (২৯) প্রসন্ন চন্দ্র (৩০) শশীকান্ত (৩১) ইনি প্রাণচন্দ্র সুতা জগৎকামিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

সীতারাম (২৬) সদাশিব (২৭) গোরাচাঁদ (২৮) ঈশান চন্দ্র (২৯) কৈলাস চন্দ্র (৩০) অনুকূল চন্দ্র ও যোগেশ চন্দ্র (৩১) অনুকূল চন্দ্র দুর্গানাথ সুতা বাসন্তি দেবীকে এবং যোগেশ চন্দ্র নন্দলাল সুতা শরৎকালীকে দেবীকে বিবাহ করেন।

কৃষ্ণজীবন (২৬) মধুসূদন (২৭) কালীশঙ্কর (২৮) ঈশ্বর চন্দ্র (২৯) ত্রিলোক চন্দ্র (৩০) ইনি ভৈরবচন্দ্র সুতা চন্দ্রমণী দেবীকে বিবাহ করেন।

কৃষ্ণজীবন (২৬) মধুসূদন (২৭) কালীশঙ্কর (২৮) উমাশঙ্কর (২৯) আনন্দ নাথ (৩০) রাধাগোবিন্দ (৩১) ইনি ঈশান চন্দ্র সুতা সুখদা দেবীকে বিবাহ করেন। সুখদা সুত বরদা গোবিন্দ ও গোবিন্দলাল (৩২) সুতা মোহিনী ও দিনতারিণী। বরদা সুত অবিনাশ ও পঞ্চানন (৩৩) গোবিন্দলাল সুত কুমু (৩৩) বরদা সুত পঞ্চানন, রুদ্রকুমার দৌহিত্রী তরঙ্গিণী দেবীকে বিবাহ করেন।

কৃষ্ণজীবন (২৬) বাসুদেব (২৭) দুর্গাপ্রসাদ (২৮) আনন্দ চন্দ্র (২৯) হরচন্দ্র (৩০) অবিনাশ (৩১) সুরেশ (৩২) ইনি মুকুন্দলাল সুতা চারুবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

কৃষ্ণজীবন (২৬) রামগোপাল (২৭) হরিহর (২৮) গৌরীপ্রসাদ (২৯) ইনি ব্রজসুন্দর সুতা গোলকমণি দেবীকে বিবাহ করেন। গোলক-মণি সুত মথুরানাথ (৩০) সুতা নৃত্যকালী ও ধনদা। মথুরানাথ সুত কালী প্রসাদ (৩১)।

কৃষ্ণজীবন (২৬) মদনগোপাল (২৭) হরনাথ (২৮) গুরুদাস (২৯) রাজকুমার (৩০) ইনি তারক চন্দ্র সুতা কামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। কামিনী সুত নলিনী, শশধর, প্রবোধ (৩১) সুতা সরলা ও কিরণশশী।

কৃষ্ণজীবন (২৬) মদনগোপাল (২৭) হরনাথ (২৮) ভুবন (২৯) সিদ্ধেশ্বর (৩০) ইনি হরিচরণ সুতা নিতম্বিনী দেবীকে বিবাহ করেন। নিতম্বিনী সুত চুণীলাল ও কিশোরী (৩১) সুতা শৈলজা, সরোজবালা, কাত্যায়ণী ও শশীবালা।

পঞ্চানন (পাঁচু) (২৬) নন্দকুমার (২৭) কাশীনাথ (২৮) দুর্গাচরণ (২৯) ইনি রামকৃষ্ণ সুতা সারদেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। সারদেশ্বরী সুত কালী কুমার (৩০) তৎসুত অশ্বিনীকুমার (৩১)।

পঞ্চানন (২৬) ভৈরব চন্দ্র (২৭) রূপচন্দ্র (২৮) ক্ষেত্রমোহন (২৯) রাইচরণ (৩০) তারাপদ (৩১) ইনি অনন্ত কুমার সুতা অন্তিমকালী দেবীকে বিবাহ করেন।

পঞ্চানন (২৬) ভৈরব চন্দ্র (২৭) গৌরচন্দ্র (২৮) কৈলাশ চন্দ্র (২৯) যাদবচন্দ্র (৩০) ইনি কৈলাস চন্দ্র সুতা হৈমবতী দেবীকে বিবাহ করেন। হৈমবতী সুত অধর, অমৃত, কৃষ্ণ ও গণেশ (৩১)।

বিষ্ণুঠাকুর (২৪)

রামদেব (২৫) — নারায়ণ (২৫)

নারায়ণ (২৫): রামকান্ত (২৬), মুলুকচাঁদ (২৬), শঙ্কর বা নিমাই (২৬)

রামকান্ত (২৬): রামসুন্দর (২৭), রামকিশোর(২৭)

রামসুন্দর (২৭) — বৃন্দাবন (২৮)

রামকিশোর(২৭) — শিবপ্রসাদ (২৮)
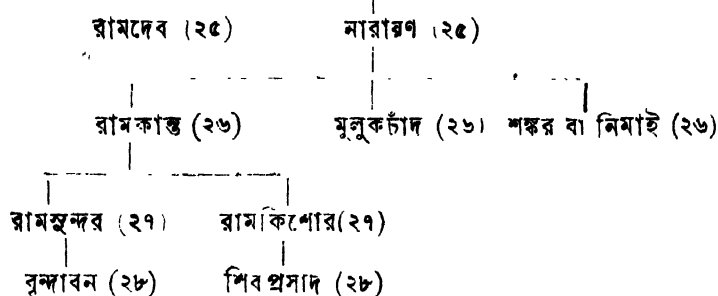
বৃন্দাবন (২৮) রাসমোহন (২৯) কালীকুমার (৩০) রজনীকান্ত (৩১) সতীশচন্দ্র (৩২) ইনি হরচন্দ্র দৌহিত্রী অম্বুজা দেবীর কন্যা সিদ্ধেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন।

বৃন্দাবন (২৮) রাসমোহন (২৯) রাম কুমার (৩০) চন্দ্র মোহন (৩১) পূর্ণচন্দ্র (৩২) হেমচন্দ্র (৩৩) ইনি বিনোদলাল দৌহিত্রী শুভ্রবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

বৃন্দাবন (২৮) রাসমোহন (২৯) রামেশ্বর (৩০) নিশিকান্ত (৩১) অনুকূল (৩২) ইনি কেদারনাথ দৌহিত্রী সরযূবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

বৃন্দবন (২৮) স্বরূপ চন্দ্র (২৯) হরি চরণ (৩০) ইনি ব্রজসুন্দর দৌহিত্রী প্রসন্নকালী দেবীকে বিবাহ করেন।

বৃন্দাবন (২৮) স্বরূপ চন্দ্র (২৯) শ্যামাচরণ (৩০) ফটিক (৩১) ইনি জগচ্চন্দ্র দৌহিত্রী কাদম্বিনী, সৌদামিনী ও অম্বালিকা দেবীকে বিবাহ করেন।

বৃন্দাবন (২৮) শ্যামসুন্দর (২৯) কাশীকান্ত (৩০) ইনি ঈশান চন্দ্র সুতা শরৎকালী দেবীকে বিবাহ করেন।

বৃন্দাবন (২৮) শ্যামসুন্দর (২৯) রামেশ্বর (৩০) প্যারীমোহন (৩১) ইনি ঈশান চন্দ্র সুতা অন্নদা দেবীকে বিবাহ করেন।

বৃন্দাবন (২৮) ভগবান (২৯) ঈশান (৩০) ললিত (৩১) ইনি ঈশান চন্দ্র দৌহিত্রী কাদম্বিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

শিবপ্রসাদ (২৮) রাজীবলোচন (২৯) বিশ্বেশ্বর (৩০) ইনি রামরতন দৌহিত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন।

শিবপ্রসাদ (২৮) রাজীবলোচন (২৯) বিশ্বেশ্বর (৩০) প্যারীমোহন (৩১) ইনি কাশীচন্দ্র সুতা মিঠুমণী দেবীকে বিবাহ করেন। মিঠুমণী সুত রসিক ও রোহিণী (৩২)।

শিবপ্রসাদ (২৮) রাজীবলোচন (২৯) বিশ্বচন্দ্র (৩০) হারাণ চন্দ্র (৩১) যোগেশ চন্দ্র (৩২) ইনি কৈলাস চন্দ্র সুতা কুসুম কামিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

শিবপ্রসাদ (২৮) কমল লোচন (২৯) ঈশান (৩০) হরিশ্চন্দ্র (৩১) যোগেন্দ্র চন্দ্র (৩২) শচীন্দ্র (৩৩) ইনি কেদার নাথ সুতা অনন্তকালী দেবীকে বিবাহ করেন।

শিবপ্রসাদ (২৮) কমল লোচন (২৯) রাজচন্দ্র (৩০) মধুসূদন (৩১) ইনি হেরম্বসুতা নিরুপমা দেবীকে বিবাহ করেন।

মুলুকচাঁদ (২৬) মাণিকচাঁদ (২৭) দুর্গাপ্রসাদ (২৮) গৌরীপ্রসাদ (২৯) উমেশচন্দ্র (৩০) গুরুতারণ (৩১) ইনি হরচন্দ্র সুতা বরদেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। বরদেশ্বরী সুতা গিরিজা ও অম্বুজা। অম্বুজা সুতা সিদ্ধেশ্বরী।

শঙ্কর বা নিমাই (২৬) রামনাথ (২৭) গঙ্গাকান্ত (২৮) রমেশচন্দ্র (২৯) ইনি ঈশানচন্দ্র সুতা জগৎকালী দেবীকে বিবাহ করেন। জগৎকালী সুতা গজেশ চন্দ্র (৩০) সুতা গুণদা, প্রাণদা, দক্ষিণা, ষোড়শী ও জয়ন্তি। গজেশ সুত হেরম্ব ও চন্দ্র (৩১)।

নীলকণ্ঠ (২৩) রতিকান্ত (২৪) বাণেশ্বর (২৫) প্রাণবল্লভ (২৬) সত্য-রাম (২৭) রাজকৃষ্ণ (২৮) গৌরচন্দ্র (২৯) হরিহর (৩০) কেদারেশ্বর (৩১) যজ্ঞেশ্বর (৩২) ইনি বিজয় চন্দ্র সুতা অন্নপূর্ণা দেবীকে বিবাহ করেন।

রামাচার্য্য (২১) গোপীনাথ (২২) কৃষ্ণঠাকুর (২৩) রূপনারায়ণ (২৪) রতিরাম (২৫) আনন্দিরাম (২৬) নরোত্তম (২৭) রামগোবিন্দ (২৮) ইনি রামধন সুতা যমুনা দেবীকে বিবাহ করেন। যমুনাদেবী সুত বামাচরণ (২৯) তৎসুত জানকী ও অক্ষয় (৩০) অক্ষয় সুত চারু ও সুধীর (৩১)।

সুষেণ (২০) কানাই ছোটঠাকুর (২১) নারায়ণ (২২) মথুরেশ (২৩) কৃষ্ণকিঙ্কর (২৪) নন্দগোপাল (২৫) ইনি তারাচাঁদ সুতা কাত্যায়ণী দেবীকে বিবাহ করেন। কাত্যায়ণী সুত জয়গোপাল, মদনগোপাল, কৃষ্ণগোপাল (২৬) জয়গোপাল সুত মহেশ ও ক্ষেত্রমোহন (২৭) মহেশ সুতা মোক্ষদা, তৎসুত শশীভূষণ বন্দ্যো, তৎসুত বিধুভূষণ। ক্ষেত্র-মোহন সুত অভয়া চরণ (২৮) সুতা ক্ষেন্তকালী ও কৃতার্থ। কৃতার্থ সুত নীলরতন বন্দ্যো, তৎসুত অমূল্য। মদনগোপাল সুত চন্দ্রনাথ ও রজনী (২৭) চন্দ্রনাথ সুত কুলদা চরণ (২৮) তৎসুত কালীকিঙ্কর (২৯) রজনী অপুত্রক, সুতা গঙ্গামোহিনী।

সুষেণ (২০) শিবাচার্য্য (২১) রামেশ্বর (২২) রামদেব (২৩) রাজারাম (২৪) বিশ্বেশ্বর (২৫) রাধাকৃষ্ণ (২৬) কালীশঙ্কর (২৭) রামপ্রসাদ (২৮) ইন্দ্রচন্দ্র (২৯) সতীশ (৩০) শশধর (৩১) ইনি রাজকুমার সুতা সরলা দেবীকে বিবাহ করেন।

খড়দহ মেল

যোগেশ্বর পণ্ডিত (১৮) শঙ্কর (১৯) জয়নানন্দ (২০) রামভদ্র (২১) কৃষ্ণবল্লভ (২২) মধুসূদন (২৩) গঙ্গাধর (২৪) রূপনারায়ণ (২৫) রাম-

শরণ (২৬) রামসুন্দর (২৭) গোবিন্দ (২৮) বেহারী (২৯) উপেন্দ্র (৩০) কিশোরী (৩১) ইনি সারদাপ্রসাদ সুতা হেমবরণী দেবীকে বিবাহ করেন।

যোগেশ্বর পণ্ডিত (১৮) শঙ্কর (১৯) নয়নানন্দ (২০) রামভদ্র (২১) কৃষ্ণবল্লভ (২২) মধুসূদন (২৩) রামচন্দ্র (২৪) নন্দরাম (২৫) প্রাণকান্ত (২৬) দুর্গাচরণ (২৭) কৃষ্ণনাথ (২৮) কিশোরী মোহন (২৯) রমণী মোহন (৩০) ইনি সারদাপ্রসাদ সুতা সুরেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন।

বন্দ্য বংশ

কুলিয়া মেল।

শ্রীপতি (২০)
|
দুর্গাদাস (২১)
|
রামেশ্বর(২২) রাঘব(২২) রামকৃষ্ণ(২২) রমাকান্ত (২২)
|
জয়রাম (২৩)
|
রুদ্ররাম(২৪) রঘুরাম (২৪) কেশবরাম (২৪)
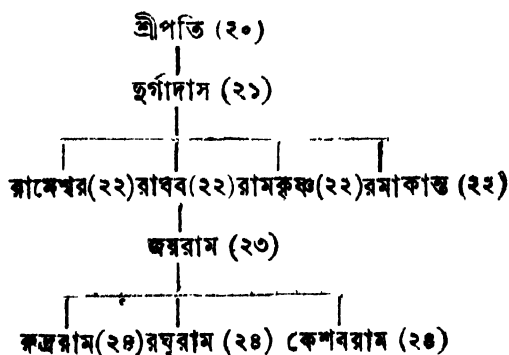
রুদ্ররাম (২৪) অভিরাম (২৫) রামরাম (২৬) রত্নেশ্বর (২৭) শিবপ্রসাদ (২৮) কাশীনাথ (২৯) ঈশ্বরচন্দ্র (৩০) গোপালচন্দ্র (৩১) ইনি নবীন ভট্টাচার্য্য সুতা বসন্তকালী দেবীকে বিবাহ করেন।

রুদ্ররাম (২৪) অভিরাম (২৫) রামরাম (২৬) রামনারায়ণ (২৭) শ্রীকণ্ঠ (২৮) রামচন্দ্র (২৯) ইনি নবকুমার ভট্টাচার্য্য সুতা ভুবন মোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

রুদ্ররাম (২৪) অভিরাম (২৫) রামরাম (২৬) রামনারায়ণ (২৭) শ্রীকণ্ঠ (২৮) রামচন্দ্র (২৯) মহিমচন্দ্র (৩০) জ্যোতিশ্চন্দ্র (৩১) ইনি শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য সুতা বসন্ত কুমারী দেবীকে বিবাহ করেন।

রুদ্ররাম (২৪) অভিরাম (২৫) রামরাম (২৬) রাধানাথ (২৭) বংশীবদন (২৮) অনাথবন্ধু (২৯) হিরালাল (৩০) যামিনী কান্ত (৩১) ইনি বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্য্য সুতা মনোরমা দেবীকে বিবাহ করেন।

রুদ্ররাম (২৪) কৃষ্ণরাম (২৫) হরিহর (২৬) শিবশঙ্কর (২৭) বংশীধর (২৮) ইনি গৌরসুন্দর ভট্টাচার্য্য সুতা চন্দ্রকালী দেবীকে বিবাহ করেন। চন্দ্রকালী সুতা অনন্তকালী।

রুদ্ররাম (২৪) কৃষ্ণরাম (২৫) হরিহর (২৬) শিবপ্রসাদ (২৭) কালীনাথ (২৮) ইনি রামকুমার ভট্টাচার্য্য সুতা ফটীকমণী দেবীকে বিবাহ করেন। ফটীকমণী সুত হৃদয়নাথ ও দুর্গানাথ (২৯) দুর্গানাথ সুত প্রিয়নাথ (৩০)।

রুদ্ররাম (২৪) কৃষ্ণরাম (২৫) রামসন্তোষ (২৬) ভবাণী চরণ (২৭) রামচন্দ্র (২৮) বদন চন্দ্র (২৯) ইনি গৌরসুন্দর ভট্টাচার্য্য সুতা মুক্তেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। মুক্তেশ্বরী সুত গোবিন্দ চন্দ্র (৩০) তৎসুত হরিপদ, মধুসূদন, শ্যামাপদ (৩১)।

রুদ্ররাম (২৪) কৃষ্ণরাম (২৫) রামসন্তোষ (২৬) কালীশঙ্কর (২৭) কমলা কান্ত (২৮) লক্ষ্মীকান্ত (২৯) ঈশ্বর চন্দ্র (৩০) আশুতোষ (৩১)

ইনি রুদ্রকুমার ভট্টাচার্য্য সুতা দক্ষিণাকালী দেবীকে বিবাহ করেন। দক্ষিণাকালী সুতা তরঙ্গিনী।

রুদ্ররাম (২৪) কৃষ্ণরাম (২৫) রামসন্তোষ (২৬) কীর্ত্তিনারায়ণ (২৭) হরচন্দ্র (২৮) অনাথবন্ধু (২৯) ইনি কাশীকান্ত ভট্টাচার্য্য সুতা কুললক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। কুললক্ষ্মী সুত হৃষিকেশ (৩০)।

রঘুরাম (২৪) কালাচাঁদ (২৫) যোগেশ্বর (২৬) রামদুলাল (২৭) গোপীকান্ত (২৮) প্রাণনাথ (২৯) বিপিন (৩০) ইনি হরিচরণ ভট্টাচার্য্য সুতা ক্ষিরোদবাসিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) কালাচাঁদ (২৫) যোগেশ্বর (২৬) রামদুলাল (২৭) নীলকান্ত (২৮) রামরতন (২৯) ললিত মোহন (৩০) ইনি বিনোদ লাল পাকড়াশী সুতা হেমজা দেবীকে বিবাহ করেন। হেমজা সুত সুরেন্দ্র সুতা শুশুবালা।

রঘুরাম (২৪) রামপ্রসাদ (২৫) হৃদয়রাম (২৬) রামদুলাল (২৭) তিলক (২৮) জগচ্চন্দ্র (২৯) নলিনী নাথ (৩০) ইনি সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সুতা অভয়াকালী দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) শ্রীধর (২৫) গঙ্গাগোবিন্দ (২৬) ব্রজকিশোর (২৭) তিলক চন্দ্র (২৮) ঈশ্বর চন্দ্র (২৯) গিরীশচন্দ্র (৩০) ইনি ঈশানচন্দ্র পাকড়াশী সুতা শশীমুখী দেবীকে বিবাহ করেন। শশীমুখী সুত বসন্ত, জ্ঞানচন্দ্র ও সতীনাথ (৩১) সুতা কাদম্বিনী। গিরীশ চন্দ্র সুত আনন্দ মোহন (৩১) ইনি ঈশান চন্দ্র দৌহিত্রী জয়ন্তিকালী দেবীকে বিবাহ করেন। ঈশ্বর চন্দ্র সুত রজনী (৩০) ইনি ঈশান চন্দ্র দৌহিত্রী দক্ষিণা ও ষোড়শী দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) শ্রীধর (২৫) কীর্ত্তিনারায়ণ (২৬) কিঙ্কর (২৭) গদাধর (২৮) রামচন্দ্র (২৯) ইনি ঈশান চন্দ্র পাকড়াশী দৌহিত্রী হেমন্তকালী দেবীকে বিবাহ করেন। হেম সুত ব্রজলাল (৩০) রামচন্দ্র সুত

অবনীনাথ (৩০) ইনি নন্দলাল ভট্টাচার্য্য সুতা বসন্ত কুমারী দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) শ্রীধর (২৫) কীর্ত্তিনারায়ণ (২৬) কিঙ্কর (২৭) গদাধর (২৮) রজনী কান্ত (২৯) ইনি তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য সুতা দ্রবময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। দ্রবময়ী সুত মতিলাল, হারাণ ও সরোজ (৩০)।

রঘুরাম (২৪) শ্রীধর (২৫) কীর্ত্তিনারায়ণ (২৬) গোলক চন্দ্র (২৭) কৃষ্ণকিশোর (২৮) কালীকুমার ও অক্ষয় (২৯) কালীকুমার, হরকুমার ভট্টাচার্য্য সুতা কালীতারা দেবীকে বিবাহ করেন। কালীতারা সুত ষষ্ঠী চরণ ও হারাণ (৩০) অক্ষয় সুত অন্নদা (৩০) ইনি কালীতারণ ভট্টাচার্য্য সুতা সরোজবাসিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) শ্রীধর (২৫) কীর্ত্তিনারায়ণ (২৬) রাধাকৃষ্ণ (২৭) গোকুল (২৮) নন্দমোহন (২৯) ইনি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সুতা কাদম্বিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) শ্রীধর (২৫) কীর্ত্তিনারায়ণ (২৬) বৈদ্যনাথ (২৭) বিশ্বেশ্বর (২৮) কিশোরী মোহন (২৯) ইনি ঈশান চন্দ্র পাকড়াশী দৌহিত্রী গুণদা ও প্রাণদা দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) শ্রীধর (২৫) কীর্ত্তিনারায়ণ (২৬) জগমোহন (২৭) রাজকৃষ্ণ (২৮) কৃষ্ণকুমার (২৯) প্রসন্ন কুমার ও কালী কুমার (৩০) প্রসন্ন সুত অবণী মোহন (৩১) ইনি সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সুত মহামায়া দেবীকে বিবাহ করেন। কালীকুমার (৩০) ইনি হরি চরণ ভট্টাচার্য্য সুতা মোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। মোহিনী সুত প্রফুল্ল ও নিমাই (৩১)।

রঘুরাম (২৪) রবিলোচন (২৫) কৃষ্ণকিশোর (২৬) রমানাথ (২৭) চন্দ্রশেখর (২৮) ইনি রামরতন ভট্টাচার্য্য সুতা জয়দুর্গা দেবীকে বিবাহ করেন।

জয়দুর্গা সুত শশীশেখর ও মধুসূদন (২৯) মধুসূদন সুত যতীন (৩০)।

রঘুরাম (২৪) রবিলোচন (২৫) কৃষ্ণকিশোর (২৬) রমানাথ (২৭) নন্দগোপাল (২৮) ব্রজনাথ (২৯) বিশ্বনাথ ও সোমনাথ (৩০) বিশ্বনাথ সারদা প্রসাদ পাকড়াশী সুতা রাজরাজেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। সোমনাথ নন্দলাল ভট্টাচার্য্য সুতা যামিনী সুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। যামিনী সুত মন্মথ, খগেন্দ্র, সত্যেন্দ্র ও শচীন্দ্র (৩১)।

রঘুরাম (২৪) রবিলোচন (২৫) রামলোচন (২৬) কালীপ্রসাদ (২৭) কৃষ্ণগোপাল (২৮) অমরচাঁদ (২৯) হরলাল (৩০) ইনি রামলাল পাকড়াশী সুতা গিরীবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) রবিলোচন (২৫) পদ্মলোচন (২৬) চাঁদমোহন (২৭) নীলমণি (২৮) ভবাণী প্রসাদ (২৯) ধীরেন্দ্র নাথ (৩০) ইনি দিগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সুতা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) ঘনশ্যাম (২৫) সুধারাম (২৬) রামদুলাল (২৭) কাশীনাথ (২৮) অভয়া চরণ (২৯) ষষ্ঠীচরণ (৩০) ইনি পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য সুতা গুরুদাসীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) দুর্গারাম (২৫) রামশরণ (২৬) গোবিন্দ প্রসাদ (২৭) রাধাকিশোর (২৮) প্রসন্ন চন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র (২৯) প্রসন্ন সুত নীলরতন (৩০) ইনি প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী সুতা ষোড়শী দেবীকে বিবাহ করেন। ষোড়শী সুত কৃষ্ণ, জনার্দ্দন (৩১) হরিশ্চন্দ্র সুত রাসবিহারী (৩০) ইনি লালমোহন পাকড়াশী সুতা নিতম্বিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) দুর্গারাম (২৫) রামশরণ (২৬) ব্রজকিশোর (২৭) কৃষ্ণমোহন (২৮) স্বরূপচন্দ্র (২৯) গুরুদাস (৩০) ইনি হরচন্দ্র পাকড়াশী দৌহিত্রী গিরীজা ও অম্বুজা দেবীকে বিবাহ করেন। অম্বুজা সুত যতীন (৩১) সুতা সিদ্ধেশ্বরী। গুরুদাস সুত যোগেন্দ্র (৩১) ইনি

দেবীচরণ ভট্টাচার্য্য সুতা কালীতারা দেবীকে বিবাহ করেন। কালীতারা সুত বিভুতি ভূষণ (৩২)

রঘুরাম (২৪) দুর্গারাম (২৫) রামশরণ (২৬) রাজকিশোর (২৭) অভয় (২৮) শ্রীহরি ও অক্ষয় (২৯) ইঁহারা হরি চরণ ভটাচার্য্য দৌহিত্রী শৈলজা ও সরোজবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) দুর্গারাম (২৫) রামশরণ (২৬) নন্দকিশোর (২৭) আনন্দ মোহন (২৮) নবীন চন্দ্র (২৯) ইনি রামকমল পাকড়াশী সুতা গোবিন্দমণী দেবীকে বিবাহ করেন। গোবিন্দমণী সুত জগত্তারণ জগদীশ ও জীবন (৩০) সুতা বিধুমুখী, জগময়ী ও দক্ষিণাকালী।

রঘুরাম (২৪) দুর্গারাম (২৫) রামশরণ (২৬) কাশীনাথ (২৭) রাধামোহন (২৮) রাসমোহন (২৯) রমণী মোহন (৩০) ইনি কেদার নাথ পাকড়াশী সুতা যোগমায়া দেবীকে বিবাহ করেন। যোগমায়া সুত কানাই ৩১ সুতা সরযূবালা।

রঘুরাম (২৪) দুর্গারাম (২৫) রামশরণ (২৬) কাশীনাথ (২৭) গুরু-প্রসাদ (২৮) জানকী নাথ (২৯) হরনাথ (৩০) পরেশনাথ ও মনসা চরণ (৩১) ইহাঁরা হরিচরণ ভট্টাচার্য্য দৌহিত্রী কাত্যায়ণী ও নণীবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) দুর্গারাম (২৫) রামশরণ (২৬) শম্ভুনাথ (২৭) গৌরী-নাথ (২৮) অক্ষয় (২৯) ইনি কৈলাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সুতা ত্রৈলোক্যময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ত্রৈলোক্য সুত নরেন্দ্র (৩০)।

রঘুরাম (২৪) দুর্গারাম (২৫) রামশরণ (২৬) শম্ভুনাথ (২৭) কালী-নাথ (২৮) শ্রীনাথ (২৯) ইনি ব্রজসুন্দর পাকড়াশী সুতা জগদম্বা দেবীকে বিবাহ করেন। জগদম্বা সুত যদুনাথ, হৃষিকেশ ও যজ্ঞেশ (৩০) সুতা প্রসন্নকালী। যদুনাথ সুত যোগেন্দ্র নাথ ও সাগর (৩১) যোগেন্দ্র সুত জিতেন্দ্রজিত (৩২)।

রঘুরাম (২৪) দুর্গারাম (২৫) দর্পনারায়ণ (২৬) রামকিশোর (২৭) রামচন্দ্র (২৮) মহেশচন্দ্র (২৯) মাখনলাল (৩০) ইনি হরচন্দ্র পাকড়াশী সুতা ভবতারিণী দেবীকে বিবাহ করেন।

রঘুরাম (২৪) দুর্গারাম (২৫) দর্পনারায়ণ (২৬) রামকিশোর (২৭) ঈশান (২৮) দীনেশচন্দ্র (২৯) দিগেন্দ্র চন্দ্র ৩০ ইনি সারদা পাকড়াশী সুতা যজ্ঞেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। যজ্ঞেশ্বরী সুত সুধীন্দ্র চন্দ্র (৩১)।

কেশবরাম (২৪) হরিনারায়ণ (২৫) রামকান্ত (২৬) গৌরমোহন (২৭) গুরুচরণ (২৮) মনমোহন (২৯) ইনি ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য্য সুতা কাদম্বিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

কেশবরাম (২৪) হরিরাম (২৫) রামকান্ত (২৬) ভৈরব চন্দ্র (২৭) রাধামোহন (২৮) আনন্দ চন্দ্র (২৯) ইনি রামকুমার ভট্টাচার্য্য সুতা চন্দ্রকালী দেবীকে বিবাহ করেন। চন্দ্রকালী সুত বেহারীলাল (৩০) তৎসুত মতিলাল, অক্ষয়, প্রাণগোবিন্দ, জীবন ও যজ্ঞেশ্বর (৩১) মতিলাল সুত ভগবতী চরণ (৩২)।

কেশবরাম (২৪) হরিনারায়ণ (২৫) রামকান্ত (২৬) গোবিন্দ প্রসাদ (২৭) কমল (২৮) রামকুমার (২৯) ইনি আশুতোষ ভট্টাচার্য্য সুতা নিস্তারিণী দেবীকে বিবাহ করেন।

কেশবরাম (২৪) হরিনারায়ণ (২৫) রামগোপাল (২৬) শিবচন্দ্র (২৭) গুরুনাথ (২৮) গোলকনাথ (২৯) কেদারনাথ ও সিদ্ধেশ্বর (৩০) কেদারনাথ কালীতারণ ভট্টাচার্য্য সুতা বিজয়াকে বিবাহ করেন এবং সিদ্ধেশ্বর বিজয় কুমার ভট্টাচার্য্য সুতা সুরেশ মোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

কেশবরাম (২৪) হরিনারায়ণ (২৫) নীলকণ্ঠ (২৬) দীপচাঁদ (২৭) রামচন্দ্র (২৮) পার্ব্বতীচরণ (২৯) শ্রীগোপাল (৩০) ইনি ধনঞ্জয়

সুতা ত্রৈলকা দেবীকে বিবাহ করেন। ত্রৈলকা সুত ললিত ও ভুবন (৩১)

কেশবরাম (২৪) বিষ্ণুরাম (২৫) রামশরণ (২৬) বৈদ্যনাথ (২৭) কাশী-নাথ (২৮) ইনি কালীশঙ্কর সুতা মুক্তেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। মুক্তেশ্বরী সুত মহেন্দ্রনাথ (২৯) সুতা ভুবন মোহিনী ও হারাণী।

কেশবরাম (২৪) রামানন্দ (২৫) নন্দকুমার (২৬) রামজয় (২৭) রাধানাথ (২৮) কাশীনাথ (২৯) অভয়চরণ (৩০) ইনি জগচ্চন্দ্র সুতা দিগম্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। দিগম্বরী সুত বঙ্গচন্দ্র ভগবতীচরণ ও রামচন্দ্র (৩১) সুতা কাদম্বিনী সৌদামিনী ও অম্বালিকা। অভয়চরণ সুত অনাদিচরণ (৩১) ইনি মুকুন্দ সুতা নিরদবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

কেশবরাম (২৪) রামানন্দ (২৫) নন্দকুমার (২৬) দীপচন্দ্র (২৭) হরচরণ (২৮) রামকমল (২৯) কৈলাশ (৩০) প্রবলচন্দ্র (৩১) ইনি রুদ্রকুমার সুতা কাত্যায়নী দেবীকে বিবাহ করেন।

কেশবরাম (২৪) রামানন্দ (২৫) রাজচন্দ্র (২৬) চণ্ডিচরণ (২৭) অম্বিকাচরণ (২৮) বিষ্ণুচরণ (২৯) ফণিভূষণ (৩০) ইনি সুরেশচন্দ্র সুতা তরঙ্গিণী দেবীকে বিবাহ করেন।

কেশবরাম (২৪) আনন্দারাম (২৫) রামলোচন (২৬) কালীদাস (২৭) ইনি শোনারাম সুতা পরেশ মণী দেবীকে বিবাহ করেন। পরেশমণী সুত উমাচরণ পার্ব্বতী চরণ (২৮) উমাচরণ সুত অম্বিকাচরণ ও গঙ্গা চরণ (২৯) পার্ব্বতীচরণ সুত সতীশ (২৯)

কেশবরাম (২৪) আনন্দীরাম (২৫) রামলোচন (২৬) জগচন্দ্র (২৭) শম্ভুচন্দ্র (২৮) ঈশানচন্দ্র (২৯) উমাচরণ ও বৈকুণ্ঠ (৩০) উমাচরণ সুত যাদব (৩১) ইনি ব্রজসুন্দর দৌহিত্রা নৃত্যকালী দেবীকে বিবাহ করেন। বৈকুণ্ঠ (৩০) ইনি ঈশানচন্দ্র দৌহিত্রী মোহিনী ও দীনতারিনী দেবীকে বিবাহ করেন। দীনতারিনী সুত কাশীনাথ (৩১)

কেশবরাম (২৪) আনন্দীরাম (২৫) রামলোচন (২৬) কাশীনাথ (২৭) ভগবতীচরণ (২৮) ইনি রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সুতা মুক্তেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন।

কেশবরাম (২৪) আনন্দীরাম (২৫) রাধাগোবিন্দ (২৬) হরিনাথ (২৭) ভোলানাথ (২৮) গোপাল (২৯) যদুনাথ (৩০) মন্মথ ও যতীন্দ্র (৩১) মন্মথ মোহিনীলাল সুতা পদ্মাকে এবং যতীন্দ্র রাজকুমার সুতা যোগাদ্যাকে বিবাহ করেন।

কেশবরাম (২৪) আনন্দীরাম (২৫) রাধাগোবিন্দ (২৬) বিশ্বনাথ (২৭) কালীনাথ (২৮) জগবন্ধু (২৯) বিনোদ (৩০) ইনি তারকচন্দ্র দৌহিত্রী সরলা ও কিরণশশী দেবীকে বিবাহ করেন।

শ্রীপতি (২০) দুর্গাদাস (২১) রামকৃষ্ণ (২২) গোপীকান্ত (২৩) হরিরাম (২৪) শ্রীরাম (২৫) দেবীবর (২৬) জগন্নাথ (২৭) কালীনাথ (২৮) ইনি রমাবল্লভ সুতা জয়মণী দেবীকে বিবাহ করেন। জয়মণী সুত মহেন্দ্র (২৯) তৎসুত অমূল্য (৩০)

শ্রীপতি (২০) দুর্গাদাস (২১) রামকৃষ্ণ (২২) গোপীকান্ত (২৩) হরিরাম (২৪) শ্রীরাম (২৫) রামশঙ্কর (২৬) রামসন্তোষ (২৭) জগন্নাথ (২৮) শ্রীকান্ত (২৯) ইনি শিবনারায়ণ সুতা রাসমণী দেবীকে বিবাহ করেন। রাসমণী সুত মথুরানাথ (৩০)

শ্রীপতি (২০) দুর্গাদাস (২১) রামকৃষ্ণ (২২) গোপীকান্ত (২৩) হরিরাম (২৪) কৃষ্ণরাম (২৫) বাঞ্ছারাম (২৬) রঘুনাথ (২৭) প্রাণধন (২৮) ইনি রামকুমার সুতা উমাশঙ্করী দেবীকে বিবাহ করেন। উমাশঙ্করী সুত বিজয় ও কালীকমল (২৯)

শ্রীপতি (২০) দুর্গাদাস (২১) রমাকান্ত (২২) গোবিন্দ (২৩) রতিরাম (২৪) বিদ্যাধর (২৫) দুর্গাচরণ (২৬) কমলাকান্ত (২৭) ইনি গৌরসুন্দর সুতা কাশীশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। কাশীশ্বরী

সুত প্রাণহরি (২৮) তৎসুত কালীপ্রসন্ন, অন্নদাচরণ, বিমলাচরণ, বরদাচরণ ও বিরজাচরণ (২৯)

খড়দহমেল।

শ্রীমন্ত (২০)
|
রামচন্দ্র (২১)
|
রাঘব (২২)
|
কৃষ্ণচরণ (২৩)
|
রামগোপাল (২৪)
|
অভিরাম (২৫)   হরিরাম (২৫)
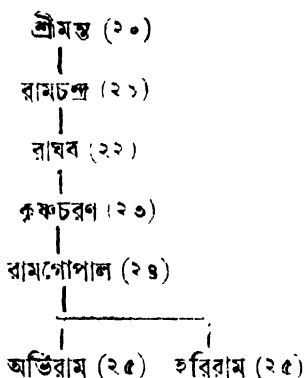
অভিরাম (২৫) কৃষ্ণপ্রসাদ (২৬) রামগঙ্গা (২৭) জগন্নাথ (২৮) রূপচন্দ্র (২৯) কাশীচন্দ্র (৩০) সুশীলচন্দ্র (৩১) ইনি লালমোহন সুতা উলঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন।

অভিরাম (২৫) কৃষ্ণপ্রসাদ (২৬) রামগঙ্গা (২৭) রাজকিশোর (২৮) কালীচরণ (২৯) মহেশ (৩০) কৈলাশ (৩১) ইনি তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য সুতা স্বর্ণময়ী দেবীকে বিবাহ করে।

অভিরাম (২৫) কৃষ্ণপ্রসাদ (২৬) রামগঙ্গা (২৭) যুগলকিশোর (২৮) শ্যামচাঁদ (২৯) ক্ষেত্রমোহন ও লালমোহন (৩০) ক্ষেত্রমোহন তারিনীচরণ সুতা জয়কালী দেবীকে বিবাহ করেন। জয়কালী সুত সিদ্ধেশ্বর (৩১) লালমোহন সুত অনঙ্গমোহন (৩১) ইনি হরিচরণ সুতা হেমাঙ্গিণী দেবীকে বিবাহ করেন। হেমাঙ্গিণী সুত রমণী ও উপেন্দ্র (৩২)

হরিরাম (২৫) রামনারায়ণ (২৬) গোবর্দ্ধন (২৭) রামকানাই (২৮) বৃন্দাবন (২৯) কৃষ্ণগোপাল (৩০) ইনি ঈশানচন্দ্র দৌহিত্রী

নিস্তারিণী ত্রৈলকা ও বিন্দু দেবীকে বিবাহ করেন। ত্রৈলকা সুত মধুসূদন (৩১)

হরিরাম (২৫) রামনারায়ণ (২৬) গোবর্দ্ধন (২৭) রামকানাই (২৮) মথুরানাথ (২৯) জীবনকৃষ্ণ (৩০) সিদ্ধেশ্বর ও শৈলেশ্বর (৩১) সিদ্ধেশ্বর (৩১) ইনি রাজকুমার সুতা মনোরমা দেবীকে বিবাহ করেন। মনোরমা সুতা কমলা।

হরিরাম (২৫) রামনারায়ণ (২৬) গোবর্দ্ধন (২৭) রামকানাই (২৮) মথুরানাথ (২৯) নবীনকৃষ্ণ (৩০) সুরেন্দ্র (৩১) ইনি দিগেন্দ্রচন্দ্র সুতা সুকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন।

জিতামিত্র (২০) রাণা শিবধর (২১) চণ্ডিদাস (২২) শিবরাম (২৩) দুর্গাচরণ (২৪) রামনাথ (২৫) গোবিন্দরাম (২৬) পরশুরাম (২৭) রামভদ্র (২৮) দামোদর (২৯) ইনি শ্রীনারায়ণ সুতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। ত্রিপুরা সুত রাধানাথ ও নীলকমল (৩০) রাধানাথ সুত দুর্ল্লভ বঙ্কপূর্ণ ও বিনোদ (৩১) বঙ্ক সুত কালীমোহন (৩২) বিনোদ সুত উপেন্দ্র ও সতীনাথ (৩২) উপেন্দ্র সুত জগদিন্দ্রলাল (৩৩) নীলকমল (৩০) সুত গুরুপ্রসন্ন (৩১) তৎসুত হরপ্রসন্ন (৩২)

বল্লভী মেল।

গৌরীকান্ত (২০) রামচন্দ্র (২১) মধুসূদন (২২) রুক্মিনীকান্ত (২৩) রামগোপাল (২৪) অযোধ্যারাম (২৫) শ্যামাচরণ (২৬) রামধন (২৭) ইনি রামভদ্র সুতা রুদ্রমণী দেবীকে বিবাহ করেন। রুদ্রমণী সুত সদানন্দ (২৮) তৎসুত নন্দানন্দ (২৯) তৎসুত উমানন্দ (৩০)

গাঙ্গুবংশ।

খড়দহমেল।

রাঘব (২০)

রামচন্দ্র (২১) রামকৃষ্ণ (২১) রঘুনাথ (২১) শ্রীকৃষ্ণ (২১)

হরিরাম (২২)

আত্মারাম (২৩) রমাকান্ত (২৩) রত্নেশ্বর (২৩) সন্তোষ (২৩) রামজীবন (২৩)

আত্মারাম (২৩) রাজারাম (২৪) রাধাবল্লভ (২৫) লোকনাথ (২৬) বিরূপাক্ষ (২৭) অক্ষয় ও বসন্ত (২৮) অক্ষয় সুত মন্মথ (২৯) ইনি প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী সুতা কৈলাসবাসিনী দেবীকে বিবাহ করেন। বসন্ত সুত উপেন্দ্র (২৯) ইনি দুর্গামোহন সুতা সুকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন।

আত্মারাম (২৩) রাজারাম (২৪) রামরুদ্র (২৫) গৌরচন্দ্র (২৬) দ্বারকানাথ (২৭) বিপিনবিহারী (২৮) ইনি চন্দ্রকিশোর সুতা মহালক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। মহালক্ষ্মী সুত মাখনচন্দ্র (২৯)

আত্মারাম (২৩) ঘনশ্যাম (২৪) রামজয় (২৫) গঙ্গাগতি (২৬) রামতনু (২৭) দুর্গাচরণ (২৮) চিন্তাহরণ (২৯) ইনি সারদাপ্রসাদ সুতা শৈলজা-সুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন।

আত্মারাম (২৩) শ্যাম (২৪) রামজয় (২৫) পদ্মলোচন (২৬) রাজীব-লোচন (২৭) ইনি রামরতন সুতা চিত্রমণী দেবীকে বিবাহ করেন। চিত্রমণী সুত বনোয়ারী প্যারী শ্যামাচরণ (২৮) শ্যামাচরণ সুত সতীরঞ্জন (২৯)

রমাকান্ত (২৩) সীতারাম (২৪) প্রাণকৃষ্ণ (২৫) দুর্গাচরণ (২৬) প্রমথ ও গিরীশ (২৭) প্রমথ শিবশঙ্কর সুতা মোক্ষদা দেবীকে বিবাহ করেন।

মোক্ষদা সুত অনুকুল যোগেশ জগদীশ (২৮) অনুকূল সুত যোগেন্দ্র (২৯) ইনি দুর্গানাথ সুতা শৈলবালা দেবীকে বিবাহ করেন। গিরীশ সুত ক্ষিতীশ (২৮) ইনি শ্রীশচন্দ্র সুতা অনুপমা দেবীকে বিবাহ করেন। অনুপমা সুত প্রাণেশ (২৯)

রমাকান্ত (২৩) লোকনাথ (২৪) নীলমণী (২৫) হরকুমার (২৬) হারানচন্দ্র (২৭) জগবন্ধু (২৮) মহেন্দ্র (২৯) ইনি দুর্গানাথ সুতা সরোজা সুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন।

রত্নেশ্বর (২৩) শ্রীরাম (২৪) রামধন (২৫) তিলকরাম (২৬) দুর্গাপ্রসাদ (২৭) চন্দ্রমাধব (২৮) বেহারী (২৯) ইনি অনাদিচরণ সুতা অম্বুজা সুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। অম্বুজা সুত মাখন, অখিল, ক্ষীরোদ (৩০)

রত্নেশ্বর (২৩) শ্রীরাম (২৪) কৃষ্ণধন (২৫) কীর্ত্তিনারায়ণ (২৬) কৃষ্ণকিশোর (২৭) ঈশান (২৮) বিশ্বেশ্বর ও কালীচরণ (২৯) বিশ্বেশ্বর তারিনী চরণ সুতা দাক্ষ্যায়ণী দেবীকে বিবাহ করেন। কালীচরণ সুত কুশলনাথ (৩০) ইনি সতীশচন্দ্র সুতা হেমন্ত কালী দেবীকে বিবাহ করেন।

রত্নেশ্বর (২৩) রাধাকান্ত (২৪) রামসুন্দর (২৫) হরচন্দ্র (২৬) উমেশচন্দ্র (২৭) ইনি সূর্য্যকুমার সুতা ঈশানী দেবীকে বিবাহ করেন।

সন্তোষ (২৩) আনন্দরাম (২৪) তিলক (২৫) কমল (২৬) রামনারায়ণ (২৭) মাধব (২৮) অন্নদা (২৯) দ্বিজেন্দ্র (৩০) ইনি শ্রীশচন্দ্র সুতা মনোরমা দেবীকে বিবাহ করেন।

সন্তোষ (২৩) নন্দদুলাল (২৪) রাজকিশোর (২৫) নীলাম্বর (২৬) কৈলাশ (২৭) মুকুন্দ (২৮) ইনি দুর্গানাথ সুতা ত্রিনয়নী দেবীকে বিবাহ করেন।

রামজীবন (২৩) রামপ্রসাদ (২৪) কৃষ্ণকিশোর (২৫) কালীচরণ (২৬) চন্দ্রকান্ত (২৭) অম্বিকা (২৮) ইনি কৈলাশচন্দ্র সুতা সৌদামিনী দেবীকে বিবাহ করেন

রামজীবন (২৩) রামপ্রসাদ (২৪) নন্দকিশোর (২৫) যোগেশ্বর ও রাম-রতন (২৬) যোগেশ্বর সুত ভৈরবচন্দ্র (২৭) ইনি নন্দকুমার সুতা কাশীশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। রামরতন সুত জগচ্চন্দ্র (২৭) তৎসুত কৃষ্ণকিশো (২৮) ইনি ঈশানচন্দ্র সুতা অম্বিকা দেবীকে বিবাহ করেন। অম্বিকা সুত নকুলেশ্বর রত্নেশ্বর আশুতোষ (২৯) সুতা নিস্তারিণী ত্রৈলক্য ও বিন্দু।

রাঘব (২০) রামকৃষ্ণ (২১) রামগোবিন্দ (২২) রাজারাম (২৩) রামরাম (২৪) রামকানাই (২৫) কেদারনাথ (২৬) নন্দলাল (২৭) হরিশ্চন্দ্র (২৮) ইনি যামিনীকুমার সুতা উমাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন।

রাঘব (২০) শ্রীকৃষ্ণ (২১) রামগোবিন্দ (২২) রুদ্ররাম (২৩) ঘনশ্যাম (২৪) হরেকৃষ্ণ (২৫) গোপীকান্ত (২৬) তারাশঙ্কর (২৭) ইনি কমলাকান্ত সুতা স্বর্ণময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। স্বর্ণময়ী সুত নিবারণ ও ত্রৈলক্য (২৮)

চট্টবংশ।

খড়দহমেল।

কৃষ্ণজীবন (২০) রামবল্লভ (২১) রামানন্দ (২২) রামনিধি (২৩) গৌরমোহন (২৪) কালীচরণ (২৫) প্রতাপচন্দ্র (২৬) প্রমথনাথ (২৭) ইনি রাজকুমার দৌহিত্রী কমলা দেবীকে বিবাহ করেন।

বামদেব (২০) বলরাম (২১) রাধাকৃষ্ণ (২২) কংশনারায়ণ (২৩) ভৈরবচন্দ্র (২৪) আনন্দমোহন (২৫) কালীকুমার (২৬) ইনি গৌরসুন্দর দৌহিত্রী অনন্তকালী দেবীকে বিবাহ করেন। অনন্তকালী সুত যদুনাথ (২৭)।

ঘোষালবংশ।

সর্ব্বানন্দীমেল।

ভবানন্দমিশ্র (২০) চক্রপাণী (২১) হরিহর (২২) রামতর্কবাগীশ (২৩) রুদ্রদেব (২৪) দুর্গারাম (২৫) অনন্তরাম (২৬) প্রাণকৃষ্ণ (২৭) ইনি বীরভদ্র সুতা সুরধনী দেবীকে বিবাহ করেন। সুরধনী সুত ভামারাম (২৮) তৎসুত রঘুনাথ ও কৃষ্ণনাথ (২৯) রঘুনাথ সুত ঈশ্বর চন্দ্র নবীনচন্দ্র শরচ্চন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র (৩০) ঈশ্বরচন্দ্র সত তারাপ্রসন্ন বরদাপ্রসন্ন ও মুকুন্দ (৩১) নবীনচন্দ্র সুত কালীপ্রসন্ন (৩১) তৎসুত নরেন্দ্র (৩২) রুদ্রচন্দ্র সুত যোগেন্দ্র ও রামেন্দ্র (৩১) কৃষ্ণনাথ সুত শ্যামাচরণ (৩০) তৎসুত অবিনাশ ও দীনেশ (৩১)

মুখ বংশ।

কুলিয়া মেল।

বিষ্ণুঠাকুর
রামদেব
নারায়ণ
শ্যামসুন্দর
সীতারাম
কৃষ্ণজীবন
পঞ্চানন
কালীশঙ্কর
শিবপ্রসাদ
মহেশ
ভুবন
আনন্দচন্দ্র
প্রসন্নচন্দ্র

বিষ্ণুঠাকুর
রামদেব
নারায়ণ
শ্যামসুন্দর
সীতারাম
কৃষ্ণজীবন
পঞ্চানন
শঙ্কর
রাজচন্দ্র
সদাশিব
কমল
হরগোবিন্দ
গোরাচাঁদ

কমল
উদয়চাঁদ
তারিণী
রাসবিহারী
নবীন
মুকুন্দ
হরগোবিন্দ
ভারতচন্দ্র
প্রসন্নচন্দ্র
শশীকান্ত
গোরাচাঁদ
ঈশানচন্দ্র
কৈলাসচন্দ্র
অনুকুল
যোগেশ
বিষ্ণুঠাকুর
রামদেব
নারায়ণ
শ্যামসুন্দর
সীতারাম
কৃষ্ণজীবন
পঞ্চানন
মধুসূদন
বাসুদেব
রামগোপাল
মদনগোপাল
কালীশঙ্কর
দুর্গাপ্রসাদ
হরিহর
হরনাথ
ঈশ্বরচন্দ্র
উমাশঙ্কর
আনন্দ
গৌরিপ্রসাদ
গুরুদাস
ভুবন
তিলক
আনন্দনাথ
হরচন্দ্র
মথুরানাথ
রাজকুমার
সিদ্ধেশ্বর
রাধাগোবিন্দ
অবিনাশ
কালীপ্রসাদ
নলিনী
চুনীলাল
বরদাগোবিন্দ
সুরেশ
অবিনাশ
পঞ্চানন

বিষ্ণুঠাকুর

রামদেব নারায়ণ

শ্যামসুন্দর সীতারাম কৃষ্ণজীবন পঞ্চানন

নন্দকুমার ভৈরবচন্দ্র

কাশীনাথ রূপচন্দ্র গৌরচন্দ্র

দুর্গাচরণ ক্ষেত্রমোহন কৈলাসচন্দ্র

কালীকুমার রাইচরণ যাদবচন্দ্র

অশ্বিনীকুমার তারাপদ

- বিষ্ণুঠাকুর
  - বামদেব
  - নারায়ণ
    - রামকান্ত
      - রামসুন্দর
        - বৃন্দাবন
          - রাসমোহন
            - কালীকুমার
              - রজনীকান্ত
                - সতীশচন্দ্র
            - রামকুমার
              - চন্দ্রমোহন
                - পূর্ণচন্দ্র
                  - হেমচন্দ্র
            - রামেশ্বর
              - নিশিকান্ত
                - অনুকূল
          - স্বরূপচন্দ্র
          - শ্যামসুন্দর
          - ভগবান
      - রামকিশোর
    - মুলুকচান্দ
    - শঙ্কর

বিষ্ণুঠাকুর
রামদেব
নারায়ণ
রামকান্ত
মুলুকচান্দ
শঙ্কর
রামসুন্দর
রামকিশোর
বৃন্দাবন
রাসমোহন
স্বরূপচন্দ্র
শ্যামসুন্দর
ভগবান
হরিচরণ
শ্যামাচরণ
কাশীকান্ত
রামেশ্বর
ঈশান
ফটিক
প্যারীমোহন
ললিত

বিষ্ণুঠাকুর
রামদেব
নারায়ণ
রামকান্ত
মুলুকচাঁদ
শঙ্কর
রামসুন্দর
রামকিশোর
শিবপ্রসাদ
রাজীবলোচন
কমললোচন
বিশ্বেশ্বর
ঈশান
রাজচন্দ্র
প্যারীমোহন
হারান চন্দ্র
হরিশ্চন্দ্র
মধুসূদন
যোগেন্দ্রচন্দ্র
যোগেন্দ্র
সচীন্দ্র

বন্দ্য বংশ।

ফুলিয়া মেল।

দুর্গানাথ
বদনচন্দ্র
লক্ষ্মীকান্ত
অনাথবন্ধু
প্রিয়নাথ
গোবিন্দচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্র
হৃষিকেশ
হরিপদ
আশুতোষ
রঘুরাম চক্রবর্ত্তী
কালাচাঁদ
রামপ্রসাদ
শ্রীধর
রবিলোচন
ঘনশ্যাম
দুর্গারাম
যোগেশ্বর
হৃদয়রাম
সুধারাম
রামশরণ
দর্পনারায়ণ
রামদুলাল
রামদুলাল
রামদুলাল
গোপীকান্ত
নীলকান্ত
তিলক
কালীনাথ
প্রাণনাথ
রামরতন
জগচ্চন্দ্র
অভয়াচরণ
বিপীন
ললিত
নলিনী
ষষ্ঠীচরণ
রঘুরাম চক্রবর্ত্তী
শ্রীধর
গঙ্গাগোবিন্দ
কীর্ত্তিনারায়ণ
ব্রজকিশোর
তিলকচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্র
গিরীশচন্দ্র
রজনী
বসন্ত
আনন্দমোহন

- রঘুরাম চক্রবর্ত্তী
  - শ্রীধর
    - কীর্ত্তিনারায়ণ
      - কিঙ্কর
        - গদাধর
          - রামচন্দ্র
            - অবনী
            - ব্রজলাল
          - রজনী
      - গোলকচন্দ্র
        - কৃষ্ণকিশোর
          - কালীকুমার
          - অক্ষয়
            - অন্নদা
      - রাধাকৃষ্ণ
        - গোকুল
          - নন্দমোহন
      - বৈদ্যনাথ
        - বিশ্বেশ্বর
          - কিশোরীমোহন
      - জগমোহন
        - রাজকৃষ্ণ
          - কৃষ্ণকুম
            - প্রসন্নকুমার
              - অবনীমোহন
            - কালীকুমা

রঘুরাম চক্রবর্ত্তী

দুর্গারাম

রামশরণ দর্পনারায়ণ

গোবিন্দপ্রসাদ ব্রজকিশোর রাজকিশোর নন্দকিশোর কাশীনাথ শম্ভুনাথ

রাধাকিশোর কৃষ্ণমোহন অভয় আনন্দমোহন

প্রসন্নচন্দ্র হরিশ্চন্দ্র স্বরূপ শ্রীহরি অক্ষয় নবীনচন্দ্র

নীলরতন রাসবিহারী গুরুদাস জগত্তারণ জগদীশ

কৃষ্ণ জনার্দ্দন যোগেন্দ্র যতীন্দ্র

- দর্পনারায়ণ
  - রামকিশোর
    - রামচন্দ্র
      - মহেশচন্দ্র
        - মাখনলাল
    - ঈশানচন্দ্র
      - দীনেশচন্দ্র
        - দীগেন্দ্রচন্দ্র
          - সুধীন্দ্রচন্দ্র

- কেশবরাম চক্রবর্ত্তী
  - হরিনারায়ণ
  - বিষ্ণুরাম
  - রামানন্দ
    - রামশরণ
      - বৈদ্যনাথ
        - কাশীনাথ
          - মহেন্দ্রনাথ
    - নন্দকুমার
      - রামজয়
        - রাধানাথ
          - কাশীনাথ
            - অভয়াচরণ
              - অনাদিচরণ
      - দীপচাঁদ
        - হরচরণ
          - রামকমল
            - কৈলাশচন্দ্র
              - প্রবলচন্দ্র
    - রাজচন্দ্র
      - চণ্ডীচরণ
        - অম্বিকাচরণ
          - বিষ্ণুচরণ
            - ফণিভূষণ
  - আনন্দীরাম

- কেশবরাম চক্রবর্ত্তী
  - হরিনারায়ণ
    - রামকান্ত
      - গৌরমোহন
        - গুরুচরণ
          - মনমোহন
      - ভৈরবচন্দ্র
        - রাধামোহন
          - আনন্দচন্দ্র
            - বেহারীলাল
              - মতিলাল
                - ভগবতীচরণ
      - গোবিন্দপ্রসাদ
        - কমল
          - রামকুমার
    - রামগোপাল
      - শিবচন্দ্র
        - গুরুনাথ
          - গোলকনাথ
            - কেদারনাথ
            - সিদ্ধেশ্বর
    - নীলকণ্ঠ
      - দীপচাঁদ
        - রামচন্দ্র
          - পার্ব্বতীচরণ
            - শ্রীগোপাল
              - ললিত

কেশবরাম চক্রবর্ত্তী
আনন্দীরাম বিদ্যালঙ্কার
রামলোচন
রাধাগোবিন্দ
কালীদাস
জগচ্চন্দ্র
কাশীনাথ
হরিনাথ
বিশ্বনাথ
উমাচরণ
পার্ব্বতী
শম্ভুচন্দ্র
ভগবতীচরণ
ভোলানাথ
কালীনাথ
অম্বিকা
সতীশ
ঈশান
গোপাল
জগবন্ধু
উমাচরণ
বৈকুণ্ঠ.
যদুনাথ
বিনোদ
যাদব
কাশীনাথ
মন্মথ
যতীন্দ্র

বন্দ্যবংশ

খড়দহ মেল

গাঙ্গবংশ

খড়দহ মেল

- হরিরাম
  - রমাকান্ত
    - সীতারাম
      - প্রাণকৃষ্ণ
        - দুর্গাচরণ
          - প্রমথ
            - অনুকূল
              - যোগেন্দ্র
          - গিরীশ
            - ক্ষিতীশ
              - প্রাণেশ
    - লোকনাথ
      - নীলমণি
        - হরকুমার
          - হারাণচন্দ্র
            - জগবন্ধু
              - মহেন্দ্র

- হরিরাম
  - রত্নেশ্বর
    - শ্রীরাম
      - রামধন
        - তিলকরাম
          - দুর্গাপ্রসাদ
            - চন্দ্রমাধব
              - বেহারী
                - মাখন
      - কৃষ্ণধন
        - কীর্ত্তিনারায়ণ
          - কৃষ্ণকিশোর
            - ঈশান
              - বিশ্বেশ্বর
              - কালীচরণ
                - কুশলনাথ
    - রাধাকান্ত
      - রামসুন্দর
        - হরচন্দ্র
          - উমেশচন্দ্র

- হরিরাম
  - সন্তোষ
    - আনন্দরাম
      - তিলক
        - কমল
          - রামনারায়ণ
            - মাধব
              - অন্নদা
                - দ্বিজেন্দ্র
    - নন্দদুলাল
      - রাজকিশোর
        - নীলাম্বর
          - কৈলাস
            - মুকুন্দ